বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী ॥
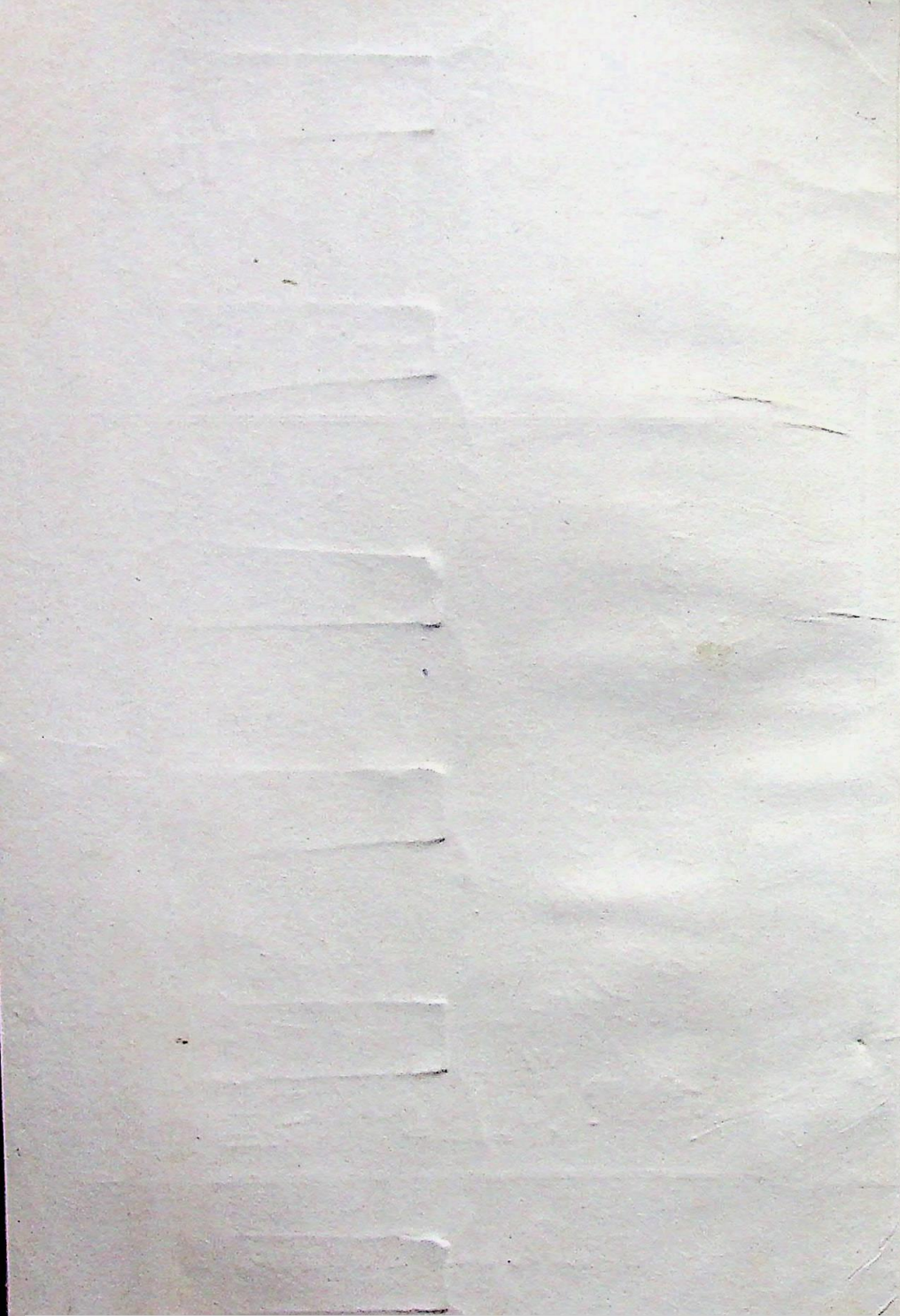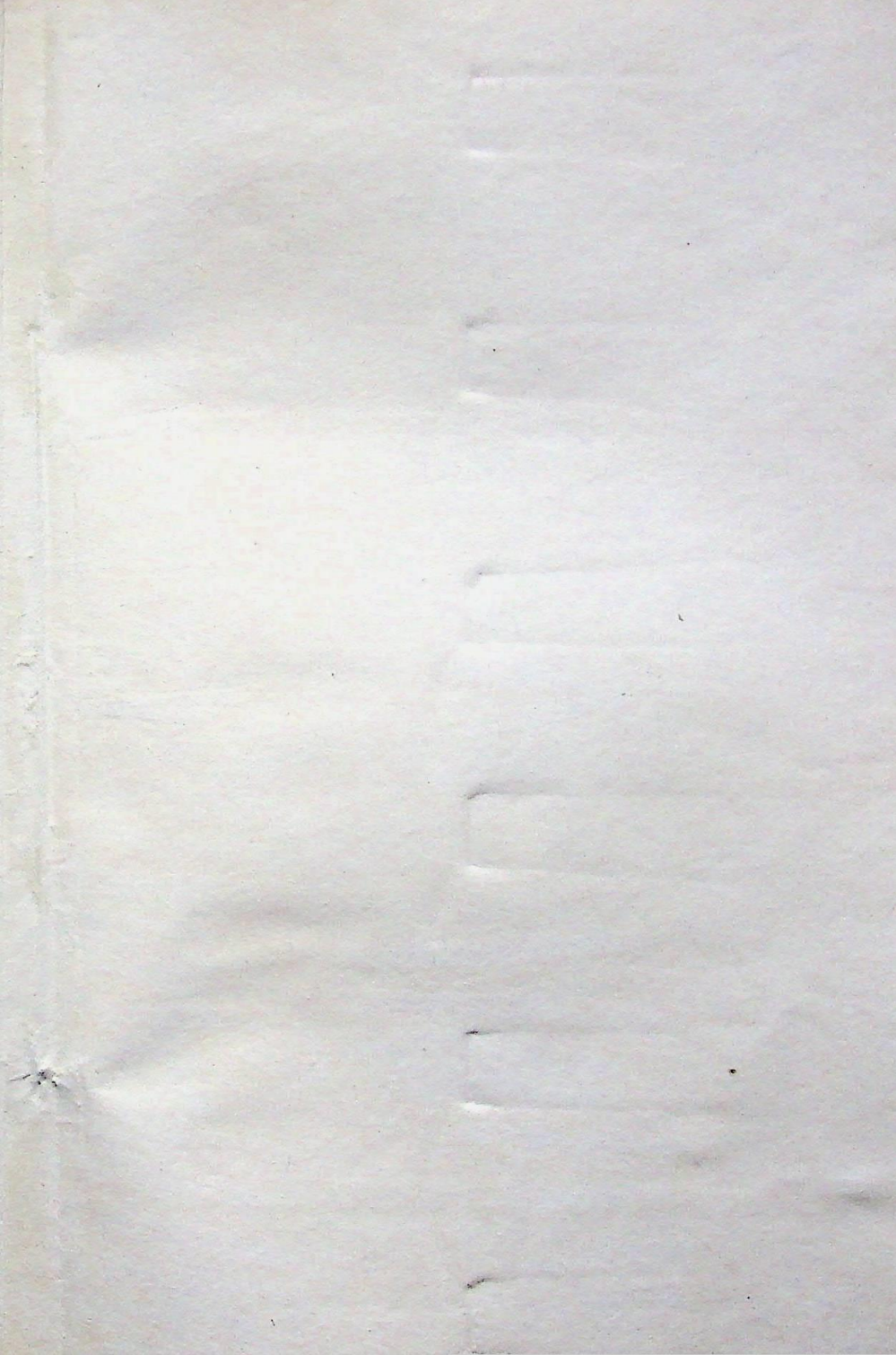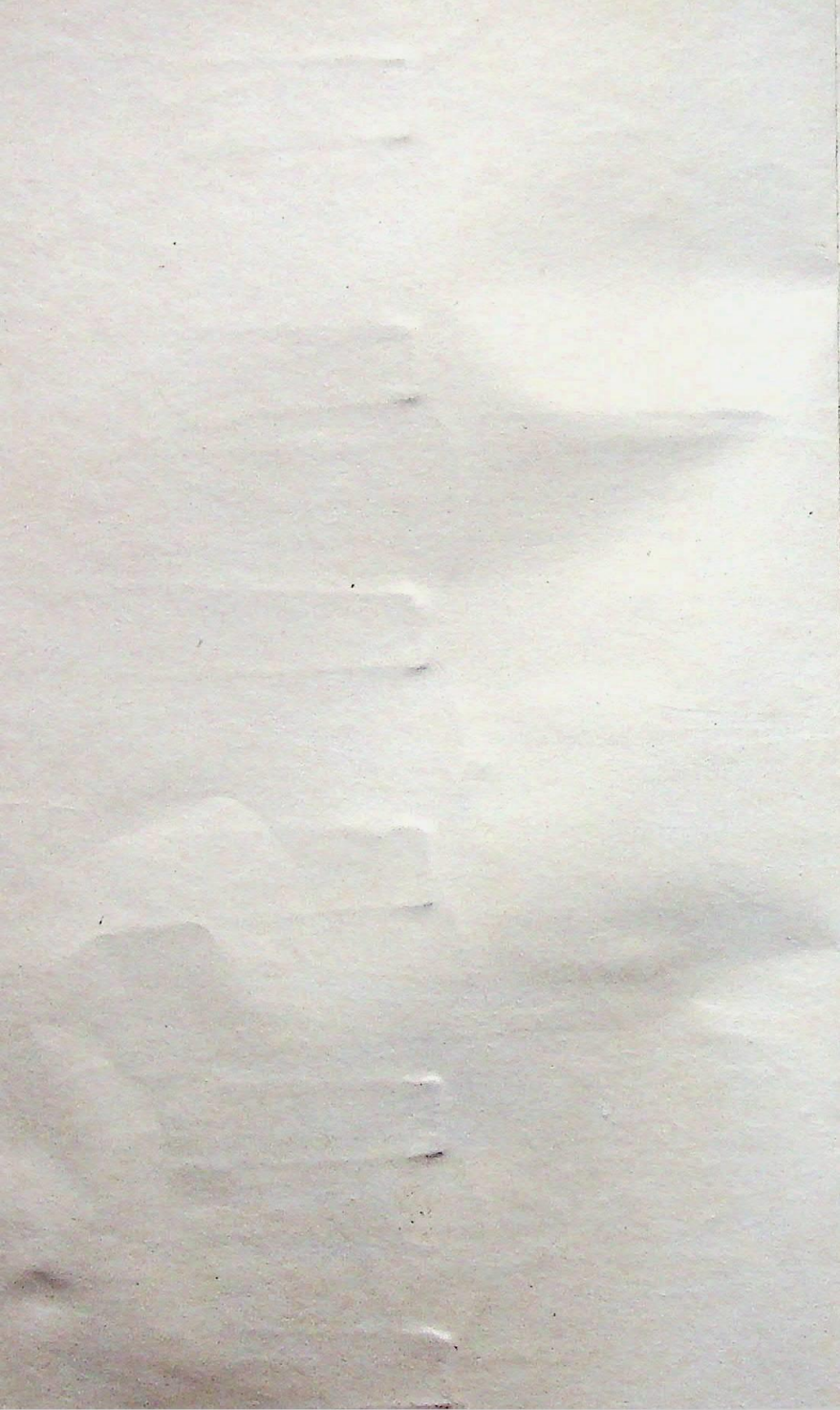
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

॥ বিংশ শতাব্দীর কার্ত্তনীয়া ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে-

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্যডোবা।

(পোঃহালিসহর উত্তর২৪পরগণা পশ্চিমবঙ্গ।

প্রকাশক :

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্য ডোবা, হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা

প্রথম সংস্করণ — ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, দোলযাত্রা

প্রাপ্তিস্থান :

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্য ডোবা. পোঃ— হালিসহর

জেলা—উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

৪। মহেশ লাইব্রেরী

২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০৭৩

ফোন — ৩১ — ১৪৭৯

৫। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৬৮, বিধান সরণী কলিকাতা—৭০০০৬

ফোন—৩২—২১০৮

৬। শ্রীপরিতোষ অধিকারী

শ্রীশ্রীমদন গোপাল সেবাশ্রম, শ্রীপাট

শুকেশ্বর, সাং + পোঃ—অমরপুর

পিন—৭২১৪৩৯, জেলা—মেদিনীপুর

ভিক্ষা-ত্রিশ টাকা।

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস

শ্রীচৈতন্যডোবা মন্দির

॥ শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী ॥

(গ্রন্থকার)

॥ ভূমিকা ॥

হালিসহরে বৈষ্ণব গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী মহারাজ বহু দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব গ্রন্থ সম্পাদনা সহ প্রকাশ করেছেন। যে ঐতিহ্য হারিয়ে গিয়েছিল, বাবাজী মহারাজের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে তা আবার আমরা ফিরে পাচ্ছি। এই ঐতিহ্যের একটা প্রধান অংশ কীর্তন। পদাবলী সংগ্রহের অভাব নেই। কিন্তু যাঁরা কীর্তন গেয়েছিলেন এবং এখনও যাঁরা কীর্তন গান; তাঁদের পরিচয় জানা বৈষ্ণবীয় গবেষণার একটি প্রধান অংশ। এক সময়ে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ গবেষণা করেছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী মহারাজ 'বিংশ শতাব্দীর কীর্তনীয়া' প্রথম ভাগ রচনা করেন, এবং তাতে বহু কীর্তনশিল্পীর পরিচয় প্রদান করেন। আধুনিক বঙ্গীয় সংস্কৃতির এই বিশেষ যাত্রা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। বাবাজী মহারাজের প্রশংসনীয় গবেষণায় এখন সে আঁধার আর নেই। এই বিশিষ্ট গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হবে জেনে আমরা আনন্দিত। বঙ্গীয় সংস্কৃতির এই গুরুত্ববহ উপাদান যে অবহেলা করা যায় না, তা গ্রন্থকার সুস্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন। এ জন্য তাঁকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী এম, এ, ডি, লিট,
প্রাক্তন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

তাং ০৪—০১—১৯৯৮

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

॥ সম্পাদকীয় ॥

পরম করুনাঘন অবতার সংকীর্ত্তন পিতা শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দরের অহৈতুকী করুণা শক্তিবলে 'বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনা ঘটিল। সংকীর্ত্তন পিতা শ্রীগৌর সুন্দর। তাঁহার আস্বাদিত সংকীর্ত্তনরসের ধারক ও বাহক শ্রীশ্রীলীলাকীর্ত্তন গায়কগণের পরিচিতির এক ঐতিহাসিক রূপরেখা প্রতিষ্ঠার জন্যই এই গ্রন্থের প্রকাশনা।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীরাধাগোবিন্দের দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর লীলা রসের রসনির্য্যাস জনমানসে প্রতিভাত করিবার জন্য জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস পদাবলী সাহিত্যের সৃষ্টি করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গম্ভীরায় উপবেশন করে নিজ রস আস্বাদন উপলক্ষ্যে সেই সকল পদাবলীর প্রেম বৈচিত্রের বৈচিত্রময় রূপ প্রতিভাত করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রকাশের পূর্ব্বে নরহরি সরকার ঠাকুর বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জয়দেবের রচিত পদাবলী অবলম্বনে লীলা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য শ্রীশেখর রায়ের বর্ণন যথা—

"রঘুনন্দনের পিতা, মুকুন্দ যাহার ভ্রাতা, নাম তার নরহরি দাস।
রাঢ়ে বঙ্গে সুপ্রচার পদবীতে সরকার শ্রীখণ্ড গ্রামেতে বসবাস॥
গৌরাঙ্গের জন্মের আগে বিবিধ রাগিনী রাগে ব্রজরস করিলেন গান"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট বিহার কালীন শ্রীমাধব ঘোষকে এড়িয়াদহে দানখণ্ড লীলা কীর্ত্তন করিতে দেখা যায়। শ্রীচৈতন্য ভাগবত অন্ত্যে ৫ অধ্যায়

হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ মল্লরায়। করিতে লাগিল নৃত্য গোপাল লীলায়॥
দান খণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ। শুনি অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ॥

শ্রীরাধা গোবিন্দের নিত্য প্রেমলীলা বৈচিত্র্য বেদব্যাস কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত রচনার মাধ্যমে বীজ রূপে আরোপিত হইয়া জয়দেব—বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলীর রচনার মাধ্যমে অঙ্কুরিত হইল, শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃক্ষরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই রস মাধুর্য্য আস্বাদন উপলক্ষ্যে স্বীয় পার্ষদ বর্গে শক্তি সঞ্চার করতঃ সংকীর্ত্তন রস মাধুর্য্য জীব জগতে বিকিরণ করিলেন। প্রভু-ত্রয়ের পুনঃ প্রকাশ শ্রীনিবাস নরোত্তম—শ্যামানন্দ মাধ্যেমে ফুলফল উদ্ভব হইয়া বৃন্দাবনের সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাদির মাধ্যেমে ফলের পরিপক্কতা লাভ করিল,

তাঁহাদের কৃপা শক্তি নিরীক্ষণে অদ্যাবধি কীর্ত্তন স্মরণ মননের মাধ্যমে অগনিত গৌর গোবিন্দের প্রেমানুরাগী সুধীবৃন্দ আস্বাদন করিতেছেন। তাই আজ অগনিত লীলা কীর্ত্তন গায়কগণ সেই পরিপক্ক ফল বিকিরণ করিয়া আপামর জনমানসে শুদ্ধা ভক্তির উদয় করিতেছেন।

শ্রীরাধা গোবিন্দের প্রেমলীলা বৈচিত্রের নিদর্শন চতুঃষট্টি রস যথা— অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, স্বাধীন ভর্তৃকা, প্রোষিত ভর্তৃকা, এই অষ্টরস আট আটভাবে চৌষট্টি রস সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার সপ্রমান বিস্তৃত বিবরণ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিশেষ ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। এই সকল রসের অভিব্যাক্তি মান, মাথুর, কলঙ্ক ভজন, দান লীলাদির রস বিন্যাসে লীলাকীর্ত্তন করতঃ গায়কগণ শ্রীশ্রীগোবিন্দের লীলাদি জনমানসে চির স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তৎসঙ্গে গৌরাঙ্গের সপার্ষদ লীলা বৈচিত্র ও পালা ক্রমে কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের লীলা ভক্ত হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের উন্মেষ করিতেছে। তাই লীলাকীর্ত্তন গায়কগণ শ্রীগৌরাঙ্গের আস্বাদিত ব্রজ প্রেম রসের ধারক ও বাহক।

কীর্ত্তন গানের বৈশিষ্ট প্রতিপন্ন করিবার মানসে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রত্ন মহাশয় "বাঙ্গালার কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনীয়া" গ্রন্থের ভূমিকায় বর্ণন করিয়াছেন যথা— "কিন্তু আমার মনে হইয়াছে কীর্ত্তন গানের একটা বৈশিষ্ট আছে। কীর্ত্তন গান বাঙ্গালীর এক অভিনব সৃষ্টি। বাঙ্গালীর স্বকীয়তা মাখানো বাঙ্গালীর এক অতুলনীয় সম্পাদ। কথা ও সুরের মর্য্যাদানুরূপ মিলনে কীর্ত্তন বাঙ্গালীর এক দিব্যাবদান। কীর্ত্তনের এই বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা আমি লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না। ষড়ৈশ্চর্যাসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ঐশ্চর্য্য মাধুর্য্যে পরিপ্লুত করিয়া মানুষের মাঝে আসিয়া ধরা দিয়াছেন। মানুষ জানিয়াছে তাঁহাকে সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ করা যায়। শ্রীবৃন্দাবনে বাৎসল্যের অমোঘ স্নেহডোরে তাঁহাকে বাঁধিয়াছেন জনক জননী। সৌহার্দ্দের অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে বন্দী হইয়াছেন তিনি সখাগণের নিকটে। আর স্বার্থ গন্ধহীন অপ্রাকৃত প্রেমের অচ্ছেদ্য আকর্ষণে আপনি গ্রহন করিয়াছেন বল্লবী বালাগণের সর্ব্ব স্ব-সমর্পণ। ব্রজ

বধূগণের শিরোভূষণ শ্রীরাধার মান ভাঙ্গাইতে গিয়া বলিয়াছেন, দেহি পদ-পল্লবমুদারম্। এই দিব্য উদাহরণে মানুষ ভরসা পাইয়াছে।

কয়েকজন ধ্রুবা স্মৃতি সমৃদ্ধ জাতিস্মর সাধক আপন অনুভূতির রঙ্গীন তুলিকায় এই সমস্ত অপার্থিব প্রেমের নিরবদ্য চিত্র আঁকিয়াছেন, যাহার নাম বৈষ্ণব পদাবলী। ব্যাক্তির অনুভূতি বিশ্বজনীনতায় রূপান্তরিত হইয়াছে। ব্যাক্তিগত ভাবতন্ময়তার উপলব্ধি বিশ্বের রসিক জনের আস্বাদ্য বস্তুতে পরিনতি লাভ করিয়াছে। গোষ্ঠিগত চেতনা সম্প্রসারিত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছে এক মহনীয় ব্যঞ্জনার অপূর্ব্ব রসভাবঢ্য আনন্দনন্দন।"

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসাদির বিরচিত পদাবলীর শ্রীরাধা গোবিন্দের অপ্রাকৃত প্রেমলীলার বৈচিত্রের অনুকরণে গৌর পার্ষদবৃন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমলীলার বৈচিত্র পদাবলীর সাহিত্য রচনার মাধ্যমে প্রতিভাত করিয়াছেন। তৎসঙ্গে পণ্ডিত গদাধরের শিষ্য মঙ্গল ঠাকুরের শিষ্য নৃসিংহ মিত্র প্রবর্ত্তিত ময়নাডালের সুর। ঠাকুর নরোত্তমের "গরানহাটী" শ্রীনিবাস আচার্য্যের "মনোহর সাহী" শ্যামানন্দের "রেনেটি" রসিকানন্দের "মান্দারানী" বৈষ্ণবদাসের "টেঞার ঢপ" প্রভৃতি বিবিধ সুরতালের রস বিন্যাসে ঐ সকল পদাবলীর কীর্ত্তন প্রথা জনমানসে গৌরগোবিন্দের প্রেমলীলা বৈচিত্র্য প্রতিভাত হইয়া রহিয়াছে। এই সুরের রস বিন্যাসে লীলার কীর্ত্তনের মাধ্যমে শ্রীরাধা গোবিন্দের পঞ্চবিধা ভাব রস বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রেমলীলায় কৃষ্ণের ভক্ত বাৎসল্য, পিতা, মাতা, সখা, সখী, দাসাদির প্রেম অনুরাগ আপামর জনগন উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন। তৎসঙ্গে রাধাভাব কান্তিধারী শ্রীগৌরাঙ্গদেব সর্ব্ব অবতারের পার্ষদবৃন্দ সহ ব্রজলীলা রস আস্বাদন উপলক্ষ্যে প্রেমলীলার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাহাও এই লীলা কীর্ত্তনের মাধ্যমে সর্বজন আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন।

তাই গৌরগোবিন্দের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা রস মাধুরীর পরিবেশক লীলাকীর্ত্তন গায়কগণের পরিচিতিও জীবনীর ঐতিহাসিক সংরক্ষণের কারণে এই "বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া" নামক গ্রন্থখানির প্রকাশ। এই কার্য্য সম্পাদনের প্রারম্ভে উদ্বুদ্ধ করেন হুগলী নিবাসী সুগায়ক শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায় কলানিধি মহাশয়। তাঁহার অনুপ্রেরনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তথ্য সংগ্রহ করতঃ

ইতিপূর্ব্বে প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীপাট ময়নাডালের বিশেষ পরিচিতি সহ কীর্ত্তনরত কীর্ত্তনীয়া গনের পরিচিতি এবং প্রয়াত কীর্ত্তনীয়া ও অবসরপ্রাপ্ত কীর্ত্তনীয়া গণের জীবনী উল্লেখিত হইয়াছে। গ্রন্থ শেষে প্রয়াত কীর্ত্তনীয়া গণের জীবনী প্রদানে প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাহিত্যিক ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাংলার কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনীয়া গ্রন্থ হইতে বহু তথ্য লওয়া হইয়াছে।

অধুনা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশনার তথ্য সংগ্রহে মেদিনীপুরবাসী ডাঃ সুধীর চন্দ্র খামরুই মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করে মেদিনীপুর অঞ্চলের কীর্ত্তনীয়া গণের পরিচিতি ও জীবনী পাঠাইয়া বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার এই মহানুভবতায় আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাঁহার সার্ব্বিক কল্যান বিধান করুন। বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক (ইতিহাস বিভাগ) শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্ত্তী, এম এ ডি লিট মহাশয় একটি ভূমিকা পাঠাইয়া কৃতজ্ঞতা ভাজন করিয়াছেন। আরও বহুগুনীব্যাক্তি তথ্যাদি পাঠিয়েছেন তাদের জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা। এখন সুধী পাঠকবৃন্দ আমার সর্ব্বানুরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া কীর্ত্তনলীলা গায়কগণের পরিচিতি জ্ঞাত হউন, এখন কীর্ত্তনীয়াগণ সমীপে আবেদন, পরবর্ত্তী তৃতীয় খণ্ড প্রকাশনায় তথ্য পাঠিয়ে এই বিশাল গবেষণা কার্য্যের সহায়তা করুন এবং পরিচিত কীর্ত্তনীয়াগণ সমীপে এই সংবাদ প্রদান করিয়া তথ্যাদি প্রেরণে উদ্বুদ্ধ করুন। কীর্ত্তনীয়াগণ নিজ নিজ নাম, ঠিকানা, সংস্থার নাম, বয়স কতদিন কীর্ত্তন করছেন, তৎসঙ্গে পাশপোর্ট সাইজের একটি সাদা কালো ফটো ও ব্লকের জন্য একশত টাকা পাঠিয়ে তালিকাভুক্ত হউন। নবীন ও প্রবীন সমস্ত কীর্ত্তনীয়াগণ সকলেই তথ্য পাঠাইবেন। অবসর প্রাপ্ত ও প্রয়াত কীর্ত্তনীয়া গণের জীবনী ও ফটো প্রদান করুন। সকল কীর্ত্তনীয়া গণের পরিচিতির মাধ্যমে কীর্ত্তন শিল্পের এক ঐতিহ্য ঐতিহাসিক রূপ পরিগ্রহ করুক ইহাই কাম্য। সর্ব্বিক সহযোগিতায় এই মহান প্রচেষ্টার সুযোগ্য মূল্যায়ন ঘটুক ইহাই একমাত্র আবেদন।

নিবেদক
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন
শ্রীকিশোরী দাস

শ্রীশ্রীপ্রানকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্য ডোবা, হালিসহর
উঃ ২৪ পরগণা, (পঃ বঃ) ১৪০৪ সাল শ্রীদোলপূর্ণিমা

॥ সূচীপত্র ॥

জেলা ভিত্তিক কীর্ত্তনীয়া

মেদিনীপুর

কৃষ্ণ প্রসাদ দাস অধিকারী, দামোদর দাস, আশালতা দাস, নিতাই চরন দাস গোস্বামী, বৃন্দারানী দাস, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, নরেন্দ্র নাথ রানা, বিমল চন্দ্র মণ্ডল, বাদল চন্দ্র মাইতি, শীতল শাসমল, মদন চন্দ্র ঘোড়ই, গোপাল চন্দ্র দাস, গুনধর জানা, শিশুরাম দাস গোস্বামী, গৌতম কুমার দাস, অদ্বৈত দাস বাবাজী, ইন্দ্রজিৎ দাস।

নদীয়া

সত্য সাধন বৈরাগ্য, নিমাই ভারতী, সুবলচন্দ্র দাস, মদন মোহন পোদ্দার।

বর্দ্ধমান

রতন চন্দ্র গান্ধী, সুনীল কুমার ঘোষ শিশির কুমার মুখার্জ্জি, শ্রীকৃষ্ণ মুখার্জ্জি শ্রীকৃষ্ণা মুখার্জ্জি, সুনীল ঘোষ।

মুর্শিদাবাদ

তিনকড়ি দত্ত, স্বরূপ দামোদর দাস বাবাজী।

মালদহ

শচীন্দ্র নাথ মণ্ডল, সুভাষ চন্দ্র দাস।

২৪ পরগণা

মল্লিকা কোনাই।

বীরভূম

ঠাকুর দাস আচার্য্য, মনিকচাঁদ মিত্র মিত্র ঠাকুর, নিখিল কুমার দাস।

কলিকাতা

শ্রীমতি কাঞ্চন মনি দাস, গোবিন্দ গোপাল মিত্র ঠাকুর, সুমন ভট্টাচার্য্য।

হুগলী

কার্ত্তিক চন্দ্র শীল, শান্তিময় বিশ্বাস।

—০—

॥ প্রকাশিত হইতেছে ॥

বিংশ শতাব্দীর কীর্তনীয়া

★ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড ★

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে যে সকল কীর্ত্তনীয়াগণ অংশ গ্রহন করিতে পারেন নাই। তাহারা সত্বর যোগাযোগ করুণ।

নিজ নাম, ঠিকানা, সংস্থার নাম, বয়স, কতদিন কীর্ত্তন করছেন, ইহা লিখিয়া নিম্ন লিখিত ঠিকানায় প্রেরন করুন। আর একটি সাদা কালো পাশপোর্ট সাইজের ফটো ও ব্লকের জন্য একশত টাকা পাঠান। আপনি পাঠান ও পরিচিত কীর্ত্তনীয়াদের উদ্বুদ্ধ করুন। প্রয়াত কীর্ত্তনীয়াগণের জীবনী পাঠান। নবীন প্রবীন সর্ব্ববিধ গায়কের পরিচিতি সাদরে গৃহীত হইবে।

যোগাযোগ —

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্য ডোবা

পোঃ—হালিসহর ২৪ পরগণা (উঃ)

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট

(বৈষ্ণবশাস্ত্র সংগ্রহ, সংরক্ষন, গবেষনা ও প্রচার কার্য্যালয়)

বৈষ্ণব শাস্ত্র গবেষনায় বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে আসুন। আপনার সমীপে প্রাচীন পুঁথী প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী থাকিলে উই, পোকায়, অযত্নে নষ্ট না করে এই সংগ্রহশালায় দান করুন। এতে বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষনার সহায়ক হবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্

বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া

গ্রন্থারম্ভঃ

প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের পরিচয়

গোপালভট্ট —শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী দাক্ষিনাত্ত বাসী বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। মহাপ্রভুর পারিষদ ষড় গোস্বামীর একজন। মহাপ্রভু দক্ষিনার্ত্ত ভ্রমণ কালে তাঁহার ভবনে চাতুর্ম্মাস্য উদ্যাপন করেন।

তথাহি —অনুরাগবল্লী – ১ম লহরী –

কাবেরীর তীরে দেখি রঙ্গনাথ। নৃত্যগীত কৈল বহু ভক্তগণ সাথ॥
সেই তীর্থে বৈসে তৈলঙ্গ বিপ্ররাজ। শ্রীত্রিমল্ল ভট্ট নাম ব্রাহ্মণ সমাজ॥
তাঁহার কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ হয়ে দুই ভাই। বেঙ্কট প্রবোধানন্দ ভট্ট বলি গাই॥

বেঙ্কট ভট্ট, ত্রিমল্ল ভট্ট ও প্রবোধানন্দ ভট্ট তিন ভাই। বেঙ্কট ভট্টের পুত্রই গোপাল ভট্ট। পিতার নির্দ্দেশে বিবিধ বিধানে মহাপ্রভুর সেবা করেন। এবং প্রভুর সমীপে নিজমন আর্ত্তি নিবেদন করেন। প্রভু বিদায়ের কালে বলিলেন পিতামাতা ও খুল্লতাতাদির অন্তর্দ্ধানের পর বৃন্দাবন গমন করিবে। তথায় আমার প্রিয় রূপ সনাতনের সহিত মিলিত হইলে সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে। গোপাল ভট্ট নিজ খুল্লতাত প্রবোধানন্দের সমীপে দীক্ষা ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। তথাহি – তত্রৈব—

"বেঙ্কটের কনিষ্ঠ প্রবোধানন্দ নাম। গোপাল ভট্টের পূর্ব্বে গুরু সে প্রমান॥
অধ্যয়ন উপনয়ন যোগ্য আচরনে। পূর্ব্বেতে সকল শিক্ষা পিতৃব্যের স্থানে॥"

গোপাল ভট্ট পিতৃ মাতা খুল্লতাতাদির অন্তর্দ্ধানের পর উদাসী হইয়া বৃন্দাবনে আগমন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার আগমন বার্ত্তা অন্তরে জানিয়া ডোর কৌপীন ও আসন প্রেরন করতঃ শক্তি সঞ্চার করেন। গোপাল ভট্ট প্রভু প্রদত্ত সম্পদ গ্রহন ও রূপসনাতনাদির মিলনে সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিলেন। শ্রীরাধারমন সেবা স্থাপন করিয়া সেবানন্দে বিভোর হইলেন। শ্রীহরিভক্তি

বিলাস, সংক্রীয়াসার দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বৈষ্ণব জগতের অশেষ কল্যান সাধন করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ মহাপ্রভুর আদেশ বৈষ্ণব স্মৃতি প্রনয়ন উদ্দেশে শাস্ত্র হইতে ভক্তি তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া গোপাল ভট্ট হস্তে অর্পন করিলে ভট্ট গোস্বামী তাহাতে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া সংযোজন করেন। তাহাই হরিভক্তি বিলাস নামে প্রসিদ্ধ হয়। সনাতন গোস্বামীপাদ গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। গৃহস্থ বৈষ্ণবের নিত্য বিধান মূলক সংক্রিয়া সার দীপিকা গ্রন্থ গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রনয়ন করেন। গৌরপ্রেম প্রচারক শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু গোপাল ভট্ট গোস্বামীর কৃপাপাত্র। পদকল্পতরু গ্রন্থ 'গোপাল ভট্ট' ভণিতাযুক্ত পদ পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের টীকা করেন।

তথাহি শ্রীঅনুরাগবল্লী—

'শ্রীভট্ট গোসাঞি কর্ণামৃতের টীকা কৈল।
অশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা তাহাতে লিখিল ॥

গোকুল দাস গোকুল দাস ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পণ্ডিত ছিল। তাহার কণ্ঠস্বরে সকলে বিমোহিত হইত।

তথাহি— নরোত্তম বিলাস ১২ বিলাস

"জয় গোকুল ভক্তিরসের মূরতি। যাঁর গানে নাই বৈষ্ণবের দেহস্মৃতি ॥"

তথাহি - ভক্তি রত্নাকরে - ১০ম তরঙ্গে

অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীতের ভেদদ্বয়। অনিবদ্ধ গীত গোকুলাদি আলাপয় ॥
অনিবদ্ধ গীতে বর্ণন্যাস স্বরালাপ। আলাপে গোকুল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ ॥
আলাপে গমক মন্দ্র মধ্য তার স্বরে। সে আলাপ শুনিতে কেবা ধৈর্য্য ধরে ॥

গোকুল দাস খেতুরীর উৎসবে ঠাকুর নরোত্তমের সঙ্গে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রভু বীরচন্দ্র তাহার গান শ্রবণে বিমোহিত হইয়া তাহার বদনে হস্ত বুলাইয়া পুনঃ পুনঃ গাহিতে বলিলেন। তথাহি- নরোত্তম বিলাস—১১ বিলাস

"গোকুলের বদনে হস্ত বুলাইয়া। কহিলা কতেক তাঁরে অধৈর্য্য হইয়া ॥

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ •

এত কহি গোকুলে কহয়ে বার বার। গাও গাও ওহে প্রান জুড়াও আমার॥
শুনিয়া গোকুল গায় হৈয়া উল্লাসিত। কিবা সে অপূর্ব্ব কবিরাজ কৃত গীত॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে 'গোকুল দাস' ভণিতা যুক্ত পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

গোকুলানন্দ—গোকুলানন্দ শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য ছয় চক্রবর্ত্তীর অন্যতম কাঞ্চন গড়িয়া নিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ দ্বিজ হরিদাসের পুত্র ও শ্রীদাস চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতা। গোকুলানন্দের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী। পদকল্পতরু গ্রন্থে গোকুলানন্দ ভণিতা যুক্তপদ দৃষ্ট হয়।

২। গোকুলানন্দ বীরভূম জেলার মঙ্গল ডিহিতে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীসুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য শ্রীপানুয়া গোপালের শাখা ভুক্ত। পানুয়া গোপালের শিষ্য কাশীনাথ। তাঁহার পাঁচ পুত্র অনন্ত, কিশোর, হরিচরণ, লক্ষ্মণ ও কানুরাম। কানুরামের পুত্র গোপালচরণ, তাঁহার দুই পুত্র। গোকুলানন্দ ও নয়নানন্দ। গোকুলানন্দের কীর্ত্তন পদ রচনার বৈশিষ্ট দেখিয়া কাশীপুরাধিপতি গোস্বামী ডিহি ও মোতাবেগ নামক দুইখানি। গ্রাম নিষ্কর করিয়া প্রদান করেন। সেই সম্পত্তি আয়ে শ্যামচাঁদের সেবা হয় তৎভ্রাতা নয়নানন্দ বিরচিত শ্রীপ্রেয়োভক্তির রসার্ণব গ্রন্থে গোকুল দাসের নামাঙ্কিত ৩টি পদ দেখা যায়।

৩। গোকুলানন্দ সেন—বৈষ্ণব দাস দ্রষ্টব্য

গোপীকান্ত—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ। তাঁর শিষ্য হরিরাম আচার্য্য। হরিরাম আচার্য্যের পুত্র ও শিষ্য শ্রীগোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী। পদ্মা-গঙ্গার সঙ্গম স্থল গোয়াসে তাঁহার শ্রীপাট।

তথাহি—কর্ণানন্দে ১ম নির্য্যাস

আরেক সেবক তাঁর হরিরাম আচার্য্য। পরম পণ্ডিত বড় সর্ব্বগুনে আর্য্য॥
তাহার নন্দন গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী। তিঁহো হরিনামে হত প্রেমময় কীর্ত্তি॥
পিতার সেবক তিঁহো অতি ভক্তরাজ। তাহার যতেক শিষ্য লিখিতে হয় বাজ॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে গোপীকান্ত ও গোপীকান্ত দাস ভণিতা যুক্ত পদ দেখা যায়। প্রকাশিত পদাবলীর প্রথম পদটি পদকর্ত্তাকে শ্রীনিবাস আচার্য্য শাখাভুক্ত বলিয়া প্রমানিত হয়।

শ্রীগোবর্দ্ধন দাস গোবর্দ্ধন দাসের পরিচয় সম্পর্কে গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন গ্রন্থে ৪ জন পদকর্ত্তার নামোল্লেখ রহিয়াছে।

১। গোবর্দ্ধন ভাণ্ডারী ঠাকুর নরোত্তম শিষ্য। নরোত্তম বিলাসে—১২ বিলাস "জয় শ্রীভাণ্ডারী গোবর্দ্ধন ভাগ্যবান যেঁহ সর্ব্বমতে কার্য্য করে সমাধান॥

২। রসিকমঙ্গল গ্রন্থে শ্যামানন্দ পরিবারভুক্ত দামোদরের শিষ্য। মেদিনীপুর জেলার কাশীয়াড়ীতে জন্ম স্থান। পদাবলী সাহিত্যে দান রহিয়াছে।

৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব। জয়পুরের শ্রীগোকুল চন্দ্রের প্রধান কীর্ত্তনীয়া। ১৭০০ শকে ইহার তিরোভাব।

(৪) গোবর্দ্ধন ভট্ট গদাধর ভট্ট অন্ববারী গৌড়ীয় বৈষ্ণব। ইনি অনুমানিক সপ্তদশ শত শতাব্দীতে "মধু কেলিবল্লী" রচনা করেন। ইহাতে হোরিকা লীলাই প্রধানত বর্নিত রহিয়াছে। ইনি শ্রীরূপসনাতন স্তোত্র নামে যে কত শ্লোকে স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা শ্রীরূপ সনাতনের জীবনীই আলোচ্য বিষয়। অতি উপাদেয় কাব্যই বটে।

গোপাল দাস -গোপাল দাস ভণিতা যুক্ত পদগুলি রাম গোপাল দাসের বিরচিত (রামগোপাল দ্রঃ)

গোপীরমন—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। গোয়াসে তাঁহার নিবাস। গোপীরমন ও দুর্গাদাস দুই ভাই। বৈদ্যকুলে জন্ম।

তথাহি—কর্ণানন্দ—১ম নির্য্যাস

"গোপীরমন দাস বৈদ্য মহাশয়। তাহারে প্রভুর কৃপা হৈল অতিশয়॥
হরিনামে প্রীতি তার লয় হরিনাম। রাধাকৃষ্ণ লীলাগান মহাপ্রেম ধাম॥
গোয়াসে তাহার বাড়ি বড়ই রসিক। সদা কৃষ্ণ রস কথা যাহে প্রেমাধিক॥

তথাহি অনুরাগবল্লী—৭ম মঞ্জরী

গোপীরমন কবিরাজ তার ভাই দুর্গাদাস।

পদকল্পতরু গ্রন্থে গোপীরমন ভণিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী বৈষ্ণব সঙ্গীতের লেখক। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ। তাঁর শিষ্য হরিরাম আচার্য্য। হরিরাম আচার্য্যের পুত্র ও শিষ্য গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী পদ্মা গঙ্গার সঙ্গম স্থল গোয়াসে তাঁহার শ্রীপাট। তথাহি— কর্ণানন্দ ১ম নির্য্যাস

"আরেক সেবক তাঁর হরিরাম আচার্য্য। পরম পণ্ডিত বড় সর্ব্বগুনে আর্য্য॥
তাঁহার নন্দন গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী। তিঁহো হরিনামে রত প্রেমময় কীর্ত্তি॥
পিতার সেবক তিঁহো অতি ভক্তরাজ। তাহার যতেক শিষ্য লিখিতে হয় ব্যাজ॥
পদকল্পতরু গ্রন্থে গোপীকান্ত ও গোপীকান্ত দাস ভণিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

গোবিন্দ ঘোষ—শ্রীগোবিন্দ ঘোষ মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া, শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ। গোবিন্দ-মাধব-বাসুদেব তিন ভাই।

তথাহি — শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—১০ পরিঃ—

গোবিন্দ,মাধব,বাসুদেব তিন ভাই। যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥
গোবিন্দ ঘোষ শ্রীপাট অগ্রদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ সেবা স্থাপন করেন। যাঁহার প্রেমবশে শ্রীগোপীনাথ দেব অদ্যাপি তাঁহার তিরোধান দিবসে পুত্রভাবে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাহার বহু পদ উল্লেখ রহিয়াছে।

গৌরদাস-"গৌরদাস কর্ণানন্দ গ্রন্থের গ্রন্থের প্রনেতা যদুনন্দন দাসের ভক্ত। ইনি ব্রজবুলী ভাষায় পদ রচনা করেন।" (বৈষ্ণব জীবন)
পদকল্পতরু গ্রন্থে "গৌর ভনিতা যুক্ত পদের উল্লেখ্ রহিয়াছে।
অন্যত্র পদের প্রমানে গৌরদাসকে যদুনন্দন দাসের শিষ্য বলিয়া মনে হয়।

গৌরসুন্দর দাস পদকর্ত্তা, রচনা "কীর্ত্তনানন্দ"। ইহাতে প্রায় ৬০ জন কবির ৬৫০টি পদ সমাহৃত। ইহার অনেক পদই পদ কল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এই কবি বৈষ্ণব দাসের পূর্ব্ববর্ত্তী না হইলেও সমসাময়িক হইবেনই। পদরত্নাবলীর ৪৪২নং পদটিতে "কীর্ত্তনানন্দ" সঙ্কলন সম্বন্ধে কবির আত্মকথা আছে।" (বৈষ্ণব সাহিত্য)

"শুন শুন বৈষ্ণব ঠাকুর। দোষ পরিহরি শুন শ্রবন মধুর॥
বড় অভিলাষে রাধাকৃষ্ণ লীলা গীতাহি সঙ্গতি করি।
হয় নাহি হয় বুঝিতে না পারি সবেমাত্র আশা করি॥
তোমরা বৈষ্ণব সব শ্রোতাগণ চরণ ভরসা করি।
আপন ইচ্ছায়ে আমি নাহি লিখি লেখায় সে গৌরহরি॥
মোর অপরাধ ঠাকুর বৈষ্ণব ক্ষেমিয়া করহ পান।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা সমুদ্র "কীর্ত্তনানন্দ" নাম॥
তোমার বৈষ্ণব পরম বান্ধব পূর মোর অভিলাষা।
গৌরাঙ্গ চরণ মধুকর গৌরসুন্দর দাস আশা॥"

শ্রীধনঞ্জয় গোপালের পুত্র শ্রীযদুচৈতন্য ঠাকুর। তাঁহার চার পুত্র জয়রাম, কানুরাম, পরশুরাম ও গঙ্গারাম। পদকর্ত্তা কানুরামের পুত্র গৌরসুন্দর দাস ইহার পুত্র পদকর্ত্তা বিশ্বম্ভর দাস।

গৌরীদাস—গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়া নিত্যানন্দ প্রভুর অনুগত। তিনি পদকর্ত্তা ছিলেন। তথাহি—বৈষ্ণব বন্দনা।

'গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ স্তব করাইলা শক্তি দিয়া॥'

বৈষ্ণব বন্দনার লেখক দেবকীনন্দন দাসের গুরু শ্রীপুরুষোত্তম দাস গৌরীদাসের কেশে ধরিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর স্তব করাইয়া ছিলেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য মঙ্গল—(জয়ানন্দ (জয়ানন্দ)

"বন্দিব গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর। নিত্যানন্দ প্রিয় পাত্র মহিমা প্রচুর॥
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি গিয়া শান্তিপুরে।
যে লইল উৎকলে আচার্য্য গোসাঞিরে॥"

গৌরী দাস পণ্ডিত কেন, কোন সময়, কিভাবে অদ্বৈত আচার্য্যকে শান্তিপুর হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ সমীপে লইয়া গিয়াছিলেন সেই উপাখ্যান হরিচরণ দাস কৃত শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল গ্রন্থে বিশেষ ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। এই সকল উদ্ধৃতির

মাধ্যমে উপলব্ধি হয় যে শ্রীপাট কালনায় শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ স্থাপনকারী ব্রজের সুবল সখা গৌরীদাস পণ্ডিতই গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়া।

গৌরীদাস পণ্ডিতের পরিচয় যথা —

তথাহি — সুবল মঙ্গলে —

কংসারি মিশ্রের পত্নীনাম কমলা। তাহার গর্ভেতে ছয় পুত্র জনমিলা॥
দামোদর বড় জগন্নাথ তার ছোট। সূর্য্যদাস ঠাকুর হয়েন তাহার কনিষ্ঠ॥
তাহার কনিষ্ঠ হয় পণ্ডিত গৌরীদাস। অনুজ কৃষ্ণদাস যেই পুরে মন আশ॥
তাহার কনিষ্ঠ হয়েন নৃসিংহ চৈতন্য। প্রেম বিতরণ করি বিশ্ব কৈল ধন্য॥

গৌরীদাস জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্য্যদাস পণ্ডিতের আদেশ লইয়া শালিগ্রাম হইতে কালনায় আসিয়া অবস্থান করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নদীয়া লীলাকালে হরিনদী গ্রাম হইতে নিত্যানন্দ সহ নৌকা আরোহনে কালনায় গৌরীদাস ভবনে আগমন করেন। সেসময় নৌকার বৈঠা তাহাকে অর্পন করিয়া বললেন এই বৈঠা বাহিয়া জীবকে ভবপার কর। তারপর গৌরীদাসে নবদ্বীপ লইয়া সঙ্কীর্ত্তন বিলাস করিতে লাগিলেন। তারপর দার পরিগ্রহ করিবার আদেশ দিয়া একটি গীতা গ্রন্থ প্রদান করতঃ কালনায় প্রেরণ করেন। প্রভু দত্ত গীতা ও বৈঠা আদ্যাপি শ্রীপাট কালনায় বিদ্যমান।

তথাহি — সুবল মঙ্গলে —

"গৌরীদাসের পত্নী বিমলাদেবী।
বলরাম দাস আর রঘুনাথ দাস। বিমলা দেবীর গর্ভে যাহার প্রকাশ॥"

প্রভু সন্ন্যাসের পর কালনায় আসিলে গৌরীদাস গৌরনিত্যানন্দকে স্বভবনে রহিতে বলিলেন। প্রভু বলিলেন, এখানে রহিলে জীবোদ্ধারে হইবে কি প্রকারে।" শেষে প্রভুর আদেশে নবদ্বীপে শচীমাতার ষষ্ঠীপূজা স্থানের নিম্ববৃক্ষটি ছেদন করিয়া শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি নির্ম্মান করেন। প্রভুদ্বয় উক্ত বিগ্রহদ্বয়ের সহিত নিজেদের অভিন্নতা দেখাইয়া বিগ্রহদ্বয় স্থাপন করিলেন। অদ্যাপি শ্রীপাটে সেই বিগ্রহদ্বয় বিরাজমান। পদকল্পতরু গ্রন্থে "গৌরীদাস" ভণিতাযুক্ত পদাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে।

গৌরী মোহন — "পদাবলী সঙ্কলয়িতা ১৮৪৯ খৃঃ ইহাঁর "পদকল্পলতিকা" প্রকাশিত হয়। পদ সংখ্যা ৩৫১, ইনি বৈষ্ণবদাস, এমনকি শশিশেখর— চন্দ্রশেখরেরও পরবর্ত্তী।" (বৈষ্ণব জীবন)

দ্বিজ গঙ্গারাম— দ্বিজ গঙ্গারামকে অনেকেই নবদ্বীপবাসী শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ শ্রীচতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র বলিয়া মনে করেন। বিষ্ণুদাস, নন্দন আচার্য্য ও গঙ্গাদাস পণ্ডিত তিন ভাই শ্রীক্ষণদাগীত চিন্তামনি গ্রন্থের ১২ পদ দ্বিজ গঙ্গারাম ভণিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

ঘ

ঘনরাম দাস — "বর্দ্ধমান জেলায় কৃষ্ণপুর গ্রামবাসী গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তীর পুত্র। ১৬৩৩ শকে ইনি 'ধর্ম্ম মঙ্গল' কাব্য রচনা শেষ করেন। ইনি পদ কর্ত্তাও ছিলেন। বাৎসল্য রস ও গোষ্ঠলীলা সখ্যরসের বর্ণনায় ইনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।" (বৈষ্ণব জীবন) পদকল্পতরু গ্রন্থে ঘনরাম দাসের কতিপয় পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

ঘনশ্যাম দাস ঘনশ্যাম দাস শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গতি গোবিন্দ ঠাকুরের শিষ্য। তিনি চিরঞ্জীব সেনের বংশধর। চিরঞ্জীব সেনের পুত্র রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ। গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহ। তাঁরই পুত্র ঘনশ্যাম দাস। ঘনশ্যাম যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁর পিতা দিব্যসিংহ পত্নীসহ শ্রীখণ্ডে শ্বশুরালয়ে আসিয়া অবস্থান করেন। সেসময় নবাব তাহাদের বুধরীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। শ্রীখণ্ডেই ঘনশ্যামের জন্ম হয়। ঘনশ্যাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার মধুর পদাবলী শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে তাহাকে ৬০ বিঘা জমি দান করতঃ বুধরীতে বাস করান। ঘনশ্যামের পুত্র স্বরূপ নাথ। তৎপুত্র হরিদাস বুধরীতে নিতাই গৌরাঙ্গ স্থাপন করেন। ইহার রচনা 'শ্রীগোবিন্দ রতি মঞ্জরী' সর্ব্বজন সমাদৃত গ্রন্থ। (বৈষ্ণব জীবন) পদকল্পতরু গ্রন্থে ঘনশ্যাম নামে পদাবলী রহিয়াছে।

২। নরহরি চক্রবর্ত্তীর নামান্তর। তিনি ঘনশ্যাম ভণিতায় বহু পদ রচনা করিয়াছেন।

চ

চন্দ্রশেখর—চন্দ্রশেখর কাঁদরার মঙ্গল ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র গোপীরমনের বংশধর। ইহার পিতার নাম গোবিন্দানন্দ ঠাকুর। ভ্রাতা পদকর্ত্তা শশিশেখর। "নায়িকা রত্নমালা" গ্রন্থ ইহাঁদের কীর্ত্তি। পদকল্পতরু গ্রন্থে 'চন্দ্রশেখর' ভণিতা যুক্ত পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

চম্পাতি রায়—চম্পতি রায় দাক্ষিণাত্যবাসী। ইহার পদাবলী সাহিত্যে দান আছে। ইহার রচনা প্রায়ই ব্রজবুলিতে। রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত সমুদ্রের' সংস্কৃত টীকায় ইহার নামোল্লেখ আছে (বৈষ্ণব জীবন) খণ্ডিতা প্রকরণে। "কি করিব জপতপ" পদের টীকায় রাধামোহন ঠাকুরের বর্ণন—শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজস্য মহাপাত্র চম্পতি রায় নামা মহাভাগবত আসিৎ। 'স এব গীত কর্ত্তা।' পদকল্পতরু গ্রন্থে ইহার বহু পদ দেখা যায়।

চন্দ্রকান্ত চন্দ্রকান্ত ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য। পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহ শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য পণ্ডিত মণ্ডলী সমভিব্যহারে খেতুরীতে আগমন করেন। সেসময় পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রকান্ত ছিলেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—১৯ বিলাস

"হরিদাস শিরোমনি চন্দ্রকান্ত আর। ন্যায় পঞ্চানন উপাধিতে সর্ব্বত্র প্রচার॥

ইহা ব্যতীত চন্দ্রকান্তের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না বৈষ্ণব শাস্ত্রে আর কোন চন্দ্রকান্তের নাম পাওয়া যায় না। গীত রত্নাবলীতে চন্দ্রকান্ত ভণিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

চূড়ামনি দাস—শ্রীচূড়ামনি দাস পাঁচালী প্রবন্ধে "শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয়" নামক গৌরাঙ্গ লীলাগীত রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতকে স্বীয়গুরু বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। তথাহি—গৌরাঙ্গ বিজয়ে—

'মোর প্রভু তোমার বল্লভ ধনঞ্জয়। করহ কৃপা চূড়ামনি দাস কয়॥'

প্রভু নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ ও রামাই এর অশেষ করুনায় শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয় গ্রন্থ রচনা করেন। আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড এই তিনখণ্ডে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। পদকল্পতরু গ্রন্থে চূড়ামনি দাস কৃত পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

দাসচৈতন্য— (বীরহাম্বীর দ্রঃ) শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য বীরহাম্বীরের অন্য নাম।

২। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। চৈতন্যদাস, রামদাস কবি কর্ণপুর শিবানন্দের এই তিন পুত্র। চৈতন্য দাস চৈতন্য কারিকা নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে তাহার রচিত পদ দেখা যায়।

জগদানন্দ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ তাঁহার প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না তবে তাঁহার বিরচিত প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে কিছু ইঙ্গিত রহিয়াছে। পিতা মাতাও জন্মস্থানের পরিচয় পাওয়া না গেলেও গৌরসহ তাহার মিলন কাহিনীটি তাহার বর্ণনার মাধ্যমে পাওয়া যায়।

"ধন্য শিবানন্দ সেন কবি কর্ণপুর পিতা।
মোরে বাল্যে শিখাইল ভাগবত গীতা॥
নদীয়া লইয়া মোরে রাখে প্রভুপদে। শিবানন্দ ত্রাতা মোর সম্পদ বিপদে॥
তার ঘরে ভোগরান্ধি পাকশিক্ষা হৈল। ভাল পাক করি গৌরাঙ্গ সেব কৈল॥
জগাই বলে সাধু সঙ্গে দিন যায় যার। সেইমাত্র নামাশ্রয় করে নিরন্তর॥"

আবাল্য প্রভুর সহ খেলাধূলা ও অধ্যায়নাদি করিয়াছেন। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর বিরহ বিক্ষেপে প্রভুসহ নদীয়ায় যেলীলা ঘটিয়া ছিল তাহা ভাবাবেগে বর্ণন করিয়াছেন। তাহাই প্রেমবিবর্ত্ত নামে বিখ্যাত।

এতদ্বিষয়ে বর্ণন যথা—

"চৈতন্যের রূপ গুন সদা পড়ে মনে। পরান কাঁদায় দেহ কাঁপায় সঘনে॥
কান্দিতে কান্দিত যেন হইল উদয়। লেখনী ধরিয়া লিখি ছাড়ি লাজভয়॥
নামেতে পণ্ডিত মাত্র ঘটে কিছু নাই। চৈতন্যের লীলা তবু লিখিবারে চাই॥
গোঁসাঞি স্বরূপ বলে কি লিখ পণ্ডিত।
আমি বলি লিখি তাই যাহাতে পীরিত॥

উক্ত গ্রন্থে গৌর সহ বাল্য লীলা বর্ণনে লিখিয়াছেন—
একদিন শিশুকালে, দুজনেতে পাঠশালে, কোন্দলে করিনু হাতাহাতি।

মায়াপুর গঙ্গাতীরে, পড়িয়া দুঃখের ভারে, কান্দিলাম একদিন রাতি ॥
সদয় হইয়া নাথ, না হইতে পরভাত, গদাধরের সঙ্গেতে আসিয়া।
ডাকেন জগদানন্দ, অভিমান বড় মন্দ, কথাবলো বক্রতা ছাড়িয়া ॥”
দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ মহিষী সত্যভামা জগদানন্দ রূপে প্রকট হইয়া পূর্ব্ব ভাবানু রাগে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা করিয়াছেন। বালোই সেই ভাবের প্রকাশ। পরবর্ত্তী কালে নীলাচলে তৈলভঞ্জন, শয্যা প্রদান প্রভৃতি লীলায় তাহার পূর্ণতম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। গৌরাঙ্গ সহ নদীয়া বিলাসের পর গৌর সন্ন্যাস করিয়া নীলাচলে অবস্থান করিলে জগদানন্দ ও ক্ষেত্র বাসী হন। এতদ্বিষয়ে বর্ণন —

তথাহি প্রেমবিবর্ত্তে

“গদাই গৌরাঙ্গরূপে গূঢ় লীলা কৈল। টোটা গোপীনাথ সেবা গদাধরে দিল ॥
মোরে দিল গিরিধারী সেবা সিন্ধু তটে ॥ গৌড়ীয় ভকত সব আমার নিকটে ॥
মহাপ্রভু মায়ের নিকট শুভ সমাচার বিনিময়ের জন্য জগদানন্দকে মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে পাঠাইতেন। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের জন্য অদ্বৈত প্রভু তাহার মাধ্যমে একটি প্রহেলী লিখিয়া— নীলাচলে প্রভুর সমীপে পাঠাইয়া ছিলেন।

২। জগদানন্দ বীরভূম জেলায় মঙ্গলডিহি গ্রামে আবির্ভূত হন। তিনি শ্রীসুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য পান্নুয়া গোপালের শিষ্য বিপ্র কাশীনাথের বংশধর। কাশীনাথের পাঁচ পুত্র। অনন্ত, কিশোর, হরিচরন, লক্ষন ও কানুরাম। কানুরামের পুত্র গোপালচরণ, তৎপুত্র গোকুলানন্দ ও নন্দনানন্দ। গোকুলানন্দের পুত্র জগদানন্দ বঙ্গ ভাষায় ত্রিপদী ছন্দে শ্রী শ্যামচন্দ্রোদয় এবং কীর্ত্তন পদাবলী রচনা করিয়াছেন।

৩। জগদানন্দ দাস শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের বংশে ১৬২০ হইতে ১৬৩০ শকের মধ্যে জন্মগ্রহন করেন। পিতা নিত্যানন্দ, পিতামহ পরমানন্দ। পৈত্রিকবাস শ্রীখণ্ড হইতে আগর ডিহি দক্ষিন খণ্ডে বাস করেন। পরে তথা হইতে বীরভূমের দুবরাজপুর থানার জাফরাই গ্রামে বাস করিয়া ছিলেন। তথায় তিনি শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।
একদা কতিপয় পশ্চিমদেশীয় সাধু আগমন করিয়াছেন। তাহারা কুপোদক ভিন্ন পান করিবেন না তাই জগদানন্দ গৌরাঙ্গ স্মরণে লৌহখণ্ড দ্বারা ভূমিতে

আঘাত করিতেই জল উত্থিত হইল। পরে তথায় একটি পুষ্করিনী খনন করা হয়। তাহাতে অদ্যাপি গৌরাঙ্গসায়ের নামে খ্যাত। জগদানন্দ পঞ্চকোট রাজ্যের অধীনে আমলালা সুন্দরী গ্রামে উপস্থিত হয়েন ও তথায় একটি সরোবরের মধ্যস্থলে দ্বীপের ন্যায় স্থানে পাদুকা পায়ে দিয়া জলরাশি অতিক্রম পূর্ব্বক গমন করিয়া হরিনাম করিতেন। পঞ্চকোটের রাজা পাত্র মিত্র সহ তথায় আগমন করতঃ জগদানন্দের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া ভক্তি সহকারে তাঁহাকে আমলালা সুন্দরী গ্রাম অর্পন করেন। জগদানন্দ ঐ স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বোক্ত সরোবর 'ঠাকুর বাঁধ' নামে সুপ্রসিদ্ধ জগদানন্দ একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। এতদ্বিষয়ে প্রাচীন শ্লোকঃ- শ্রীলজগদানন্দো জগদানন্দ দায়কঃ। গীত পদ্যকরঃ খ্যাতোভক্তি শাস্ত্র বিশারদ ইহার রচিত পদাবলী শ্রুতি রসায়ন, ছন্দোবিন্যাসে ও শ্রুতি মধুর পদ কদম্ব লিখনে ইনি অদ্বিতীয়। ভাষাশব্দার্ণবে ইনি ককারাদি ক্রমে অনুপ্রাসযুক্ত কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহার চিত্র পদ রচনাও অতি সুন্দর

(বৈষ্ণব জীবন গ্রন্থধৃত)

জগন্নাথ দাস—জগন্নাথ দাস উড়িষ্যা নিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। কানাই খুটিয়ার পুত্র। জগন্নাথ, বলরাম দুইভাই।

—বৈষ্ণব বন্দনা— (দেবকী নন্দন)

"কানাই খুটিয়া বন্দোঁ বিশ্ব পরচার। জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁর॥
জগন্নাথ দাস বন্দোঁ সঙ্গীত পণ্ডিত। যাঁর গান রসে জগন্নাথ বিমোহিত॥"

পদকল্পতরু গ্রন্থে জগন্নাথ দাস রচিত পদাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে।
ইহার রাসোজ্জ্বল নামে একখানি গ্রন্থ আছে।

জগমোহন দাস—জগমোহন একজন পদকর্ত্তা। পদকল্পতরু গ্রন্থে দুইটি পদ রহিয়াছে।

জ্ঞানদাস—কবি জ্ঞানদাস নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবাদেবীর শিষ্য ছিলেন। এতদ্বিষয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমুকুন্দদাসের বিরচিত সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ের বর্ণন—

"জ্ঞানদাস ঠাকুর আর দ্বিজ হরিদাস ॥"

বর্দ্ধমান জেলার কাঁদরা গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল।

তথাহি—ভক্তিরত্নাকরে—১৪ তরঙ্গ

"রাঢ়দেশে কাঁদরা নামেতে গ্রাম হয়। তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয় ॥

জ্ঞানদাসের পরিচিতি বিষয়ে পদকর্ত্তা নরহরি চক্রবর্ত্তীর বর্ণন—

শ্রীবীরভূমেতে ধাম, কাঁদরা মাঁদরা গ্রাম, তথায় জন্মিল জ্ঞানদাস।
আকুমার বৈরাগ্যেতে, রত বাল্যকাল হৈতে, দীক্ষা লৈলা জাহ্নবার পাশ ॥
অদ্যাপি কাঁদড়া গ্রামে, জ্ঞানদাস কবি নামে, পূর্ণিমায় হয় মহামেলা।
তিনদিন মহোৎসব, আসেন মহান্ত সব, হয় তাঁহাদের লীলা খেলা ॥
মদন মঙ্গল নাম রূপে গুণে অনুপাম আর এক উপাধি মনোহর।
খেতুরীর মহোৎসবে জ্ঞানদাস গেলা যবে বাবা আউল ছিল সহচর ॥
কবি কুলে যেন রবি চণ্ডীদাস তুল্য কবি জ্ঞানদাস বিদিত ভুবনে।
যার পদ সুধারস যেন অমৃতের ধার নরহরি দাস ইহা ভনে ॥

জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় পদাবলী রচনা করেন। পূর্ব্বরাগ সখী শিক্ষা, মিলন, নৌকাখণ্ড মুরলী শিক্ষা, গোষ্ঠ, বিহার, মান, মাথুর, প্রশ্ন তুতিকা ইত্যাদি পদাবলী সাহিত্যের অলঙ্কার। পদকল্পতরু ও রসকল্পবল্লী গ্রন্থে ইহার বহু পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

তরুনীরমন মুকুন্দদাসের বিরচিত সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ের অষ্টম প্রকরনে ৬১টি পদের মধ্যে তরুনীরমনের ৪৩টি পদ ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎমধ্যে ৬টি বাংলা ভাষায় ও ৩৭টি পদ ব্রজবুলিতে পাওয়া যায় (বৈষ্ণব সাহিত্য) পদকল্পতরু গ্রন্থে তাহার পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

তুলসী দাস—শ্রীরসিক মঙ্গল গ্রন্থের প্রনেতা শ্রীগোপীজনবল্লভ দাসের সঙ্কীর্ত্তন গুরু। রসময়ের পুত্র। ক্ষণদাগীত চিন্তামনিতে তাঁর রচিত পদ দেখা যায়।

তথাহি—রসিক মঙ্গলে—

"বন্দো শ্রীসঙ্কীর্ত্তন গুরু শ্রীতুলসী দাস। আজন্ম রসিক সঙ্গে করিল নিবাস ॥

সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসবে প্রথম বন্দন ॥ বস্ত্র আভরণ দিয়া রসিক পূজেন ॥
তুলসীতে জল দিতে না পেয়ে রসিকে। তুলসী চরণে দিয়া খায় মনসুখে ॥"

দ

দিব্যসিংহ দিব্যসিংহ পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাসের পুত্র ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। সংকীর্ত্তনামৃতের ১৯০ সংখ্যক পদটি তাঁহার রচিত। মাতার নাম মহামায়া। তিনি শ্রীখণ্ডের ঠাকুর বংশে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম পদকর্ত্তা ঘনশ্যাম দাস।

দ্বারকা নাথ ঠাকুর—সুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য পান্নুয়া গোপালের শিষ্য কাশীনাথের বংশধর। কাশীনাথের পাঁচ পুত্র। অনন্ত, কিশোর, হরিচরন লক্ষ্মণ ও কানুরাম। কানুরামের পুত্র গোপাল চরণ। তৎপুত্র গোকুলানন্দ ও নয়নানন্দ। গোকুলানন্দের পুত্র জগদানন্দের পৌত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীগোবিন্দবল্লভ নামক সঙ্গীত নাটক রচনা করেন।

শ্রীদীনবন্ধু দাস পদকর্ত্তা দীনবন্ধু দাস বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের লেখক ও সংকলক। সংকীর্ত্তনামৃত গ্রন্থ সংকলন তাঁহার অমর কীর্ত্তি। উক্ত গ্রন্থের উত্তর খণ্ডের শেষাংশে তাঁহার পরিচয় বিষয়ক বর্ণন—

"প্রপিতামহের নাম ঠাকুর শ্রীহরি। তার পাদপদ্মধূলি নিজ শিরে ধরি ॥
পিতামহ ঠাকুর নাম শ্রীনন্দ কিশোর। তাহার করুনা বলে হেন ইৎসা মোর ॥
পিতা শ্রীবল্লবীকান্ত ঠাকুরের দয়া। সেই বলে লিখি আমি ভক্তি শক্তি পায়া ॥
পূর্ব্ব প্রভৃতি পুরুষের যোগ্যতা অনন্ত। পাণ্ডিত্য সংগ্রহ কৈল কত শত গ্রন্থ ॥
পদ পদাবলীকত করিল বর্ণন। প্রাচীন আনিয়া কত করিল লিখন ॥
দ্বিজ অজামিল পাপী ছিল শুনিয়াছি ভাগবতে।
সেহো গেল তরি নারায়ন বলি ভাবিয়া আপন সুতে ॥
ভাই লোকনাথ তনুজ গোলোক কাছে ডাকি বারে বার ॥

দীনবন্ধু দাসের জন্মভূমি আদির পরিচয় অজ্ঞাত, প্রপিতামহ হরিঠাকুর, পিতামহ নন্দকিশোর, পিতাবল্লবীকান্ত ভ্রাতা লোকনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্র গোলোক।

তবে তিনি যে শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শাখায় ছিলেন, তাহা তাহার দুইটি পদের ভনিতায় হয়।

তথাহি ৪৭৬ পদ

দীনবন্ধু কহে শুন পরিনাম। মধুমতি আনি মিলাওব কানু॥

তথাহি—৪৮৯ পদ

"মধুমতী পদ পাশে, লুকাইয়া অভিলাষে, দীনবন্ধু রভস দেখিব॥" ব্রজের মধুমতী সখীই শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর। পদের ভনিতায় রস তাৎপর্য্যে পদকর্ত্তা তাঁহার আনুগত্যতার ভাব পোষন করায় তাঁহার শাখাভুক্ত বলিয়া প্রমানিত হয়। ১৬৯৩ শকাব্দের ৫ই বৈশাখ এই গ্রন্থ সংকলন সমাপ্ত হয়। গ্রন্থখানি দুইভাগে বিভক্ত পূর্ব্বখণ্ড ও উত্তর খণ্ড। পূর্ব্বখণ্ডে ১৫ পরিচ্ছেদ ও উত্তর খণ্ডে ৫ পরিচ্ছেদ। মোট ২০ পরিচ্ছেদে গ্রন্থ খানি সমাপ্ত।

গ্রন্থের ভনিতার বর্ণন -

শ্রীনন্দ কিশোর পদ হৃদয়ে ধরিয়া। দীনবন্ধু দাস কহে শুন মনদিয়া॥

ভনিতায় নন্দকিশোর দাসের নাম থাকায় দীনবন্ধু দাস তাঁহার পিতামহ নন্দকিশোরের শিষ্য বলিয়া অনুমেত হয়। সংকীর্ত্তনামৃত গ্রন্থে ৪০ জন পদ কর্ত্তার পদ রহিয়াছে। তাহাতে স্বরচিত ২০৭টি পদের সমাবেশ করিয়াছেন।

খাড়ঙ্গ দীনবন্ধু দাস—বৈষ্ণব সাহিত্য ধৃত—

ইনি শ্রীমদ্ভাগতের সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধ উৎকল নবাক্ষরে অনুবাদ করেন। ইনি প্রসিদ্ধকবি জগন্নাথ দাসের পরবর্ত্তী নিত্যানন্দ পারিবার ভুক্ত জনৈক বৃন্দাবন দাসের শিষ্য জয়রাম দাস তাঁরই শিষ্য দীন বন্ধু দাস। — বৈতরনী তটবর্ত্তী

মুকুন্দপুর গ্রামবাসী যথা—

বৈষ্ণব বৃন্দাবন দাস, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরে লালস।
শ্রীনিত্যানন্দ পরিবার, অটন্তি অতিশুদ্ধাচার॥
যে অটে তাহাঙ্কর শিষ্য, বৈষ্ণব জয়রাম দাস।

তাঙ্ক প্রীতিরে বশ হেলি, ভাগবত কু গীত কলি ॥

গৌরাঙ্গ পদাবলী নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। সঙ্কলনে কিশোরী দাস, সরস, মাধুরী, শ্রীপ্রভুচন্দ গোপাল, সুরজ মিশ্র, বাঁকেপিয়া, বন বিহারী, দীনদাস, রসিক দাস, মনোহর, দামোদর, শাহ আকবর, গোপাল দাস, মীরা প্রভৃতির গৌরাঙ্গ সংগৃহীত হইয়াছে।

দুঃখিনী—পরিচয় অজ্ঞাত। বৃহদ্ভক্তি তত্ত্বসারে দুঃখিনী ভনিতা যুক্তপদ দেখা যায়।

দৈবকী নন্দন—শ্রীদেবকীনন্দন দাস শ্রীনিত্যানন্দ কৃপাপাত্র শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিতের শিষ্য।

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী।—

"শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয় পুরুষোত্তম মহাশয়। দৈবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয় ॥
তেঁহ যে করিলা বড় বৈষ্ণব বন্দনা ॥"

গৌরাঙ্গের নবদ্বীপে লীলাকালে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে ভবানী পূজনকারী 'চাপাল গোপালই' পরবর্ত্তী কালে 'দৈবকী নন্দন' নামে প্রসিদ্ধ হন। শ্রীবাস পণ্ডিতের সমীপে অপরাধ করায় তিনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পর বৃন্দাবন উদ্দেশে গৌড়দেশে আগমন করেন। সেসময় কানাই নাটশালা হইতে ফিরিবার কালে কুলিয়ায় মাধবদাসের ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গ পৌঁছিলে তিনি সকাতরে প্রভু চরণে আত্মনিবেদন করেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রভুর দয়া হইল। প্রভু বলিলেন, 'শ্রীবাস পণ্ডিতের সমীপে গমন কর। তাহার নিকট তোমার অপরাধ, তাঁহার করুনা ভিন্ন তোমার মোচন নাই।' প্রভুর আজ্ঞায় তিনি শ্রীবাসের চরণে পড়িলেন। শ্রীবাস তার অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং বলিলেন তুমি পুরুষোত্তমের পদাশ্রয় কর ও বৈষ্ণব বন্দনা কর।

তথাহি বৈষ্ণব বন্দনা—

নাটশালা হৈতে যবে আইসেন ফিরিয়া। শান্তিপুর যান যবে ভক্তগোষ্ঠি লৈয়া ॥
সেইকালে দন্তে তৃন ধরি দূর হৈতে। নিবেদিনু গৌরাঙ্গের চরণ পদ্মেতে ॥

প্রভু আজ্ঞা দিলা অপরাধ শ্রীবাসের স্থানে।
অপরাধ হয়েছে তোমার তার পড়হ চরণে ॥
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের চরণে পড়িনু।
শ্রীবাস আগে গৌরের আজ্ঞা সমর্পিনু ॥
অপরাধ ক্ষমিলা সে আজ্ঞা দিলা মোরে।
পুরুষোত্তম পদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে ॥
বৈষ্ণব নিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি। বৈষ্ণব বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীবাসের আজ্ঞায় দৈবকীনন্দন বৈষ্ণব বন্দনা রচনা করেন।

দামোদর দামোদর শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী নামে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও সার্দ্ধ তিন বৈষ্ণবের অন্যতম। তিনি রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব উপযোগী পদ রচনা করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যে— ১০ম পরিচ্ছেদ
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি। দামোদর সম আর নাহি মহামতি ॥
তিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত ছিলেন এবং পূর্ব্ব অবতারে ললিতা সখী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বনাম শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত। নবদ্বীপে আবির্ভাব। শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ ও ক্ষেত্রলীলায় সর্ব্বক্ষণ অঙ্গ সঙ্গীরূপে বিরাজ করিয়া লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁর পিতা পদ্মগর্ভাচার্য্য শ্রীহট্টের ভিটা দিয়া গ্রাম হইতে নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে আসিয়া জয়রাম চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করতঃ শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেন। তথায় স্বরূপ দামোদরের জন্ম হয়। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিলে তিনি বিরক্তে কাশীধামে চৈতন্যানন্দ নামক জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহন পূর্ব্বক নীলাচলে মহাপ্রভুর সমীপে আগমন করেন। তদবধি স্বরূপ দামোদর নাম ধারন করেন। তিনি মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর নীলাচলেই অপ্রকট হন। শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত ক্ষণদাগীত চিন্তামণি নামক গ্রন্থে (১০। ৫) দামোদর ভণিতা যুক্ত পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

২। শ্রীখণ্ড নিবাসী। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীচিরঞ্জীব সেনের শ্বশুর। তিনিং তিনি মহাকবি ছিলেন।

তথাহি— ভক্তি রত্নাকরে— ১ম তরঙ্গে।

দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখেণ্ডতে। যিঁহো মহাকবি নাম বিদিত জগতে॥

ইহাঁর কবিত্ব সম্পর্কে "সঙ্গীত মাধব" নাটকে বর্ণিত রহিয়াছে।

পাতালে বাসুকী বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতি।

গৌড়ে গোবর্দ্ধন দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥

দামোদর কবিরাজ প্রখ্যাত কবি শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের মাতামহ ছিলেন।

তথাহি— ভক্তি রত্নাকরে— তরঙ্গে

"দামোদর কবিরাজ সর্বত্র প্রচার কন্যা সুনন্দা; গোবিন্দ পুত্র যাঁর দামোদর একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করিলে তিনি ক্রোধে অপুত্রক হও' বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন। পরে দামোদর তাঁহার ক্রোধের শান্তি করিলে পণ্ডিত বলেন তোমার একটি কন্যা হইবে এবং ঐ কন্যার গর্ভে কীর্ত্তিমান দুই পুত্র জন্মিবে। সেই কন্যাকে গৌরাঙ্গ পার্ষদ চিরঞ্জীব সেন বিবাহ করেন। তাহাতে রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজের জন্ম হয়।

ন

শ্রীনিবাস আচার্য্য — শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশ মূর্ত্তিরূপে শ্রীনিবাস আচার্য্যের আবির্ভাব। পিতার নাম শ্রীগঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। নদীয়া জেলার চাকুন্দী গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীনিবাস আচার্য্য আবির্ভূত হন। জগতে শ্রীগৌরগুণ মহিমা প্রচারের জন্য তাঁহার আবির্ভাব। তাঁহার পিতা ও মাতা পুত্র কামনায় নীলাচলে জগন্নাথদেবের সমীপে গমন করিয়া মন আর্ত্তি নিবেদন করেন। কতকদিবস অবস্থানের পর শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে পুত্রবর লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পরে নিজ প্রেমশক্তি পৃথিবীর দ্বারে লক্ষ্মীদেবীতে সঞ্চার করেন, তাহাতেই শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্ম হয়। বাল্যে পিতামাতা সমীপে গৌরাঙ্গের প্রেমলীলা কাহিনী অবগত হইয়া গৌরাঙ্গের দর্শন আকাঙ্খায় উন্মুখ হইলেন। বিদ্যানিধি পণ্ডিত সমীপে তিনি অধ্যয়ন করেন। বাল্যে তাহার পিতৃ বিয়োগ হয়।

একদা প্রাতঃকালে স্নান উপলক্ষ্যে আগমন করিলে খণ্ডবাসী নরহরি ঠাকুরের সহিত মিলন হয়। তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত হইয়া নরহরি ঠাকুর মহা আনন্দিত হইলেন। তারপর তাঁহাকে নরহরি ঠাকুর ঘরে পাঠাইলেন। তদবধি শ্রীনিবাসের এক অপূর্ব্ব ভাবান্তর। হাসে নাচে কান্দে গায়, সব সময় প্রেমে অস্থির। পিতা মাতা মহা চিন্তিত হইলেন। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন গঙ্গা স্নান পথে নরহরি ঠাকুর সহিত মিলনে ছেলের এই দশা। সেই দিন হইতে শ্রীনিবাসের ক্রমে ভাবান্তর ঘটিতে লাগল। গৌরাঙ্গ সহ গৌর পার্ষদ গণের সহিত মিলনের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা। সেকালে দৈববাণী হইল।

"তথাহি—প্রেম বিলাস—

"প্রেমরূপে জন্ম তোমার চিন্তা কর কেনে॥
বৃন্দাবন রস শাস্ত্র রূপ সনাতন। লিখিয়াছেন দুই ভাই তোমার কারণ॥
ভবিষ্যত চৈতন্য গোসাঞি তোমার নাম কৈল।
দুই ভাই পাঠাইলা গ্রন্থ বর্ণন করিতে॥
দুই ভাই সচিন্তিত আছেন বৃন্দাবনে। শীঘ্র যাহ যদি তুমি পাবে দরশনে॥

এই বাক্যে বালক আশ্বস্থ হইলেন। তারপর কিছুদিন মধ্যে সংসাপিতা পরলোক গমন করিলে মাতাসহ যাজিগ্রামে মাতৃলালয়ে আগমন করেন। তথায় মাতায় রাখিয়া নরহরি ঠাকুর সাহত মিলন করতঃ তাহার নির্দ্দেশে ক্ষেত্র পথে রওনা হইলেন। পথে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান শুনিয়া ব্যাকুল হইলেন। তারপর ক্ষেত্রে গিয়া গদাধর পণ্ডিত স্থানে ভাগবত পড়িবার বাঞ্ছা করিলেন গৌর বিরহে বিরহক্রান্ত পণ্ডিত গদাধর নিত্য পাঠ্য ভাগবত খুলিয়া দেখেন যে পাঠকালে চোখের জলে বহুস্থানে অক্ষর লুপ্ত তাই বলিলেন প্রভু নাই কে এই অক্ষর পূরণ করিবে। তুমি শ্রীখণ্ড হইতে একখানি ভাগবত লইয়া এস। তখন আচার্য্য পুনঃ শ্রীখণ্ডে আসিয়া ভাগবত গ্রহন করত নীলাচলে গমন করিলেন। পথে যাজপুরে পণ্ডিত গদাধরের অন্তর্দ্ধান শুনিয়া বিরহে ব্যাকুল হন। তথা হইতে ক্ষেত্রযাত্রা ভঙ্গ করিয়া শ্রীখণ্ডে আগমন করেন।

তথা হইতে নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া ও খড়দহে জাহ্নবাদেবীর সহিত মিলন করিয়া খানাকুলে অভিরামের সহিত মিলন করেন। অভিরাম তাঁর বৈরাগ্য পরীক্ষা

করিয়া জয়মঙ্গল চাবুকের আঘাতে প্রেমশক্তি সঞ্চার করেন। বৃন্দাবনে রঘুনাথ ভট্ট স্থানে ভাগবত পঠনের অভিপ্রায়ে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে রূপ সনাতন রঘুভট্টের তিরোধান সংবাদ পাইয়া বিরহে ব্যাকুল হন। তারপর মাঘমাসের বসন্ত পঞ্চমী দিবসে বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত মিলিত হন। তার নির্দ্দেশে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহন করেন। এবং শ্রীজীব সমীপে গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাহার পাণ্ডিত্যে আচার্য্য উপাধি প্রদান করেন। তারপর শ্রীরূপ গোস্বামীর অভিলাষ পূরনের জন্য সমস্ত বৈষ্ণব গনের আদেশ ক্রমে শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিগ্রন্থ প্রচারের জন্য তাহাকে গৌড়দেশে প্রেরণ করেন। সঙ্গে নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে অর্পন করেন। দুইটি গাড়িকে গ্রন্থভর্ত্তি করিয়া দশজন অস্ত্রধারী সহ রাজপত্রী লেখাইয়া পাঠাইলেন। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী দিবসে রওনা হন। গৌড়দেশে পদার্পনের পর বনবিষ্ণুপুর রাজ বীর হাম্বীরের দস্যুচরগণ উক্ত গ্রন্থ অপহরন করেন। পরে আচার্য্য স্বপ্রভাবে বীর হাম্বীরের ভাবান্তর ঘটাইয়া পরম ভাগবত করেন এবং তাহার মাধ্যমে ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করেন। তারপর যাজিগ্রামে আসিয়া মাতার সহিত মিলন করেন। এবং যাজিগ্রামে রূপঘটকের অর্দ্ধ বাড়ীতে শ্রীপাট স্থাপন করেন। বীর হাম্বীর বিষ্ণুপুরে তাহার আবাস নির্ম্মান করেন। আচার্য্য দুই স্থানের অবস্থান করেন। তারপর নরহরি ঠাকুরের আদেশে দুই বিবাহ করেন। ক্রমে তিন পুত্র বৃন্দাবন আচার্য্য, রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য ও গতিগোবিন্দ। চার কন্যা হেমলতা কৃষ্ণপ্রিয়া কাঞ্চন লতিকা, যমুনা ঠাকুরানী দুই পত্নী ঈশ্বরী ও গৌরাঙ্গ প্রিয়া। তারপর আচার্য্য ভাগবত ব্যাখ্যা ও গোস্বামী শাস্ত্রের প্রচার করেন। বহু শিষ্য করেন। প্রখ্যাত ছয় চক্রবর্ত্তী, অষ্ট কবিরাজ তাহার শিষ্য বৈষ্ণব জগতে তাহার অবস্থান অপরিসীম। ষড় গোস্বামী ও নরহরি সরকারের অষ্টক সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন শ্রীনিবাস আচার্য্যের সুরের নাম মনোহর সাহি। উহা মনোহর সাহি পরগনায় হইয়াছিল বলিয়া ঐনাম (বৈঃ জীবন দ্রঃ) পদকল্পতরু গ্রন্থের শ্রীনিবাস দাস ভনিতার পদদৃষ্ট হয়।

নরহরি দাস—নরহরি দাস শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্র রূপে মুর্শিদাবাদ জেলার রেঞাপুর গ্রামে আবির্ভূত হন। শ্রীনিবাস আচার্য্য-ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভুর প্রেমলীলা রহস্য জগতে প্রচারের জন্য তাহার আবির্ভাব। রসুয়া নরহরি নামে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। ভক্তি-রত্নাকরের গ্রন্থানুবাদে আত্ম পরিচয় সম্পর্কে তাহার বর্ণন যথা—

"নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে। পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তার শিষ্য মোর পিতা মিশ্র জগন্নাথ॥
না জানি কিহেতু হৈল মোর দুই নাম। নরহরি দাস আর ঘনশ্যাম॥
গৃহাশ্রম হইতে হইলু উদাসীন। মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রিদিন॥

তথাহি শ্রীনরহরির বিশেষ পরিচয়ে—

শ্রীবিশ্বনাথের শিষ্য বিপ্র জগন্নাথ। ভক্তিরসে মত্ত সদা সর্ব্বত্র বিখ্যাত॥
পানিশালা পাশে এই রঞাপুর গ্রাম তথায় বৈসয় বিপ্র তীর্থে অবিশ্রাম॥

পানিশালা গ্রামের নিকটস্থ রেঞাপুর গ্রামে আবির্ভূত হন নরহরির গুরু পরিচয় যথা শ্রীনিবাস আচার্য্য-রামচন্দ্র কবিরাজ-হরিরামাচার্য্য-গোপীকান্ত মনোহর-নন্দকুমার-নৃসিংহ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য নরহরি দাস। নরহরির পিতা জগন্নাথ বিবাহ করিয়া পরে সংসারে উদাসী হইয়া সর্বতীর্থ ভ্রমন করতঃ বৃন্দাবনে বাস করেন। নিত্যানন্দ বংশাত্মজ রাম লক্ষনের শিষ্য লক্ষন দাস জগন্নাথকে গৃহে পাঠাইয়া বলিলেন তোমার যে পুত্র হইবে তাহার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যান সাধন হইবে। তারপর ঘরে আসিলেই নরহরি জন্ম হয়। তারপর জগন্নাথ আবার গৃহ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করতঃ তথায় অপ্রকট হন। এদিকে নরহরি অল্পে সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ নবদ্বীপ হইয়া বৃন্দাবন গমন করিলে লক্ষণ দাসাদির অনুরোধে গোবিন্দের সেবক নিযুক্ত হন। সকলেই ইচ্ছা নরহরি গোবিন্দের ভোগ পাক করুক। কিন্তু দৈন্যেরখনি নরহরি বাহ্য সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। একদা নরহরি মানসে পাক করিয়া গোবিন্দে নিবেদন করিয়াছেন। গোবিন্দ স্বপ্নে জয়পুর মহারাজকে দর্শন দিয়া প্রসাদ অর্পন করতঃ বলিলেন, তুমি বৃন্দাবন গিয়া আমার আদেশ মত নরহরিকে

আমার ভোগরান্নায় নিযুক্ত কর। তখন রাজা মহানন্দে বৃন্দাবনে আগমন করতঃ গোবিন্দের আদেশ জ্ঞাপন করিয়া নরহরিকে রসুই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সেই হইতে রসুয়া নরহরি নামে খ্যাত হন॥

তথাহি—তত্রৈব—

"ভাল হে পাচক তুমি পরম প্রধান। এইমত পাক তুমি কর প্রতিদিন॥
আর এক পাক তুমি করিবা অচিরে। শ্রীনিবাস নরোত্তম রসের ভাণ্ডারে॥
সেই স্বাদে মাতিব অনেক ভক্তগণ। গানাদি রচিবা সে অপূর্ব্ব রসায়ণ॥
এত কহি জয়ধ্বনি দিয়া সে সকলে। মুখ ভরি নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ বলে॥
ত্রিভাগ বয়স এইরূপ পাক কৈল। গোবিন্দ সেবায় নিত্য সন্তোষিত হৈল॥
তারপর উপবীত ত্যাগ তেঁহ কৈল। অযাচক হৈয়া ব্রজে ভ্রমণ করিল॥
মধ্যে মধ্যে গোবিন্দ মাগিয়া কিছু খান। কভু মহাপ্রসাদাদি তাঁহারেও দেন॥
বহুগ্রন্থ রচিলেন গোবিন্দ আজ্ঞায়। গৌরচরিত্র চিন্তামন্যাদি গ্রন্থাদয়॥
অনুরাগবল্লী আর ভক্তি রত্নাকর। কি অপূর্ব্ব বর্ণিলেন নাহি যার পর॥
মত সংস্থাপন জন্য আর গ্রন্থ কৈল। বহির্ম্মুখ প্রকাশ তার নাম যে হৈল॥
শ্রীনরোত্তম বিলাস করিল বর্ণন। এ সব শুনিয়া ভক্ত কর্ণ রসায়ন॥
সব গ্রন্থ মধ্যে শ্রীমদ্ভক্তি রত্নাকর। বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ কৈল বৃহত্তর॥
শ্রীনিবাস চরিত্র আর পৃথক বর্ণিল। সেই গ্রন্থে তাঁর শাখাগন বিস্তারিল॥"

তথাহি—গ্রন্থ কর্ত্তার পরিচয়ে—

শ্রীমহাশয়ের চারু বিলাস বর্ণিতে। মোরে আজ্ঞা কৈল মুক্তিহীন সর্ব্বমতে॥
শুনি মো মুর্খের মনে আনন্দ পড়িল। নরোত্তম বিলাসাখ্য গ্রন্থ আরম্ভিল॥
শ্রীবৈষ্ণব আদেশে এ করিল বর্ণন। করি পরিশোধন করহ আস্বাদন॥
বৈষ্ণব গোসাঞির কৃপামতে বৃন্দাবনে। মাঘে গ্রন্থপূর্ণ হৈল পৌর্ণমাসী দিনে॥
মোর দুই নাম ঘনশ্যাম নরহরি। নরোত্তম বিলাস বর্ণিলু যত্নকরি॥

এইভাবে নরহরি দাস শ্রীভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম বিলাস, শ্রীনিবাস চরিত্র, গীতচন্দ্রোদয়, ছন্দঃসমুদ্র গৌরচরিত, চিন্তামনি, নামামৃত সমুদ্র পদ্ধতি প্রদীপ, বহির্ম্মুখ প্রকাশ, রাগরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি

একাধারে সুপাচক, সুগায়ক, সুবাদক সঙ্গীতজ্ঞ এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণব জগতে তাহার অফুরন্ত অবদান গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চিরস্মরনীয় ও গৌরবের সম্পদ। পদকল্পতরু আদি গ্রন্থে নরহরি দাসের বহু পদ উল্লেখ রহিয়াছে।

শ্রীনরোত্তম দাস—নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকাশ মূর্ত্তি রূপে ঠাকুর নরোত্তমের আবির্ভাব। ১৪৩৬ শকাব্দে যখন প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে গৌড় দেশে আসেন সেসময় রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পথে নরোত্তমকে আকর্ষন করেন। এবং প্রভু নিত্যানন্দ পদ্মা গর্ভে প্রেম সংরক্ষণ করেন। নরোত্তমের পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত, মাতা নারায়ণী, জ্যৈষ্ঠ্য পুরুষোত্তম দত্ত জ্যেঠতুত ভ্রাতা সন্তোষ দত্ত।

তথাহি— ভক্তি ১ তরঙ্গে—

জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম, কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ। শ্রীকৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীল নরোত্তম॥

শ্রীপুরুষোত্তমের তনয় সন্তোষাখ্য॥

মাঘী পূর্ণিমায় ঠকুর নরোত্তম আবির্ভূত হন। অন্নপ্রাশন কালে গৌবিন্দের প্রসাদ ভিন্ন অন্ন গ্রহন না করায় তদবধি প্রসাদ গ্রহন করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে পিতামাতা পুত্রের বিবাহ দিয়া রাজ্যাভিষেকের অভিপ্রায় করিলে সংবাদ শুনিয়া নরোত্তম অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। সহসা একদিন প্রভাতে একাকি পদ্মা স্নানে গমন করেন। সেসময় প্রভু নিত্যানন্দ রক্ষিত প্রেম সম্পদ পদ্মাদেবী প্রকট হইয়া তাহাকে অর্পন করেন। সেই প্রেম প্রভাবে নরোত্তমের বর্ণান্তর ঘটিল। এবং প্রেমে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া নৃত্যগীতাদি করিতে লাগিলেন। এদিকে পিতামাতা তাহার অনুসন্ধানে আসিয়া বর্ণান্তর ঘটায় সহসা তাহাকে চিন্তিতে পারে নাই। শেষে নরোত্তমের বাহ্যজ্ঞান হইয়া পিতামাতায় প্রণাম করিলে সকলে চিনিতে পারিলেন। কৃষ্ণকান্তি দেহ গৌর বর্ণ হইল। এবং বৃন্দাবন দর্শনে উদ্বিগ্ন হইলেন। পিতামাতার আদেশ চাহিলে তাহারা বিষ পানে প্রান ত্যাগ করিতে চাহিলেন। তখন বিষয়ী প্রায় রহিলেন। কৃষ্ণদাস নামক জনৈক বৈষ্ণব মুখে গৌরলীলা শেষে

নিবাসের মহিমা শুনিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। সেসময় জায়গীদার তাঁহাকে লইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন। সেই সুযোগে মাতার নিকট বিদায় লইয়া রওনা হইলে পথে জায়গীদারের লোকেদের বঞ্চনা করিয়া নবদ্বীপ আদি ভ্রমন করতঃ বৃন্দাবনে রওনা হইলেন। দ্বাদশ বর্ষীয় শিশু পথে চলিতে চলিতে পায়ে ব্রণাদি অবস্থায় বৃক্ষমূলে শায়িত আছেন, দুগ্ধ হস্তে গৌরসুন্দর, স্বপ্নে রূপসনাতন দর্শন দিয়া অশেষ করুনা প্রকাশ করেন। তারপর ব্রজে পৌঁছাইয়া গোবিন্দ মন্দিরে শ্রীজীব গোস্বামীর দর্শন প্রাপ্ত হন। তারপর লোকনাথ প্রভুর সমীপে দীক্ষা গ্রহণ ও শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঠাকুর মহাশয় উপাধি প্রাপ্ত হন। কতদিনে শ্রীনিবাস আচার্য্য সহ বৃন্দাবনে মিলন হইল। তারপর বৃন্দাবন লীলাস্থলী দর্শনাদি করতঃ বৃন্দাবনে কতককাল অবস্থান করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশে শ্রীনিবাস আচার্য্য সঙ্গে গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া গৌড় দেশে আগমন করেন। বনবিষ্ণুপুরে গোস্বামী গ্রন্থ অপহৃত হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহাকে খেতুরী প্রেরণ করেন। নরোত্তম খেতুরী গিয়া পিতামাতাদের সহিত মিলন করতঃ কতককাল অবস্থান করিয়া নীলাচলে গমন করেন। তথায় তৎকালীন প্রকট গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের সহিত মিলন করতঃ গৌড়দেশে আসেন। তথায় নবদ্বীপ আদি সমস্ত লীলাস্থলী দর্শন ও গৌর পার্ষদগণের সহিত মিলন করতঃ খেতুরীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেসময় বিগ্রহ স্থাপনের অভিলাষে পাঁচ মূর্ত্তি প্রিয়াসহ কৃষ্ণ মূর্ত্তি নির্ম্মান করেন।

তথাহি— নরোত্তম বিলাসে ৯ম বিলাস

গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমন হে রাধে রাধাকান্ত নমোহস্তুতে॥

গৌরাঙ্গ বিগ্রহ পাছ পড়া গ্রামবাসী বিপ্রদাসের ধান্য গোলা হইতে স্বপ্ন দীষ্ট হইয়া প্রকট করেন। বিপ্রদাসের ধান্য গোলায় বহুদিন যাবৎ স্বর্প ভয়ে কেহই তাহার পার্শ্বে যাইতে সক্ষম হইত না। ঠাকুর নরোত্তম স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া তথায় গমন করত প্রিয়াসহ গৌরসুন্দরকে প্রকট করেন। গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রকট করিয়া ভাবাবেশে সঙ্কীর্ত্তন কালে নব তালের সৃজন করেন। তাহাই

গরানহাটী সুর নামে খ্যাত। গরানহাট পরগনায় এই তালের সৃজনতাই গরানহাটী সুর নামে খ্যাত

তথাহি—নরোত্তম বিলাসে—৬ষ্ঠ বিলাস

"অকস্মাৎ হৃদয়েতে হইল উদয়। নৃত্যগীত বাদ্য যে সঙ্গীত শাস্ত্রে কয়॥
সেইক্ষনে মহাশয় হস্তে তালি দিয়া। গায় গৌরচন্দ্র গুন নিজগন লৈয়া॥
কি অদ্ভুত গান সৃষ্টি হৈল মহাশয়। দেখিতে সে নৃত্য গন্ধর্ব্বের গর্ব্বক্ষয়॥
এইভাবে নবতালের সৃষ্টি হইল। তারপর ফাল্গুনী পুনিমায় শ্রীবিগ্রহ স্থাপন॥

উৎসবে বিশাল বৈষ্ণব সমাবেশ ঘটিয়া ছিল। তৎকালীন প্রকট শ্রীজাহ্নবা দেবী সহ সমস্ত গৌরাঙ্গ পার্ষদগন একত্রিত হইয়াছিল। এতবড় বৈষ্ণব সমাবেশ ও মহোৎসব তৎপূর্ব্বে ও পরে হয় নাই। শ্রীনিবাস আচার্য্য সপার্ষদে উৎসবের সহযোগিতা করিয়া ছিলেন। সেই উৎসবে সংকীর্ত্তণে গৌরসুন্দর উৎসবের সহযোগিতা করিয়া ছিলেন। সেই উৎসবে সংকীর্ত্তণে গৌরসুন্দর অভিন্ন স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। রামচন্দ্র কবিরাজ সহ নরোত্তমের এক অবিচ্ছিন্ন প্রেমসূত্র স্থাপিত হইল। তদবধি রামচন্দ্র খেতুরীতে নরোত্তম সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সহ প্রেমরসে অবস্থান করিয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রচার ও জীবোদ্ধার করিতে লাগিলেন। নরোত্তম প্রভাবে কত দস্যু যে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার ইয়াত্তা নাই। দস্যু চাঁদরায় আদি উদ্ধার তাহার প্রকাট্য প্রমান। নরোত্তম শূদ্র হইয়া গঙ্গানারায়ন চক্রবর্ত্তী আদি ব্রাহ্মণ শিষ্য করায় ব্রাহ্মণ সমাজ ঈর্যান্বিত হন। সে কারন খেতুরীগ্রামে দিব্য উপবীত প্রদর্শন ও গাম্ভীলা গ্রামে প্রানত্যাগ এবং চিতার অগ্নির মধ্যে ঐশ্চর্য্য প্রকাশাদি লীলা করেন। বৃন্দাবনে গিয়া রামচন্দ্র কবিরাজ অন্তর্দ্ধান করায় প্রিয়বিচ্ছেদ বিরহে বিরহাক্রান্ত নরোত্তম প্রেমাবেশে পদাবলী সৃজন করেন।

তথাহি

রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস॥

প্রর্থনা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, পাষণ্ডদলন, বৈরাগ্য নির্ণয়, প্রভৃতি গ্রন্থ রাজি

বৈষ্ণবীয় সাহিত্য ও সাধন তত্ত্বের অমূল্য সম্পদ॥ রামচন্দ্র কবিরাজ সহ নরোত্তমের প্রগাঢ় সখ্যতা ছিল। তিনি প্রায়ই নির্জ্জণে থাকিতেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাহার বহু পদ পাওয়া যায়। তারপর গাম্ভীলার গঙ্গার ঘাটে তিনি অপ্রকট হন।

নয়নানন্দ পন্ডিত বৈষ্ণব সাহিত্যে ৪ জন নয়নানন্দের নাম পাওয়া যায়। এই চারজনেরই পাদাবলী সাহিত্য অবদান রহিয়াছে।

১। নয়নানন্দ্র পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গের শক্তি অবতার শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুস্পুত্র ও শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পরিচিতি বিষয়ে প্রেমবিলাস গ্রন্থের ২২ বিলাসের বর্ণন যথা—

"পণ্ডিত গোসাঁইর বড় ভাই বানীনাথ হয়।
জগন্নাথ বলি তাঁরে কেহো কেহো কয়॥

বাণীনাথ ভজে সদা গৌরাঙ্গ চরণ। গৌরাঙ্গ চরণ বিনা নাহি জানে আন॥
বাণীনাথের পুত্র নয়নানন্দ গোসাঞি। তাহার যতেক গুন তার অন্ত নাই॥

তাহে শিষ্য করি গোসাঞি শক্তি সঞ্চারিলা।
পণ্ডিত গোসাঁই সেবা নয়ন পাইলা॥

পণ্ডিত গোসাঞি প্রভুর অপ্রকট সময়। নয়নানন্দেরে ডাকি এই কথা কয়॥
মোর গলদেশে থাকিত এই কৃষ্ণমূর্ত্তি। সেবন করিহ সদা করি অতি প্রীতি॥

তোমারে অর্পিলা এই গোপীনাথের সেবা।
ভক্তি ভাবে সেবিবে না পূজিবে অন্য দেবীদেবা॥
স্বহস্ত লিখিত এই গীতা তোমায় দিলা।
মহাপ্রভু এক শ্লোক তাহাতে লিখিলা॥
ভক্তিভাবে ইহা তুমি করিবে পূজন।
এত কহি পণ্ডিত গোসাঞি হৈলা অদর্শন॥
দেখি শ্রীনয়ন গোসাঞি বহু খেদ কৈলা।
প্রভু ইচ্ছা মতে তার সুস্থির হইলা॥
নয়ন পণ্ডিত গোসাঞির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করি।
রাঢ়দেশে ভরতপুর করিলেন বাড়ী॥

তথ্যাদি—প্রেমবিলাস ২৪ বিলাস

গৌরাঙ্গের প্রিয় পাত্র পণ্ডিত গদাধর। তার ভাই জগন্নাথ আচার্য্য বিজ্ঞবর॥
নদীয়ায় জগন্নাথ করিল বসতি। তার পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র মহামতি॥
ভ্রাতুষ্পুত্র বলি তবে পুত্র স্নেহ করে। গোপালমন্ত্রে দীক্ষা দিলা নদীয়া নগরে॥

চট্টগ্রামের বেলেটি গ্রামবাসী শ্রীমাধব মিশ্রের দুই পুত্র বানীনাথ ও গদাধর পণ্ডিত। বানীনাথের দুই পুত্র হৃদয়ানন্দ ও নয়নানন্দ। গদাধর পণ্ডিত নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র হৃদয়ানন্দকে গৌরীদাস পণ্ডিত সমীপে অর্পন করেন। এই হৃদয়ানন্দের শিষ্য প্রভু শ্যামানন্দ। গদাধর পণ্ডিত ভ্রাতা বানীনাথ সহ আবাল্য নবদ্বীপবাসী। নবদ্বীপেই নয়নানন্দকে গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা দেন। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসে গদাধর পণ্ডিত নীলাচলে "টোটা গোপীনাথ" সেবা স্থাপন করেন। গদাধর পণ্ডিত অন্তর্দ্ধান কালে টোটা গোপীনাথ সেবা, নিজ গলদেশে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি ও স্বহস্ত লিখিত গীতা তাহাতে মহাপ্রভুর স্বহস্তে লিখিত একটি শ্লোক রহিয়াছে, তাহা অর্পন করেন। গদাধর পণ্ডিতের অন্তর্দ্ধানের পর নয়নানন্দ ভরতপুরে আসিয়া শ্রীপাট স্থাপন করেন। অদ্যাপি শ্রীপাট বিরাজিত। ক্ষনদাগীত চিন্তামনি ও পদকল্পতরুতে তাহার বহু পদ আছে।

২। নয়নানন্দ কবিরাজ—শ্রীনয়নানন্দ কবিরাজ শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। বয়ঃ সন্ধি রসে তাঁহার কবিত্বের বর্নন—

শ্রীরঘুনন্দন শাখা নির্ণয়ে—

রঘুনন্দনের শাখা নয়নানন্দ কবিরাজ। যার শাখা উপশাখায় ভরিল ভবমাঝ॥
বয়ঃ সন্ধি রসে হয় যাহার বর্নন। ভাগ্যবান যেই সেই করয়ে স্মরন।

৩। নয়নানন্দ ঠাকুর—বীরভূম জেলায় মঙ্গলডিহি গ্রামে পানুয়া গোপালের শিষ্য বংশের তৃতীয় অধস্তন দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য পানুয়া গোপালের শিষ্য কাশীনাথ। তাঁহার পাঁচপুত্র অনন্ত, কিশোর, হরিচরন, লক্ষন, কানুরাম, কানুরামের পুত্র গোপালচরণ। তাঁহার পুত্রদ্বয় গোকুলানন্দ ও নয়নানন্দ দুই ভাই পদাবলী সাহিত্যের লেখক। নয়নানন্দ শ্রীপাদরূপ গোস্বামীর বিরচিত শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধুর

অনুগতো ১৬৫২ শকাব্দে শ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব ও ১৬৫৩ শকাব্দে শ্রীপ্রেয়োভক্তি রসার্ণব গ্রন্থ রচনা করেন। প্রেয়োভক্তি রসার্ণব গ্রন্থে তাহার রচিত পদ দেখা যায়।

৪। **শ্রীনয়নানন্দ দেব**—শ্রীনয়নানন্দ দেব শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পুত্র রাধানন্দের পুত্র। শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের গলতা গদীর মহান্ত শ্রীসূর্য্যানন্দই দেহত্যাগ করিয়া নয়ানন্দ দেব নাম ধারন করেন। শ্রীনয়নানন্দ প্রভুর রচিত বঙ্গ উৎকল ও মৈথিলী ভাষায় ১৫টি সংকীর্ত্তনের পদ এযাবৎ সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীনয়নানন্দ দেব শ্রীরসিকানন্দের শিষ্য। বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তিনি নিত্য লীলায় প্রবীষ্ট হন। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষন এবং শ্যামানন্দ প্রকাশ ও শ্যামানন্দ রসার্ণব প্রনেতা কৃষ্ণদাস শ্রীনয়নানন্দ দেবেয় অনুশিষ্য ছিলেন।

নন্দন দাস—নন্দন দাসের পরিচয় অজ্ঞাত চৈতন্যচরিতামৃতে নিতানন্দ শাখায় নবদ্বীপবাসী এক নন্দন আচার্য্যের নাম পাওয়া যায়।

তথাহি—চৈঃ চঃ আদি ১১ পরিঃ

বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিনভাই। পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিলা ঠাকুর নিতাই॥

তথাহি—চৈতন্যভাগবতে অন্ত ৫ অধ্যায়

চতুর্ভুজ পণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদাস। পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে নন্দন দাস ভনিতা যুক্তপদ দেখা যায়।

নবকান্ত—নবকান্তের পরিচয় অজ্ঞাত। পদকল্পতরু গ্রন্থে নবকান্ত ভনিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

নবচন্দ্র দাস—নবচন্দ্র দাসের পরিচয় অজ্ঞাত। পদকল্পতরু গ্রন্থে নবচন্দ্র ভনিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

নবদ্বীপচন্দ্র দাস—নবদ্বীপচন্দ্র দাসের পরিচয় অজ্ঞাত। পদকল্পতরু গ্রন্থে নবদ্বীপচন্দ্র দাস ভনিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

নটবর দাস—নটবর দাসের পরিচয় অজ্ঞাত। পদকল্পতরু গ্রন্থে নববর ভনিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

॥ লীলাকীর্ত্তন গায়ক গণের পরিচিতি ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দাস অধিকারী

ঠিকানা—

গ্রাঃ+পোঃ— মোহাড়া বাজার

পিন— ৭২১১৬১ ভায়া— সবং

জেলা— মেদিনীপুর বয়স — ৬৪ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ — ৪৮ বৎসর

জীবনী— পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

শ্রীসত্য সাধন বৈরাগ্য

কীর্ত্তন রাজ

ঠিকানা গ্রাঃ+পোঃ—পলাশী পাড়া

জেলা— নদীয়া।

সংস্থার নাম -শ্রীশচীনন্দন সম্প্রদায়।

যোগাযোগ— লালগোলা লাইনে পলাশী ষ্টেশন নেমে বেতাই— পলাশী বাসে পলাশী পাড়া বাস ষ্ট্যাণ্ডে জিজ্ঞাসা করবেন।

বয়স ৫৩ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ — ৩৫ বৎসর

কীর্ত্তন শিক্ষা প্রদান স্থান—পলাশী পাড়াতেই কীর্ত্তন শিক্ষা দেওয়া হয়।

জীবনী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

শ্রীরতন চন্দ্র গান্ধী

ঠিকানা—

গ্রাঃ আমনালা (শ্রীজগদানন্দ শ্রীপাট)

পোঃ—রঘুনাথ চক থানা—বারাবনী

পিন—৭১৩৩৫৯ জেলা—বর্দ্ধমান

সংস্থার নাম—বিজয় কৃষ্ণ লীলাকীর্ত্তন সম্প্রদায়।

যোগাযোগ—আসানসোল গৌরাংডি বাসরুটে বালিয়াপুর ষ্টপেজে নামিয়া পূর্ব্বদিকে আমনালা গ্রাম। অথবা বালিয়াপুর ষ্টপেজে "শক্ত পীঠ কালি মন্দির। বয়স—৪০ বৎসর।

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—২১ বৎসর

শ্রীঠাকুর দাস আচার্য্য

ঠিকানা—গ্রাঃ—কৃষ্ণপুর, পোঃ—চূড়র

পিন—৭৩১১৩৩ জেলা—বীরভূম

সংস্থার নাম—ত্রিগুনা কীর্ত্তন সম্প্রদায়

বয়স—৪৪ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১৮ বৎসর

জীবনী—পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমতী কাঞ্চন মনি দাস

(বেতার দূরদর্শন)

ঠিকানা—৫৯। ৬০ বাগমারী রোড বি, আর, এস—৩ ব্লক—৯, ফ্লট নং—২১ কলিকাতা—৫৪ ফোন—৩২১—৮৫২৩

সংস্থার নাম—সীতারাম সম্প্রদায় বয়স—৪০ বৎসর

কীর্ত্তনের অনুপ্রবেশ—৩০ বৎসর

শ্রীনিমাই ভারতী

কীর্ত্তন সাগর

ঠিকানা

গৌরনগর, পোঃ ধুবুলিয়া

পিন ৭৪১১৪০ জেলা নদীয়া

সংস্থার নাম—নিত্যানন্দ প্রচার সঙ্ঘ।

যোগাযোগ—১২। ২২ বেলেঘাটা মেন রোড (বেলেঘাটা পোষ্ট অফিস মোড়)

কলিকাতা—১০

বয়স—৫২ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৩৫ বৎসর

শ্রীমানিক চাঁদ মিত্র ঠাকুর

শ্রীধাম ময়নাডাল কীর্ত্তন রসনিধি

কীর্ত্তনাচার্য্য

ঠিকানা—শ্রীপাট ময়নাডাল

পোঃ—রানীপাথর, জেলা—বীরভূম

পিন—৭৩১১৩৩

বয়স—৬৭ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৫৪ বৎসর

জীবনী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য

শ্রীনিখিল কুমার দাস

ঠিকানা-

গ্রাঃ+পোঃ—নাকড়া কোন্দা থানা—খয়রা শোল জেলা—বীরভূম।

সংস্থার নাম—নিতাইগৌর সম্প্রদায়। বয়স—৩০ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৭ বৎসর।

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র শীল

ঠিকানা—খামার পাড়া, ঘোষপাড়া

পোঃ—বাঁশবেড়িয়া, জেলা—হুগলী

সংস্থার নাম—গীত মাধুরী

বয়স—৫৮বৎসর।

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—২৫ বৎসর

শ্রীগোবিন্দ গোপাল মিত্র ঠাকুর

৯ ডাফ্ স্ট্রিট কলিকাতা—৬।

বিশেষ পরিচিতি—"বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া—গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

শ্রীশান্তিময় বিশ্বাস

ঠিকানা— গ্রাঃ—রুকেশপুর পোঃ—বাণেশ্বরপুর,

জেলা—হুগলী সংস্থার নাম—শ্রীরাধা গোবিন্দ কীর্ত্তন সম্প্রদায়।

বয়স—৫২ বৎসর কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৫ বৎসর।

শ্রীতিনকড়ি দত্ত
ঠিকানা—
গ্রাঃ+পোঃ—বড়ঞা
জেলা—মুর্শিদাবাদ
বয়স ৭৬ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ - ৩১ বৎসর
(জীবনী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশচীন্দ্র নাথ মণ্ডল
ঠিকানা—
গ্রাঃ—কৃষ্ণপুর, কানাই টোলা
পোঃ—কৃষ্ণপুর থানা—বৈষ্ণব নগর
জেলা—মালদহ
সংস্থার নাম - নরহরি সম্প্রদায়
বয়স—৪৯ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১৬ বৎসর

শ্রীদামোদর দাস
ঠিকানা—
দান গোসানীপুর
পোঃ—আলোককেন্দ্র
জেলা—মেদিনীপুর
বয়স—৭০ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৩৫

শ্রীমতি আশালতা দাস

ঠিকানা—

শ্রীনরহরি দাস

গ্রাম পরমানন্দপুর

পোঃ—শীতলা পরমানন্দপুর

থানা পাঁশকুড়া

জেলা—মেদিনীপুর

বয়স—৫৫ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১০ বৎসর

(জীবনী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

শ্রীমৎ স্বরূপ দামোদর দাস বাবাজী মহারাজ

ঠিকানা—

আনন্দধাম, পোঃ—নিমতিতা

জেলা—মুর্শিদাবাদ পিন—৭৪২২২৪

যোগাযোগ—তাপসীনন্দী

১৯।২, উল্টাডাঙ্গা রোড

কলিকাতা—৭০০০০৪

বয়স—৫২ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৩০ বৎসর

(জীবনী—পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

শ্রীনিতাই চরণ দাস গোস্বামী

ঠিকানা—

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী

গ্রাঃ—পাহাড়চক

পোঃ—ঝেঁতালা

থানা—কেশপুর

জেলা—মেদিনীপুর বয়স—৪০ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১৬ বৎসর

শ্রীসুমন ভট্টাচার্য্য

ঠিকানা—

১৬০, মহারাজানন্দ কুমার রোড (নর্থ)

কলিকাতা—৭০০০৩৫।

সংস্থার নাম—শ্রীসুমন সম্প্রদায়।

যোগাযোগ—১৬০ বা ৩৩৭ মহারাজা

নন্দকুমার রোড (নর্থ) কলি- ৩৫

বয়স—২২ বৎসর।

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ ১৫ বৎসর।

শ্রীমতী বৃন্দারানী দাস

ঠিকানা -সাং গোপালপুঞ্জ (আশ্রম)

পোঃ—পাঁচগেড়িয়া জেলা-মেদিনীপুর

সংস্থার নাম— শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ কীর্ত্তন

সম্প্রদায়। বয়স—৩০ বৎসর

(জীবনী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী

ঠিকানা—

গ্রাম পাগাড়চক পোঃ—ঝেঁতলা

থানা—কেশপুর, জেলা—মেদিনীপুর।

বয়স—৬০ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ ৪০ বৎসর।

শ্রীসুবল চন্দ্র দাস

ঠিকানা—

গ্রাম + পোঃ — ধর্ম্মদা,

জেলা — নদীয়া

সংস্থার নাম — শ্রীশ্রীগৌর গোপাল সম্প্রদায়। বয়স — ৫৫ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ — ৪২ বৎসর

(জীবনী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

শ্রীনরেন্দ্র নাথ রানা

সুরশ্রী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় কীর্ত্তন শিক্ষক ও শ্রীখোলবাদক

ঠিকানা—

গ্রাঃ + পোঃ — ঘোষপুর

ভায়া — কেশপুর পিন — ৭২১১৫০

জেলা — মেদিনীপুর

বয়স — ৭৩ বৎসর

(জীবনী — পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

শ্রীবিমল চন্দ্র মণ্ডল

ঠিকানা—

সাং — সুরতপুর, পোঃ — হরিরামপুর

জেলা — মেদিনীপুর

সংস্থার নাম — শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পৌরানিক লীলা কীর্ত্তন সম্প্রদায়।

বয়স — ৩০ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ — ৯ বৎসর।

শ্রীবাদল চন্দ্র মাইতি

ঠিকানা—

গ্রাঃ—গুড়লী

পোঃ—হরিরামপুর

জেলা—মেদিনীপুর

সংস্থার নাম—শ্রীগুরু কীর্ত্তন সম্প্রদায়।

বয়স—৩৬ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১২ বৎসর

শ্রীশীতল চন্দ্র শাসমল

ঠিকানা—

গ্রাঃ—বাড়আনন্দী

পোঃ—বাড়গোবিন্দ

জেলা—মেদিনীপুর

সংস্থার নাম—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলন লীলা কীর্ত্তন।

বয়স—৫২ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—২৮ বৎসর

শ্রীমদন চন্দ্র ঘোড়ই

ঠিকানা—

গ্রাঃ—গুড়লী

পোঃ—হরিরামপুর

জেলা—মেদিনীপুর

সংস্থার নাম—হরে কৃষ্ণ লীলা সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়।

বয়স—৬২ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৩২ বৎসর

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস

ঠিকানা—
গ্রাম—সাব গোপীনাথপুর
পোঃ—আলোক কেন্দ্র
জেলা—মেদিনীপুর
বয়স—১৮ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৩ বৎসর

শ্রীসুনীল কুমার ঘোষ

ঠিকানা—
আলিনগর, পোঃ—খোট্টাডিহী
ভায়া—হরিপুর
জেলা—বর্দ্ধমান
সংস্থার নাম—শ্রীবৈদ্য নাথ সম্প্রদায়
বয়স—৩১ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১৫ বৎসর।

শ্রীগুনধর দাস জানা

ঠিকানা—
গ্রাঃ—সাতটিকরী
পোঃ—পয়বলরামপুর
থানা—তমলুক
জেলা—মেদিনীপুর
বয়স—৭১ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৪৬ বৎসর

শ্রীমদন মোহন পোদ্দার

ঠিকানা—

শ্রীবাসাঙ্গন ঘাট,

পোঃ—নবদ্বীপ

জেলা—নদীয়া

সংস্থার নাম—শ্রীশ্রীমদন মোহন লীলা কীর্ত্তন সম্প্রদায়।

বয়স—৪৪ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ - ২৪ বৎসর

শ্রীশিশুরাম দাস গোস্বামী

ঠিকানা—

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস গোস্বামী

গ্রাঃ—ভাণ্ডারী পেড়িয়া

পোঃ—ঝেঁতলা

থানা—কেশপুর

জেলা—মেদিনীপুর

বয়স—৩৫ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১৫ বৎসর

শ্রীশিশির কুমার মুখার্জ্জী

ঠিকানা—

গ্রাঃ—নাচন

পোঃ—ধবনী

দুর্গাপুর—৫

জেলা—বর্দ্ধমান

বয়স—৬১ বৎসর

শ্রীকৃষ্ণ মুখার্জ্জি
ঠিকানা—
হরিপুর কলিয়ারী পোঃ—হরিপুর
পিন—৭১৩৩৭৮ জেলা—বর্দ্ধমান
সংস্থার নাম—
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তন সম্প্রদায়
যোগাযোগ—রাজলক্ষ্মী সুইটস্, হরিপুর
বাজার বর্দ্ধমান। বয়স—৪২ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১৫ বৎসর

শ্রীমতী কৃষ্ণা মুখার্জ্জী
ঠিকানা—শ্রীকৃষ্ণ মুখার্জ্জি
হরিপুর কলিয়ারী পোঃ—হরিপুর
পিন—৭১৩৩৭৮ জেলা—বর্দ্ধমান
সংস্থার নাম—শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তন সম্প্রদায়
যোগাযোগ—রাজলক্ষ্মী সুইটস্, হরিপুর
বাজার (বর্দ্ধমান)
বয়স—৩৬ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৫ বৎসর।

শ্রীগৌতম কুমার দাস
ঠিকানা—
শ্রীঅর্জ্জুন কুমার দাস
গ্রাঃ—চকখাজ্ঞাদি
পোঃ—ঝিকুরিয়া
জেলা—মেদিনীপুর
বয়স—৩০ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১৮ বৎসর।

শ্রীঅদ্বৈত দাস বাবাজী

ঠিকানা—

গ্রাঃ —চকখাঞ্জাদি

পোঃ ঝিকুরিয়া

জেলা—মেদিনীপুর

পিন —৭২১১৫৬

বয়স—৬০ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৩৫ বৎসর

(জীবনী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

শ্রীইন্দ্রজিৎ দাস

ঠিকানা—

গ্রাম—সেরপুর,

পোঃ—মুকুন্দপুর

থানা—ডেবরা

জেলা—মেদিনীপুর

বয়স—৪২ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—২০ বৎসর

শ্রীজীব শরণ দাস বাবাজী

ঠিকানা—

কাঙ্গাল ঠাকুর বাড়ী,

পোঃ—নবদ্বীপ

জেলা—নদীয়া

সংস্থার নাম—রাধারমন সম্প্রদায়

বয়স—৩৫ বৎসর

কীর্ত্তনজগতে অনুপ্রবেশ—১৫ বৎসর

শ্রীসুভাষ চন্দ্র দাস

ঠিকানা--
সাং-- দেওনাপুর
পোঃ - সবদলপুর
থানা-- বৈষ্ণবনগর
জেলা-- মালদহ
সংস্থার নাম-- নিত্যানন্দ সম্প্রদায়
বয়স--৩০ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ--১০ বৎসর
(জীবনী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

শ্রীমল্লিকা কোনাই

ঠিকানা--
গ্রাঃ--রাজেন্দ্রপুর, খাসবাটী
পোঃ-- মালঞ্চ,
জেলা--২৪ পরগণা
পিন--৭৪৩১৩৫
সংস্থার নাম--শ্রীশচীনন্দন সম্প্রদায়
বয়স--১৮ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ--২ বৎসর

শ্রীসুনীল ঘোষ

ঠিকানা--
গ্রাঃ--ঝাঁওডাঙ্গা
পোঃ--ঘোট্টাডিহি
জেলা--বর্দ্ধমান
বয়স--৩৬ বৎসর

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম

॥ পরিশিষ্ট ॥

প্রয়াত কীর্ত্তণীয়াগণের স্মৃতি চারণ

বীরভূমের ভক্ত কীর্তণীয়া

প্রয়াত অশ্বিনীকুমার দাস (কীর্তন বিশারদ)

১৩৫০ ৬০ বঙ্গাব্দের মধ্যে রাঢ় বীরভূমে যে সব কীর্ত্তণীয়ার আবির্ভাব হয়েছিল তার মধ্যে শ্রীঅশ্বিনী কুমার দাস একটি পরিচিত নাম। সিউড়ি-বোলপুর প্রধান সড়কের মাঝামাঝি গড়গড়িয়া গ্রামে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে ২৮ জ্যৈষ্ঠ রবিবার এই পরম বৈষ্ণব কীর্তণীয়া জন্ম গ্রহন করেন। দারিদ্র হেতু মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে পড়াশুনার পাট চুকিয়ে গ্রামের স্বাধীনতা বিপ্লবী সন্যাসীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পাঠশালায় ১৩৫০ সালে সামান্য বেতনে শিক্ষকতা কাজে যোগ দেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন ধীর স্থির, নম্র ও দেবদ্বিজে ভক্তিমান ও হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল। ১৩-১৪ বছর বয়েস থেকে গ্রামের হরিনাম সংকীর্তনের দলে যোগ দিয়ে, স্বনাম ধন্য সংকীর্তনের শিক্ষক শ্রীযুক্ত হেমগোপাল ঘোষ মহাশয়ের নিকট নামগানের প্রাচীন রীতি শিক্ষা করেছেন। এই ছোট বয়েসেই তিনি ছবি আঁকতেন, কবিতা, গল্প ইত্যাদি লিখতেন। কিন্তু এ সমস্তই প্রায় চাপা পড়েছিল লীলাকীর্ত্তন শিখবার প্রবল বাসনায়। এই সময় শিক্ষক হেমগোপাল বাবু যিনি এই অঞ্চলে 'খোল মাষ্টার' নামে পরিচিত ছিলেন তিনি কীর্তন শিখবার অনুপ্রেরনা জুগিয়ে ছিলেন।

নামকীর্তনের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন শেখার চেষ্টা চলতে থাকল কিন্তু সেসময় এই অঞ্চলে কীর্তনের শিক্ষক কোথায়? একমাত্র কীর্তনের পীঠস্থান ময়নাডাল। কিন্তু সেখানে যোগাযোগ করার সাধ্য ছিল না। তাই তাঁর ইচ্ছার কথা গৌরসুন্দরের কাছে মনে মনে নিবেদন করলেন। ঠিক তার পরেই ১৩৫১ সালের বৈশাখে হরিনামের দল নিয়ে গিয়েছিলেন শিক্ষক হেমগোপালবাবুর গ্রামে। আর এই জানুরী গ্রামে তখন কীর্তন করতে এসেছিল। ময়নাডালের উদীয়মান কিশোর কীর্তনীয়া শ্রীনদীয় নন্দ মিত্রঠাকুর। সঙ্গে তাঁর বাবা ও কাকারা। সেখানে আলাপ হল তার চেয়ে ৪ বছরের ছোট নদীয়ানন্দের সঙ্গে। প্রবীন মিত্রঠাকুররা তার মধ্যে ভক্তিভাব ও আগ্রহ দেখে বললেন "তোমার এইগান হবে, তুমি শেখ বাবা"।

চারদিন সেই গ্রামে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া বেড়ানো ও কীর্তনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার সূত্র ধরে দুজনের মধ্যে প্রবল বন্ধুত্ব স্থাপিত হল। এরপর থেকে শ্রীমিত্রঠাকুরের কাছেই চলল তাঁর কীর্তন শিক্ষা। দিন রাত চলেছিল এই সাধনা। খুব অল্প দিনেই ময়নাডালের মনোহরশাহী ঘরানার সমস্ত পর্য্যায় তিনি শিখে ফেললেন। শিক্ষকতার কাজ তাঁর কীর্তন সাধনায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল বলে এই সময় তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলেন।

এরপর লীলাকীর্তনের আরো গভীরে কিভাবে প্রবেশ করা যায় তার অন্বেষণ করতে থাকেন। নবদ্বীপে গান উৎসবে বিভিন্ন বড় বড় কীর্তনীয়ার সমাগম হত। তাই ছুটলেন নবদ্বীপে। ধ্রুপদী অঙ্গের গরানহাটী গান তাকে আকর্ষণ করল। শুনলেন এই গানের উপযুক্ত শিক্ষক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দাস। তার সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করবেন ভেবে পেলেন না। শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় একবার কীর্তন করতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কীর্ত্তনরস পিপাসু বেতার গায়ক এবং বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য্যের পারসোন্যাল এ্যাসিষ্টান্ট শ্রীযুক্ত বিমল ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে। তিনি পঞ্চানন দাস মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেন। তখন

পঞ্চাননবাবু তাঁর বাড়ীতে এসে দীর্ঘদিন নানা পর্য্যায়, নানা বড় তালে গান তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন প্রাচীন গায়কদের কাছ থেকে নানা দুষ্প্রাপ্য পালা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি প্রায় ৪০-৪২টা পালা পর্য্যায় নিয়ে বাংলার নানা জেলাতে ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে কীর্ত্তন পরিবেশন করেছেন। তাঁর লীলা পরিবেশনে থাকত বিশুদ্ধ ভক্তিরস। কথা, কাহিনী ও শাস্ত্র সারাংশই ছিল তার পরিবেশনের মুখ্য আকর্ষণ। লীলার মধ্যেই তিনি স্থানে স্থানে দিতেন শাস্ত্রসূত্র ধরে জীব শিক্ষা। সেই তাঁর লীলাগান বিশেষতঃ ভক্ত সমাজেই বেশী প্রভাব ফেলত। তিনি বিভিন্ন মঠ মন্দির ঠাকুর বাড়ীতে নিজ আগ্রহে বিনা পারিশ্রমিকে কীর্ত্তন পরিবেশন করেছেন। সুদীর্ঘ ৪০ বছর ধরে যদিও তিনি এই পথেই আছেন তবুও কখনো তিনি কীর্ত্তনগানকে পেশা হিসাবে গ্রহন করেননি। তিনি বরাবর বিশ্বাস করতেন লীলা পরিবেশন ভগবানের সেবার একটা অঙ্গ। তিনি নিজে খুব ছোট বয়েস থেকে ছিলেন আচরণ শীল নৈষ্টিক বৈষ্ণব। প্রতিদিন একলক্ষ জপ করতেন। প্রতি বছর রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথিতে প্রচুর সাধু গুরু বৈষ্ণবের সেবা করাতেন। এই পরম নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবের শ্রীমুখে বিশুদ্ধ ভক্তি সিদ্ধান্ত যুক্ত লীলা পরিবেশনে মুগ্ধ হয়ে ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে নবদ্বীপ গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ তাকে "কীর্ত্তন বিশারদ" উপাধিতে ভূষিত করেন।

কীর্ত্তন বিশারদ অশ্বিনীকুমার দাস ৭০ বছর পর্যন্ত লীলা কীর্ত্তন করেছেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁর পুত্রের সঙ্গে মাঝে মাঝে যেতেন তাকে প্রেরণা দেবার তাগিদে। শেষ বয়সে সংসারের সমস্ত মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণ ভজনেই লিপ্ত ছিলেন। প্রতিদিন বাড়ীতে বসেই বিভিন্ন ভক্তিশাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন। এইভাবে হরিনামামৃতে ডুবে থাকতে থাকতে ১৪০৪ সালের ৫ই ভাদ্র ৭৫ বছর বয়েসে এই মহান বৈষ্ণব কীর্ত্তনীয়ার জীবনাবসান হয়।

সংগ্রহঃ – শ্রীগোপী প্রসাদ দাস (শিক্ষক)

শ্রীরাধানাথ অধিকারী

জন্ম-১৩০৭ [রাধা অষ্টমী] ১ল ভাদ্র রবিবার প্রয়ান-২৩শে মাঘ ১৩৯৪ সাল রবিবার সন্ধ্যা ৭/৪৫ মিঃ শিক্ষাগুরু অবধূত ব্যানার্জী।

প্রথম বাস রানীরচর (নবদ্বীপ) পরে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন দেয়ারা পাড়া (নবদ্বীপ) এরপর বাসস্থান-মল্লিক কাটি (২৪ পরগনা) পরে বাসস্থান —সোনারপুর গ্রামঃ —নতুনপল্লী পোঃ সোনারপুর জেলা দক্ষিন ২৪ পরগনা পিন—৭৪৩৩৬৯ তৎপুত্র শ্যামাপদ অধিকারী সোনারপুরেই অবস্থান করিতেছেন।

—০—

শ্রীরাধেশ্যাম দাস

কীর্ত্তনীয়া বৈদ্যনাথ দাসের (কোকিল কণ্ঠ) পুত্র রামকৃষ্ণ দাসের (বাসস্থান কালীতলা মুর্শিদাবাদ) তিন পুত্র রাধাশ্যাম (গায়ক) পঞ্চানন (মৃদঙ্গ বাদক) গোপাল দাস (ব্যবসায়িক)।

রাধেশ্যাম দাস কালিতলা হইতে ১৩৬২ সালে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গাতে আসিয়া বাস করেন। বৈদ্যনাথ দাসের কোকিল কণ্ঠ উপাধি ছিল। সেই কারনে কীর্ত্তনীয়া রসিক দাস দোহার হিসাবে বৈদ্যনাথ দাসকে কীর্ত্তন সম্প্রদায়ে লেন। বৈদ্যনাথ দাসের পুত্র ও ছাত্র রামকৃষ্ণ দাসের প্রথম পুত্র রাধেশ্যাম দাস ১১। ১২ বৎসর বয়সে পিতার নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে ১৫। ১৬ বৎসর বয়সে ওস্তাদ চণ্ডীদেব নাথের কাছে কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। যামিনী মুখার্জী, অবধূত ব্যানার্জী শিবদাস অন্ধ, এই সমস্ত কীর্ত্তনীয়াদের নিকটে কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। শেষে শক্তিপুরে (মুর্শিদাবাদ) পঞ্চানন দাসের নিকট

বিশেষভাবে কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। কীর্ত্তনীয়া হিসাবে রাধেশ্যাম দাসের উপাধি ছিল সুধাকণ্ঠ (শ্রীধাম বৃন্দাবন)। রাধেশ্যাম দাস নন্দকিশোর দাসের শিরদোহারি করেন বহুদিন যাবৎ এবং বহুদিন নিজে সম্প্রদায় করে কীর্ত্তন করেছেন তখন বাইন ছিলেন মধ্যম ভ্রাতা পঞ্চানন দাস। রাধেশ্যাম দাসের জন্ম ১৩২৫ সালে, মৃত্যু ১৩৯১ সালে ৬৬ বৎসর বয়সে নিত্যধামে প্রবেশ করেন।

—০—

শ্রীনরহরি দাস

নরহরি দাসের পিতা—৺গোবিন্দ প্রসাদ মাতা—৺ননীবালা দেবী জন্ম – ইং ১০ই নভেম্বর ১৯০০ খৃঃ মৃত্যু – ইং ২রা মার্চ, ১৯৭০ খৃঃ জন্মস্থান – গ্রাম+পোঃ-কিয়ারানা ময়না, মেদিনীপুর। বিশিষ্ট কীর্তনীয়া হিসেবে মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও ২৪ পরগণা জেলায় খ্যাতি লাভ করেন। পিতা গোবিন্দবাবু ছিলেন সেকালের একজন খ্যাতনামা কীর্তনীয়া, মাতা ননীবালা দেবী ছিলেন শিক্ষিতা রমনী। গীতা, ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ নিয়মিত পাঠ করতেন। মাত্র ৭ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। মায়ের চেষ্টায় কোন রকমে পাঠশালার পাঠ শেষ করে অভাবের তাড়নায় বালক সঙ্গীতের দলে যোগ দেন মাত্র ১১ বছর বয়সে। তারপর নিজ অধ্যবসায়ে বিভিন্ন সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করেন ও সঙ্গীতের জগতে প্রবেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যাত্রার দল গঠন করে দুই ভাই নরহরিবাবু ও শচীনন্দনবাবু ২৫ বছর একসঙ্গে কৃষ্ণ যাত্রাভিনয় করে প্রভূত যশ ও খ্যাতি অর্জন করেন। এভাবেই কীর্তনের জগতে প্রবেশ করেন। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নরহরিবাবু শ্রীমদ্‌ভাগত, গীতা, চৈতন্যচরিতামৃত, রামায়ণ ও মহাভারত অনায়াসে আবৃত্তি করতে পারতেন। দীর্ঘ ১৪ বছর দুধকোমরা (বাকৃসী বাজার) শ্রীযুত পার্বতীচরণ পাত্র মহাশয় পরিচালিত কীর্তন সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে বিভিন্ন জেলায় কীর্তন পরিবেশন করে কীর্তন পিপাসু নরনারীদের মুগ্ধ করেন। এসময় মৃদঙ্গ বাদক

ছিলেন শ্রীযুত আনন্দরঙ বাবু ও শ্রীরামপদ চক্রবর্তী মহাশয়। কীর্তন জগতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকারি অনুদান লাভ করেন। মান, মাথুর, রাইরাজা, গার্গী মিলন প্রভৃতি কৃষ্ণযাত্রা পালাগান রচনা করেন। একজন বিশিষ্ট সুরকার হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। অসংখ্য রৌপ্য পদক ও ৬টি স্বর্ণ পদক উপহার পান। নরহরি বাবুর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। দুই কন্যা বর্তমান। বড় জামাতা শ্রীগৌরহরিবাবু (দাস) উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, রবীন্দ্র সংগীত ও নজরুল গীতির একজন বিশিষ্ট শিল্পী। ৭০ বছর বয়সে এই খ্যাতিমান কীর্তনীয়ার দেহাবসান হয়। মেদিনীপুর জেলায় এরূপ খ্যাতিমান কীর্তনীয়ার আবির্ভাব হয়নি।

—০

শ্রীশচীনন্দন দাস

কীর্ত্তনীয়া শচীনন্দন দাসের পিতা—গোবিন্দ প্রসাদ জন্ম—ইং ২০শে নভেম্বর ১৯০৮ খৃঃ। মৃত্যু—ইং ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৫ খৃঃ গ্রাম কিয়ারানা, থানা-ময়না মেদিনীপুর।

মাত্র ৫ মাস বয়সে পিতৃহারা হন। দারিদ্র্যের সংসারে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। কোন রকমে প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের পাঠ শেষ করে অগ্রজ নরহরি বাবুর সংগে বালক সংগে বালক সংগীতের দলে যোগদান করেন। প্রধানতঃ অগ্রজের সান্নিধ্যে থেকে এবং সঙ্গীতজ্ঞ হারাধন সেনাপতি (মহম্মদপুর ভগবানপুর) সঙ্গীতজ্ঞ ঈশ্বরচন্দ্র দাস (আড়ংকিয়ারনো ময়না) প্রমুখ সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে সংগীতের জগতে প্রবেশ করেন। দুই ভাই ৺নরহরি বাবু ও শচীনন্দন বাবু এক সংঙ্গে মিলে দীর্ঘ ২৫ বৎসর কৃষ্ণ যাত্রা অভিনয় করেন। অসংখ্য রৌপ্য পদক, ৫টি স্বর্ণ পদক ও অসংখ্য মানপত্র লাভ করেন। নরহরি বাবু কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সংগে যুক্ত হয়ে কীর্তন গান শুরু করলে শচীনন্দন বাবু দীর্ঘ ২৫ বছর কৃষ্ণ যাত্রার দল পরিচালনা ও অভিনয় করেন। জীবনের শেষ ১৫ বছর স্থানীয় কীর্তন সম্প্রদায় নিয়ে কীর্তন গান পরিবেশন করেন। মান মাথুর, বস্ত্রহরণ, কলঙ্কভঞ্জন, বিদ্যাবলী মিলন কৃষ্ণ যাত্রা

পালা গান রচনা করেন। সুরকার হিসাবে অসামান্য দক্ষ ছিলেন। সুরের জগতে এতই দক্ষতা ছিল যে একই গান বিভিন্ন সুরে একই সংগে পরিবেশন কালে শ্রোতারা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন। ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন সরল মিষ্টভাষী ও শিক্ষানুরাগী। তিনি তাঁর ছেলেদের উচ্চ শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করেন। সমাজসেবা ৺শচীনন্দন বাবু একজন সমাজসেবী হিসেবে নিজের পরিচয় রেখে গেছেন। গরীব দুঃখীর প্রতি ছিল তার অসামান্য ভালবাসা। বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হলেও তখনও সমাজে প্রসার হয়নি। শচীনন্দন বাবু নিজ বাল্য বিধবা ভাইঝির বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ফলে দীর্ঘদিন তাঁদের পরিবারকে সমাজে একঘরে হয়ে থাকতে হয়। তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ময়না থানায় আড়ং কিয়ারানা গ্রামে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন যার বর্তমান নাম আড়ং কিয়ারানা কৃষ্ণচন্দ্রদাস প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রূপকার হিসেবে তিনি পরিচিত। দাতা হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত চাঁদগেড়্যা গ্রাম নিবাসী প্রয়াত মহাদেব চন্দ্র দাস। [দঃ পূঃ রেলওয়ে দেউলটী ষ্টেশন সংলগ্ন] মহাদেব বাবুর বাবা প্রয়াত কৃষ্ণ চন্দ্র দাস মহাশয় কৃষ্ণ যাত্রাভিনয় শুনে এতই মুগ্ধ হন যে তিনি শচীনন্দন বাবুকে খুশীমত পুরস্কার প্রদানে অংগীকার করেন। ব্যক্তিগত পুরস্কার না চেয়ে শচীন বাবু তাঁর এলাকায় একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের ব্যয়ভার বহন করতে অনুরোধ জানান। ৺কৃষ্ণচন্দ্র বাবু লোকান্তরিত হওয়ার পর তাঁর পুত্র ৺মহাদেব বাবু ৩৫ হাজার টাকা দান করেন। ১৯৭৬ খৃঃ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি চালু হয়। উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রথম Medical Officer ডাঃ মাধবচন্দ্র দাস (ময়না) শচীনন্দন বাবুর অনুরোধেই তিনি কার্যভার গ্রহন করেন। উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনে শচীনন্দন বাবু একটি কবিতার মাধ্যমে তাঁর মনের আকুতি প্রকাশ করেছেন কবিতাটি নিম্নরূপ।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণলীলা হৃদয়ে ভাবিয়া। কৃষ্ণযাত্রা অভিনয় রচনা করিয়া॥
জেলাতে প্রদেশে আমি গেয়েছিনু গান। গানই আনিল বন্ধু এই মহাদান॥
ছিল মোর যত সাধ ছিল যত আশা। তব পদে সমর্পিনু সব ভালবাসা॥
যদি বন্ধু জন্ম দাও এ জন্মভূমিতে। দিও মোর কণ্ঠে সুর ভাষা বদনেতে॥
ভাল বেসে ছিনু আমি এই পৃথিবীরে। আশীর্বাদ কর সবে যেন আসি ফিরে॥

রেখোহে আমায় বন্ধু শ্রীপদে দুর্দ্দিনে। দিও দেখা লীলাময় লীলা অবসানে।

রচনা—৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩ সাল।

৭৫ বছর বয়সে শচীনন্দন বাবু সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। ওনার মৃত্যুর পর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একটি স্থানে দেশবাসী সমাধি দিয়েছেন এবং একটি স্মৃতি স্থাপন করেছেন।

—০—

শ্রীনীলকণ্ঠ দাস অধিকারী

কীর্ত্তণীয়া শ্রীনীলকণ্ঠ দাস অধিকারী আনুমানিক বাংলা সন ১৩০৩ সালে মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অন্তর্গত মোহাড় গ্রামে এক দরিদ্র বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন. পিতা ৺তারাপদ, গ্রামের একজন ভক্তি পরায়ণ ও সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। দারিদ্রতার মধ্যে থেকেও শৈশব থেকে শ্রীনীলকণ্ঠ শাস্ত্রীয় জ্ঞানান্বেষণে উৎসুক ছিলেন। স্থানীয় বৈষ্ণবিক পরিমণ্ডল ও পিতার সজ্জনশীলতা ঈশ্বরের নাম গানের শিক্ষালাভে, অনুপ্রানিত করে। নিজ প্রচেষ্টায় প্রথমে শ্রী খোল' অনুশীলনের মধ্যে সংগীত জগতে প্রবেশ ও পরে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' নাম গানে বিশেষ দক্ষতা ও প্রতিভার পরিচয় দেন। মেদিনীপুর জেলার প্রখ্যাত 'পঁচেটগড়' সাংগীতিক সংস্থার সংগে বহুদিন যুক্ত ছিলেন। 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গায়ক হিসাবে উক্ত সময়ে তাঁরই একমাত্র স্থানীয় পরিচিতি ছিল। সংগীতের উত্তরসূরী হিসাবে নিজ তিন পুত্র শ্রীমান গৌরহরি, কৃষ্ণপ্রসাদ ও নারায়ণকে কীর্ত্তন গানের শিক্ষা দান করেন। বাংলা সন ১৩৪৫ সালে মাঘী কৃষ্ণা সপ্তমীতে সজ্ঞানে নিত্যধামে গমন করেন।

—০—

শ্রীগৌরহরি দাস অধিকারী

কীর্ত্তণীয়া শ্রীগৌরহরি দাস অধিকারী মেদিনীপুর জেলার সবংথানার অন্তর্গত মোহাড় গ্রামের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে আনুমানিক বাংলা সন্ ১৩২৭ সালে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা বিখ্যাত 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল পালা কীর্ত্তণীয়া' শ্রীনীলকণ্ঠ ও মাতা সেবা পরায়না মাতঙ্গিনী দেবী।

পিতার সংগীত প্রতিভা ও শাস্ত্রীয় পরিচিতির মধ্যে থেকে আশৈশব সঙ্গীত শিক্ষার প্রতি ঝোঁক বেশী ছিল। বিদ্যালয়ের পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে পিতার সহিত বিভিন্ন আসরে সংগত ও কণ্ঠ সংগীতে সঙ্গদান তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম কুশলতার ভিত্তি। এছাড়া জন্মসূত্রে অপূর্ব মাধুর্য্যমণ্ডিত সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। নিজ জেলা ছাড়িয়ে বিভিন্ন জেলায় তাঁর সংগীত প্রতিভা ও ঈশ্বরনিষ্ঠার পরকাষ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর গানে আকৃষ্ট হয়ে বহু উচ্চশিক্ষিত ও চাকুরীজীবি তাঁর সংগীতিক শিষ্যত্ব লাভ করে প্রথিত যশা হয়েছেন।

বিশেষত তাঁর শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন পালাগান ও শেষ বয়সে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কথকথার বৈষ্ণবীয় মাধুর্যতা তাঁকে অমর করে রাখবে। তিনি ও তাঁর স্নেহ ধন্য ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ও শ্রীনরোত্তমের সম্মিলিত কীর্ত্তন দল মোহাড় গ্রামকে একটি বিশিষ্ট ঠিকানায় উত্তীর্ণ করিয়েছেন। তাঁর অগনিত শিষ্য ও তিন পুত্র এবং দুই কন্যা বর্ত্তমান রেখে স্ত্রী শ্রী শ্রীমতী বিমলা দেবীর অন্তর্ধানের অনতি বিলম্বে বাংলা সন্ ১৪০৩ সালের ৫ই ভাদ্র নিত্যধামে গমন করেন।

—•—

ব্রজেন পাঠক

(তথ্য পাঠিয়েছেন-শ্রীরঞ্জিৎ আচার্য)

প্রভুপাদ প্রানগোপাল গোস্বামী ব্রজেন পাঠককে ১৪-১৫ বৎসর বয়সের সময় গ্রেসষ্টিট কলিকাতা বুদ্ধকুণ্ডু মহাশয়ের বাড়িতে ডেকে কৃপা করে বললেন—তোমার বাড়ি নবদ্বীপে ; আমি বলছি তোমার মুখে পুনরায় গৌরলীলা কীর্ত্তন প্রথম তোমার মুখে শোনাবে। তার জন্য আমি তোমাকে

যতপারি সহানুভূতি করিব। এবং কৃপাকরে উনি নিজেই শেখালেন। নবদ্বীপে রামদাস বাবাজী মহারাজ ললিতা সখিমা বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ দাসজী বাবা মহারাজ এবং বৈষ্ণব মণ্ডলী, কাশীতে পণ্ডিত মণ্ডলী, পাবন, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল ও কলিকাতা তার মধ্যে কলিকাতা অনঙ্গমোহন হরিসভা। আসাম, উড়িষ্যা ত্রিপুরা রাজ্যে খুবই ভ্রমন করেছেন। গৌর গোবিন্দ ভক্তি পথে উন্মুখ করিয়াছিলেন গৌরলীলা কীর্তন অলৌকিক ভাবে নৃত্য ভক্ত গণের মধ্যে বোঝাতেন এই লীলার মাধ্যমে।

এই গৌরলীলামৃত বিনে কৃষ্ণলীলা আস্বাদন দুর্বল জীবনে যদি নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেও অদ্ভুত চৈতন্য চরিত কৃষ্ণে উপজয় পীরিত, বোঝায়ে রসের গীত, তার এই হয় হিত।, কৃষ্ণমিশ্র শাখা (অদ্বৈত বংশে আনন্দ গোপাল গোস্বামী (গুরু) ঘরে সে রাধামদন গোপাল সেবা করেছেন। ১৩৮৬ সন আশ্বিন মাসে দুর্গা ষষ্টির রাত্রি ১১টা ৩৫ মিঃ ১০ই অশ্বিন বৃহস্পতিবার গীতা নাম বলতে বলতে নৃত্যধামে গমন করেছেন। আজ তার কীর্ত্তনের সেই স্থান পূর্ণ হলনা। প্রভূপাদ প্রান গোপাল গোস্বামীর কৃপাপুষ্ট ঈশ্বর ব্রজেন্দ্র পাঠকের পারলৌকিক দিনে ভগবৎ, প্রভুপাদ কথা শুনিয়েছেন। প্রভুপাদ মদন গোপাল গোস্বামী ও শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় কীর্ত্তনিয়া গোপাল দাস বাবাজী ও উপস্থিত ছিলেন। একমাত্র পুত্র বিমল পাঠক বৌবাজার নবদ্বীপ।

—০—

শ্রীজগন্নাথ দাস গোস্বামী

জগন্নাথ দাস গোস্বামী গ্রাম— জোৎকানু পোঃ—খান বাজার জেলা— মেদিনীপুর। প্রায়—৮০।৮২ বৎসর বয়সে বাংলা ১৩৪৫ সালে ফাল্গুন মাসে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট হন অত্যন্ত যশের সহিত। প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর লীলাকীর্ত্তন করেছেন।

—০—

লীলা রসিক কৃষ্ণ প্রসাদ দেব অধিকারী

গ্রাম—আষাড়ী পোঃ—চবালহনা, জেলা—মেদিনীপুর। রামাইৎ বৈষ্ণব পরিবারে আবির্ভূত হন। পিতা সদয় দেব অধিকারী তিনি শীতলা মঙ্গল, শিবায়ন প্রভৃতি পাঁচালী গানের নাম করা গায়ক ছিলেন। ঐ সঙ্গে লীলা কীর্ত্তনও গান করতেন।

কৃষ্ণ প্রসাদ প্রথম জীবন হতে পিতার নিকট পাঁচালী গান শিক্ষা করে বহু আসরে যশের সহিত গান করেন। ডেবরা থানার চন্দনপুর গ্রামে শ্রীশ্রীশীতলা মাতার কৃপাদেশ পেয়ে সেখানেও অত্যন্ত যশের সহিত শীতলা মঙ্গল গান করে মায়ের কৃপালাভ করেন। অত্যন্ত দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতেন। প্রায় ৪৮। ৪৯ বছর বয়স হতে ধীরে ধীরে লীলা কীর্ত্তনে অনুরাগী হন। ঐ সময়ে উড়িষ্যা সম্বলপুরের বৈষ্ণব চরণ দাস বাবাজী প্রকাশিত পাঠক বাবাজী মহারাজের সান্নিধ্যে আসেন ও তাঁর অশেষ কৃপা লাভ করেন। এ ং লীলা রাজ্যে প্রবেশ লাভ করেন। ঐ সময় বয়স প্রায় ৫২ ৫৪ বৎসর হতে পারে। ঐ সময় হতে মাঝে মাঝে লীলা কীর্ত্তন করতেন। এমন কি সন্ধ্যা আরতি ও প্রভাতী স্মরণ কীর্ত্তন গান ও লীলা রসে ডুবে যেতেন। লীলা গ্রন্থ পাঠ ব লীলা কীর্ত্তন গানে এমনি তন্ময় হয়ে যেতেন তা প্রত্যেক শ্রোতা ও দর্শকের অনুভব হত। এই অবস্থা জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও যেন কোন অপ্রাকৃত লীলা দর্শন করতে করতে হাসিমুখে কোন অভিলাষিত লীলা রাজ্যে প্রবেশ করলেন। ঐ সময় তাঁর বয়ঃক্রম ৮৯ বৎসর।

তিনি বহু মন্ত্র শিষ্য ও অনুরাগী ভক্ত রেখে গেছেন। বাড়ীতে কুলদেবতা শ্রীশ্রীরঘুনাথের সেবা বিদ্যমান। তিনি অক্রোধ নিরভিমানী বিশুদ্ধ ভজন শীল ছিলেন।

— ০ —

প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া পঞ্চানন দাস

প্রায় ১০০শ বছর আগের কথা পঞ্চানন দাস প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। নদীয়া জেলায় নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত মুড়াগাছা ষ্টেশন নিকট ধর্মদা গ্রামে বাড়ী ছিলো, তিনি সব সময়ে ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। অশ্রুধারা এমনই বইত তুচোখের নীম্নভাগে স্পট পড়ে গিয়েছিল। আসরে যাবার আগে বাসাতে যখন তিলক করতে বসতেন তখন থেকেই নয়নাশ্রু বাহিত, ভালো কণ্ঠ ছিল না। কিন্তু ১১ জন দোহার বাজিয়ে আপত্তন গাইছে। মূল কীর্ত্তনীয়া পঞ্চানন দাস এখনো যাইনি, ওদের আপত্তনে আসর জমছে না অথচ ওদের প্রত্যেকের সুকণ্ঠ একমাত্র পঞ্চাননের গলায় সুর নেই, শ্রোতাগণ আকুল হয়ে বসে রইতেন কখন আসবেন কীর্ত্তনীয়া, যখন আসলেন চারিদিকে হরিধ্বনি, উলুধ্বনি, কীর্ত্তন জমে গেল। ধর্মদা হতে পায়ে হেঁটে গিয়ে সম্প্রদায় নিয়ে পূর্ববঙ্গে পরপর ১৩ বছর কীর্ত্তন করেছেন। ওর মধ্যে ১বছর শ্রোতাগণ আলোচনা করল প্রতি বছর। যামিনী মুখার্জীর খুব সুনাম শুনছি আনা হোক। যামিনী মুখার্জীকে আনা হল গান শোনা হল তৃপ্তি হল না শ্রোতাদের সকলের মুখে একই কথা আমাদের সেই পঞ্চানন দাসকেই চাই। ধর্মদার কিছু দূরে কাশিয়া জঙ্গা জমিদার বাড়ী শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গনেশ দাসকে আনা হয় কীর্ত্তন শুনে কেহ তৃপ্তি পাইনি। পঞ্চানন দাসের ডাক হল কীর্ত্তন শ্রবন করে স্বর্ণাঙ্গুরী পুরস্কার দিলেন জমিদার মহাশয়। পঞ্চানন দাসের মাত্র ২টি ছাত্র। ১জন খগেন ঘোষ বসিরহাট ২৪ পরগণা, আর একজন সূর্যকান্ত প্রামানিক ভেষোডাঙ্গা নদীয়া। কমলনগর বলে একটা গ্রামে কীর্ত্তন করতে গিয়ে ওলাওঠা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পঞ্চানন দাস কীর্ত্তনীয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

—o—

শ্রীবনমালী দাস গোস্বামী

গ্রাম— পাহাড়চক, পোঃ—ঝেঁতলা, থানা—কেশপুর, জেলা মেদিনীপুর। দীর্ঘ দিন অত্যন্ত যশের সহিত লীলা কীর্ত্তন করে প্রয়াত হন। (তাঁর জীবনী সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নাই)

শ্রীসুবল চন্দ্র দাস

গ্রাম+পোষ্ট— পাটনা জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ। প্রায় ৪০ বৎসর শ্রীশ্রীচৈতন্য মঙ্গল ও লীলা কীর্ত্তন গান করেন। ৬০ বৎসর বয়সে তিরোহিত হন। বেশ কিছু ছাত্রকে কীর্ত্তন শিক্ষা দান করেছেন।

শ্রীনিবাস দাস অধিকারী

গ্রাম—হরশঙ্করপুর পোঃ—কালিদান জেলা—মেদিনীপুর।
আনুমানিক ৩৫। ৪০ বৎসর লীলা কীর্ত্তন করেছেন। প্রায় ৬৫। ৭০ বৎসর বয়সে প্রয়াত হন। তিনি অত্যন্ত সুপণ্ডিত, সুগায়ক ও লীলাতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। প্রতি আসরে শত শত শ্রোতা উপস্থিত হয়ে তাঁর সুমধুর লীলা কীর্ত্তন শ্রবন করে পরমানন্দ লাভ করতেন।

—০—

॰ মনোহর শাহী ঘরানা বিষয়ক বিবরণ ॰

(শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী'

(১৪১০—১৯১০) গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত)

'ঘটকালী' হলো পদাবলী কীর্ত্তনের রসপুষ্টি কারক কথার যোজনা। এই ঘরানার প্রথম প্রবর্তক শিল্পী হলেন শ্রীনিবাস আচার্য্য। কারও কারও মতে মুর্শিদাবাদের মনোহর দাস নামক এক কীর্ত্তনীয়ার নামানুসারে এই মনোহরশাহী ঘরানার নামকরণ হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের মতে মনোহর দাসই এই ঘরানার প্রবর্তক। 'খেতুরী' উৎসবের বর্ণনায় শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে শ্রীখোলসঙ্গতকার ছিলেন গৌরাঙ্গ দাস। এই ঘরানার অন্যান্য কীর্তনীয়াদের মধ্যে ছিলেন মুনিয়াডিহি নিবাসী যাদব ধর, রাধাশ্যাম কুণ্ডু. বিখ্যাত মৃদঙ্গ বাদক মুনিয়াডিহির বৈষ্ণবচরণ দত্ত, পাঁচথুপী নিবাসী চন্দ্রজী, রামগোপাল আচার্য্য, শ্রীহট্ট নিবাসী নবীন মণ্ডল, লাঙ্গারপাড়া নিবাসী বিষ্ণু দাস, চৌকি-গ্রাম নিবাসী বিপিন দাস, বড়োয়া নিবাসী সুরেন আচার্য, স্বর্ণহাটী নিবাসী শচীনন্দন ঘোষ, রাইগ্রাম নিবাসী রাধাকিশোর গোস্বামী, খড়গ্রাম নিবাসী যমুনা ঘোষাল এবং শ্রীখোলের সঙ্গতকার হিসাবে কান্দী নিবাসী গোষ্ঠ চুনাড়ী ও ভোলানাথ চুনাড়ী, বালুট নিবাসী শরৎ দাস, মুনিয়াডিহির রামরঞ্জন কুণ্ডু যশোদানন্দন কুণ্ডু, যমুনাবিহারী দাস, কালীদাস পরামানিক, কুড়চে গ্রাম নিবাসী ভূষণ দাস, গোপালনগর নিবাসী ভুজঙ্গভূষণ দাস, স্বর্ণহাটী নিবাসী রাধাশ্যাম গোস্বামী, বহরমপুর নিবাসী নিত্যানন্দ গোস্বামী, চোকী নিবাসী বীরুদাস, বড়ুয়া নিবাসী মাখন দাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতকে এই মনোহর শাহী ঘরাণাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন কীর্তনীয়া পঞ্চানন দাস, নন্দকিশোর দাস, শান্তি মণ্ডল, তিনকড়ি দত্ত প্রমুখ কীর্ত্তনীয়ারা।

॥ প্রবীন কীর্ত্তনীয়াগণের পরিচিত ॥

মনোহর শাহী ঘরনার কীর্ত্তনীয়া

তিনকড়ি দত্ত

মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত কান্দী মহকুমার অন্তর্গত বড়এঞা থানার অধীন বড়এঞা গ্রামনিবাসী স্বনামধন্য পুরুষ মাননীয় শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দত্ত মহাশয় আমার বিশেষ পরিচিত। তিনি নানাবিধ কর্ম্মের সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন বিশেষ কর্ম্মী। তাঁহার মাতৃকুল এবং পিতৃকুল বিশেষ বৈষ্ণব ভাবানুরাগী। বড়ই দুঃখের বিষয় পাঁচমাস মাতৃজঠরে থাকাকালীন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি ১-৬-১৯২২ খৃঃ জন্মগ্রহন করেন হরিনাম সংকীর্ত্তন মুখর সন্ধ্যার এক শুভলগ্নে।

যদিও জন্মাবধি অর্থকরী দারিদ্র ছিল তাঁহার জীবনসঙ্গী, তবুও কঠোর পরিশ্রমী, কর্ত্তব্য পরায়ন দূরদর্শিনী স্নেহধন্যা মাতার ব্যবস্থাপনায়, জীবনের উন্নতির পথে অগ্রগামী হওয়ার পথে কখনও তাঁহাকে আঘাত পাইতে হয় নাই। মাতার স্নেহাচ্ছাদিত কঠোর শাসনধারা তাঁহাকে করিয়াছিল অক্লান্তকর্ম্মী এবং উদ্দীপনাময়। মাতার এবং অন্যান্য গুরুজনগণের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ সর্ব্বোপরি পরমেশ্বরের কৃপা তাঁহাকে সর্ব্বকার্য্যে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছে।

তিনি ১৯৪০ খৃঃ ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৪১ খৃঃ প্রাইমারী ট্রেনিং পাশ করিয়া ১৯৪২ খৃঃ প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। সুনামের সহিত শিক্ষকতাকার্য্য করিয়াও ভাগ্যবিড়ম্বনায় ওই কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। তখন তিনি নানাবিধ কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া সংসার পরিচালনায় ব্যস্ত থাকেন। পরে ১৯৫৫ খৃঃ প্রাইমারী স্কুলে পুনরায় শিক্ষকতার কাজ পান। ১৯৫৭ খৃঃ আই, এ, এবং ১৯৬১ খৃঃ রাষ্ট্রভাষায় কোবিদ পাশ করিয়া ১৯৬২ খৃঃ পাঁচথুপী ত্রৈলোক্যনাথ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন।

পরে উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের উৎসাহে ১৯৬৩ খৃঃ বি, এ, পাশ করেন এবং ১৯৬৬/৬৭ খৃঃ বাণীপুর ট্রেনিং কলেজ হইতে পি, জি, বি, টি পাশ করিয়া সুনামের সহিত ৩১-৫-৮৭ খৃঃ পর্যন্ত শিক্ষকতার কার্য্য করেন।

বর্ত্তমানে তিনি অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক হিসাবে দিনাতিপাত করিতেছেন। এই হইল তাঁহার সাধরণ শিক্ষার এবং কর্মজীবনের পরিচয়।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পর কর্মজীবনের পাশাপাশি তাঁহার কীর্ত্তন গান শিক্ষার ও আলোচনার প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। পাড়ার ঠাকুর বাড়ীতে আরতি-কীর্ত্তনের মাধ্যমে তাহার কীর্ত্তনগান শিক্ষার সূত্রপাত। পরে বিভিন্ন কীর্ত্তনীয়ার নিকট কীর্ত্তনগানের মনোহর শাহী ঘরানার বিভিন্ন তালমান ও পদাবলী আয়ত্ত করেন। প্রথম গুরু বড়গ্রা নিবাসী ৺গোপীরমণ আচার্য্য মহাশয়। তারপর একস্বা গ্রাম নিবাসী ৺গোকুলচন্দ্র সাহা মহাশয়ের নিকট রসকীর্ত্তনের মনোহর শাহী ঘরানার কতকগুলি বিশিষ্ট বড়তালের এবং মধ্যম ও ছোট তালের গান সমন্বয়ে কয়েকটি পালাকীর্ত্তন আয়ত্ত করেন। উনার নিকটেই রসকীর্ত্তনের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। পরে বড়গ্রা নিবাসী ৺দেবনারায়ন আচার্য্য মহাশয়ের নিকট উক্ত ঘরানার গান সমন্বিত দান লীলা পালা এবং আরও অনেক বিশিষ্ট গান আয়ত্ত করেন। ৺ধর্ম্মদাস দালাল মহাশয় ও ৺মুরারীদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট উক্ত ঘরানার গান শিক্ষা করেন। বড়গ্রা নিবাসী ৺পঞ্চানন দাস কোনাই এর সাহচর্যে কয়েকটি মনোহর শাহী গানের রাগিনী ও গান আয়ত্ত করেন। সর্ব্বশেষে খড়গ্রাম নিবাসী ৺বনবিহারী ঘোষাল মহাশয়ের নিকট উক্ত ঘরানার কয়েকটি বিশেষ গান শিক্ষা করেন যে গানগুলি কীর্ত্তন গায়কগণের সমাজে আয়ত্ত নাই বলিয়াই মনে হয়। এইভাবে তিনি পাঁচফুলে সাজি পূর্ণ করিয়াছেন।

মায়ের নিষেধ থাকায় মাননীয় দত্ত মহাশয় কীর্ত্তন গানকে বৃত্তিমূলক করিতে সক্ষম হন নাই। তবুও বিশেষ অনুরোধে বিশেষ বিশেষ স্থানে কীর্ত্তনগান পরিবেশন করিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গের যথেষ্ঠ আনন্দদান করেন। ১৯৬৭ খৃঃ পাটনার বাঁকীপুর হরিসভাতে পাঁচপালা কীর্ত্তনগান বড় তালের সমন্বয়ে করিয়া তিনি ভক্তসমাজে যথেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন। (উক্ত প্রশংসা

পত্রের জেরক্স কপি দেওয়া হইল)। তাহা ছাড়া গ্রামের সন্নিকটে ও দূরে বহুস্থানে সম্প্রদায় লইয়া গান করিয়া যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। উক্ত পাটনার বাঁকীপুর হরিবাসরের বিশেষ ভক্ত ও পরিচালক মাননীয় "বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় একটি প্রসংসা পত্র লিখিয়া পাঁচশত বৎসরের পদাবলী গ্রন্থ দান করেন। প্রশংসা পত্রটি কী এইরূপ—"কীর্ত্তনের বিশুদ্ধিরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মধুকণ্ঠ কীর্ত্তন বিশারদ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দত্তের করকমলে। স্বাঃ বিমানবিহারী মজুমদার। ২১-৬-৬৭ গান করার তাঁহার প্রাপ্য অংশ তিনি বড়গ্রা গ্রামের হরিবাসরে দান করেন।

১৩৯৯ সালে, ১৪০০ সালে ও ১৪০৩ সালে শ্রীপাট ঝামটপুরে নিত্যসিদ্ধ গৌরকৃষ্ণ পার্ষদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব মহোৎসবে অধিবাস কীর্ত্তন ও সূচক কীর্ত্তন পরিবেশন করিয়া তিনি যারপরনাই সম্মান লাভ করিয়াছেন। গানের পরিবেশনে মনোহরশাহী বড় তালের গানগুলি প্রধান অঙ্গ তাহা ছাড়া ঐ প্রসঙ্গে ভক্তি তত্ত্বের পরিবেশন মাননীয় দত্ত মহাশয়ের আর একটি গুনের পরিচয় হইল—কোন গীতরত্নাবলীতে বা পদের গ্রন্থে যে পালা কীর্ত্তনগুলি নাই, তাহার তিনি রচয়িতা যেমন— দামবন্ধন, মৃত্তিকাভক্ষন, কালীয় দমন, সম্পূর্ণ তাঁহার রচিত। তাহা ছাড়া কৃষ্ণকালী, রাধার কলঙ্ক ভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণের মান দুই পালাতে। কৃষ্ণকালীতে একখানি পদ, রাধার কলঙ্কভঞ্জনে তিনখানি পদ। শ্রীকৃষ্ণের মানে প্রথম পালায় দুই খানি এবং দ্বিতীয় পালায় দুইখানি পদ অন্য পদ কর্ত্তার। তাঁহার বংশ হরিদত্ত নামের পরিচয়ে অনেক পদ লেখা আছে। তাঁহার জ্ঞাত বিশেষবিশেষ মনোহরশাহী ঘরানার গানের অবলম্বনে তিনি বাইশ পালা গান 'ক্যাসেটে' সংরক্ষন করিয়াছেন। কৃষ্ণকালী পালা ব্যতীত একুশ পালা কীর্ত্তন তিন ঘণ্টা করিয়া গীত হইবে। এই বাইশ পালা গান ব্যতীত আরও কয়েকটি পালা কীর্ত্তন তাঁহার জানা আছে। তাহা 'ক্যাসেটে' তোলা হয় নাই।

মাননীয় শ্রীতিনকড়ি দত্ত মহাশয় যে বিংশ শতকে মনোহর শাহি ঘরানার গানের ধারক হিসাবে এখন ও বাঁচিয়া আছেন তাঁহার প্রমান শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন স্বরলিপি গ্রন্থে আছে। উক্ত গ্রন্থের সম্পাদনা করেন অধ্যাপক বুদ্ধদেব রায় (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) এবং স্বরলিপি ও সংকলন করেন

শ্রীব্রজরাখাল দাস (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমানটি এই "বিংশ শতকে এই মনোহরশাহী ঘরনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন কীর্ত্তনীয়া পঞ্চানন দাস, নন্দকিশোর দাস, শান্তি মণ্ডল, তিনকড়ি দত্ত প্রমুখ কীর্ত্তনীয়ারা।"

পরিবেশক—শ্রীলক্ষ্মী নারায়ন পাল, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক উঃ মাঃ বিদ্যালয়, গ্রাম—চৌকী ॥ পোঃ—নবদূর্গা ॥ জেলা—মুর্শিদাবাদ।

—•—

কীর্ত্তনীয়া শ্রীম্যানিক চাঁদ মিত্র ঠাকুর

কীর্ত্তন জগতের প্রানকেন্দ্র ময়নাডালের কেনারাম মিত্র ঠাকুরের দুই পুত্র। নবনীধর ও শশধর। ময়নডালের মনোহরশাহী কীর্ত্তন ও বাজনার বোল স্রষ্টা শ্রীনৃসিংহ বল্লভ মিত্র ঠাকুর হচ্ছেন প্রথম পুরুষ। আমার পিতা নবনীধর মিশ্র ঠাকুর বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া এবং ইনি কীর্ত্তন সম্প্রদা গঠন প্রথমে করিয়া দেশবিদেশে কীর্ত্তন করেন। পরে খুল্লতাত মৃদঙ্গ বিশারদ এবং কীর্ত্তন বিশারদ শশধর মিত্রঠাকুর ময়নাডালের কীর্ত্তন সুপ্রচার ও সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কীর্ত্তন এথানেপাঁচ শতাধিক বর্ষ। কিন্তু বড় বড় ওস্তাদ তারা বাহিরে যেতন না। অর্থাৎপূর্ব্ব পুরুষরা কোন প্রচার বা প্রতিষ্ঠা লাভ হইতে বিরত থাকিতেন। আমার পিতা সপ্তম পুরুষ। জন্ম ১৩৩৬ সালের শিব চতুর্দ্দশীতে। আমি ১৪ বৎসর বয়স হইতে আমার খুল্লতাত কীর্ত্তনীয়া শশধর মিত্র ঠাকুর মহাশয়ের কীর্ত্তন সম্প্রদায়ে ভুক্ত হইয়া দেশে বিদেশে কীর্ত্তনে ঘুরে বেড়াই এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় কীর্ত্তনীয়া বংশের ছেলে ১৭ বৎসর বয়সে নিজে কীর্ত্তন সম্প্রদা করিয়া দেশে বিদেশে আজ ৬৭ বৎসর বয়স এখন ও প্রভুর কৃপায় অক্লেশে কীর্ত্তন করিতেছি।

পিতা নবনীধর মিত্র ঠাকুরের জন্ম ১৩০০ সালে এবং কাকা ঠাকুর ও কীর্ত্তন শিক্ষা গুরু শশধর মিত্র ঠাকুরের জন্ম ১৩০৩ সালে। আমরে পিতা অল্পবয়সে প্রভুর চরণে চির আশ্রয় গ্রহন করেন। আমার কাকা ঠাকুর ১৩৭২ সালে প্রভুর চরণে চির আশ্রয় গ্রহন করিয়াছেন।

ময়নাডালে এই মিত্র ঠাকুর বংশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সদা ব্রত সেবা দৈনিক সাড়ে বার কেজি সিদ্ধ চাউলের অন্ন ভোগ হয়। অভ্যাগত বৈষ্ণব যাঁরা আসেন তারা যতদিন থাকেন তাঁদের সব কিছু থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। নবদ্বীপ বৃন্দাবন ধাম থেকে শ্রীবৈষ্ণবরা এখানে গান শিক্ষার জন্য এসে বৎসরাধিক কাল থেকে গেছেন। গান বাজনা শিক্ষা করে গেছে তখন অখণ্ড ভারতে খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর জেলা আমরা ছোট বেলায় তাঁদের শিক্ষা করতে দেখেছি। অতএব মনোহর শাহী গান শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ময়নাডাল এবং এই কেন্দ্রে কীর্ত্তন শিক্ষা দিবার যোগ্যতা আমারই আছে। গোবিন্দ গোপাল মিত্রঠাকুর দাদা এবং আরো একজন বংশের সকলের কাকা তিনি, তাঁরা লিখিত ভাবে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন আমাকে।

—•—

কীর্ত্তণীয়া শ্রীঠাকুর দাস আচার্য্য

আমার নাম শ্রীঠাকুরদাস আচার্য্য, গ্রাম—কৃষ্ণপুর, পোঃ—চুড়র জেলা—বীরভূম, পিন নং ৭৩১১৩৩।

আমার সঙ্গীত জীবন প্রথম শুরু হয় আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা শ্রীফণীভূষণ আচার্য্য মহাশয়ের কাছ থেকে। আমার পিতা খুবই সঙ্গীত অনুরাগী ছিলেন। তবে ছিলেন বললে ভুল হয়। বর্ত্তমানেও তিনি সঙ্গীতের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। তাছাড়া মাঝে মাঝে আমাকে কীর্ত্তনগানের ব্যাপারে নানান তথ্য বা সঙ্গীতের দিক দিয়েও নানান পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

আমার ছোট বেলার কথা যখন থেকে মনে পড়ে তখন কত বয়স ছিল তা সঠিক ভাবে না জানাতে পারলেও আনুমানিক ৫। ৬ বৎসর হবে। তখন আমার পিতা আমাকে হারমোনিয়ামের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাবার চেষ্টা করাতেন আর সেই সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে আমারও একটা নিবিড় ভালবাসা জন্মে যায়। তারপরে আবার যেখানে কোন যন্ত্রের সুর আমার কানের মধ্যে এসে যেত আমি সেইখানে চুপ করে রইতাম। আবার হয়তো কোন কোন বয়ঃ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা বাড়ী যা বলে তাড়িয়ে দিতেন তবু আমি বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সঙ্গীতের সুর কান পেতে শুনতাম। আবার

কেউ হয়তো ভালবেসে কাছে বসিয়ে বলতেন তুই একটা যেমন পারিস্ গান কর আমি হারমোনিয়াম বাজাচ্ছি, আমি তখন বাবার গাওয়া গান খালি গলায় অর্থাৎ বিনা হারমোনিয়ামে গাইতে শুরু করতাম। তখন আমার বয়স ৯। ১০ বৎসর হবে। আরেক ব্যাপার সেই সময় আমার পিতা যাত্রার বই লিখতেন এবং নানা স্থানে মঞ্চস্থ করেছেন। এবং সমস্ত যাত্রায় আমাকে সর্ব কনিষ্ঠ ভূমিকার আসরে গানও করাতেন। তারপর আমার পিতার একজন বন্ধু ছিলেন সঙ্গীত জগতের ওস্তাদ। তাঁর সঙ্গে পিতা সঙ্গীত চর্চ্চা করতেন, তাঁর নাম ছিল স্বর্গীয় ৺কালিপদ রায়। তার জন্মভূমি ছিল বাঁকুড়া জেলার ছাঁদার সন্নিকট কুশ্মা গ্রামে। তিনি একজন নাম করা কীর্ত্তনগানের শিল্পী ছিলেন। আমাকে তখন আমার পিতা তার হাতে তুলে দিলেন এবং তখন থেকে আরও সঙ্গীত জগতের সঙ্গে আরও নিবিড় সম্পর্ক বেঁধে গেল। এবং সেইদিন থেকে মনের বীনায় বেজে উঠে সঙ্গীতের অনুরাগ। তাই এই সঙ্গীত জগতে উনিকে শুধু গুরুদেব বললে আমার অপরাধ হবে। তিনি আমাকে সন্তানের মতো ভালবাসতেন। এইভাবে চলতে থাকে আমার সঙ্গীত জীবন, আরেক দিকে জীবনের অমূল্য সম্পদ লেখাপড়া।

—ঃ এবার আমি কি করে কীর্ত্তন জগতে প্রবেশ করলাম ঃ—

আমার গুরুদেবের কাছে মাঝে মাঝে মানিকদার (কীর্ত্তনীয়া মানিক চাঁদ মিশ্রঠাকুর) খুব প্রশংসা করতেন এবং তার সঙ্গে কীর্ত্তনের সহযোগী শিল্পী হিসাবে খুবই খ্যাতি অর্জন করে ছিলেন। তারপর আমি ইং ১৯৭০ সালে হাইয়ার সেকেণ্ডারী পাশ করি। বয়স তখন ১৭ বছর মত। আমার গুরুদেব ৺কালীপদ রায় একদিন কীর্ত্তনের একটা পদ আমাকে শোনাছিলেন এবং তার সাথে সাথে কণ্ঠ মিশিয়ে নির্দেশ দিতে লাগলেন, এবং বার বার বাহবা দিয়ে আমার মনকে উৎসাহ দিতে লাগলেন, সেটা আমার খুবই মনে পড়ে। হঠাৎ উনি একদিন বলে উঠলেন, চল তোকে কাল আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় ? তিনি বললেন মানিকবাবুর সঙ্গে কীর্ত্তন গান করার জন্য। তিনি বাবাকেও বললেন, বাবা কিন্তু খুশী হয়ে রাজী হয়ে গেলেন। তারপর আমি আমার গুরুদেবকে স্মরণ করে কীর্ত্তন জগতে প্রবেশ করলাম। এবং ধীরে ধীরে যখন আমার বয়স বাড়তে থাকলো

কীর্ত্তনের প্রতি আমার অনুরাগ ততই বাড়তে লাগলো, কিন্তু অন্যান্য গানের চর্চ্চা একটু কম হয়ে গেল। একদিকে আমার পিতার শুভ কামনায়, অপর দিকে গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে এবং ভগবানের অভয় দানে শ্রোতাদের কাছ থেকে খুবই সুখ্যাতি অর্জন করতে লাগলাম। এমন কি অনেক বার কোন কোন কীর্ত্তন অনুষ্ঠানে আমি একক পদাবলী শুনিয়েছিলাম। তাছাড়া আরও কীর্ত্তণীয়া ২।১ জনের সঙ্গে হারমোনিয়াম সহ কণ্ঠ সঙ্গীতেও সহযোগীতা করেছি।

তারপর সবচেয়ে বেশী স্মরণীয় ঘটনা আমার রেডিও শোনার খুবই নেশা ছিল, রেডিওতে আমি কীর্ত্তন এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত খুব বেশী করে শুনতাম। এবং রেডিওতে কীর্ত্তন শুনে আমার মনে হতো আমিও এই রকম পদাবলী কীর্ত্তন নিশ্চয় গাইতে পারবো। তাছাড়া অনেকে বলতেন, আপনি বেতারে ওডিশন্ দেন, পাশ করে যাবেন। দুঃখের বিষয় আমাকে তখন ওডিশনের ব্যাপারে পরামর্শ দেবার মত কেহ ছিল না। যাই হোক কোন ক্রমে আমি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে ১৯৭৬ সালে ফরমের জন্য আবেদন করলাম। ফরমও পেলাম এবং ঠিক মত ফরমও পুরন করে পাঠালাম, এবং কয়েক মাস পরে ওডিশনের ডাক পেলাম। কিন্তু আমার আশা ব্যর্থ হয়ে গেল। আমি হেরে গেলাম। আবার আমি ৬ মাস পর ফরমের জন্য আবেদন করলাম এবং যথারিতী ফরম পূরণ করে পাঠালাম। আবার ওডিশনের ডাক এল। খুবই আনন্দের কথা, B—gread এর শিল্পী হিসাবে গন্য হলাম এবং ১৯৭৯ সালে বেতারে কীর্ত্তন গান অনুষ্ঠান করার জন্য সুযোগ পেলাম। ১৯৮৪ সালে সেন্টাল মিউজিক ইউনিট কর্ত্তৃক B—High gread পেয়েছিলাম কীর্ত্তনের।

১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত আমি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে নিয়মিত একজন কীর্ত্তনের কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী ছিলাম। রেডিও ছাড়া আমি দূরদর্শন কেন্দ্র কলকাতা থেকে সরাসরি অনুষ্ঠান করেছি। সঙ্গীত জগতে আমার আরেক ধাপ। আকাশবাণীতে গান করার সুযোগ পাবার পর আমার কণ্ঠ তৈরী বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ব্যাপারে আরও আগ্রহ বেড়ে গেল। এবং রানীগঞ্জ "রাধা রমন মিউজিক্" কলেজে ভর্তি হয়ে ওখান থেকে সঙ্গীতের

শিক্ষক মহাশয় মাননীয় বৈদ্যনাথ দে মহাশয়ের কাছ থেকে পুরোপুরি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নিতে থাকি, এবং ঐ কলেজ থেকে সঙ্গীত বিশারদ (লক্ষ্ণৌ) উপাধি লাভ করি। এ ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন।

যদি ও অনেক দিন থেকে কীর্ত্তনগান পরিবেশন করছি, তথাপি এবার নিজের সহযোগী শিল্পী নিয়ে আমি একটি সংস্থা তৈরী করলাম। আমার মায়ের নাম শ্রীমতি ত্রিগুনা আচার্য্য। তাই ঐ সংস্থার নাম দিলাম "ত্রিগুনা কীর্ত্তন সম্প্রদায়।"

১৯৮০ সাল থেকে আমি বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কীর্ত্তন পরিবেশন করছি, এবং সকলের প্রচেষ্টায় ও গুরুদেবের কৃপায় যথেষ্ঠ ভালবাসা পাচ্ছি। বর্ত্তমান আমার বয়স ৪৪ বৎসর (চুয়াল্লিশ) বৎসরের মত।

তবে একটা কথা কীর্ত্তন-গানের ব্যাপারে কতদূর অগ্রসর হতে পারছি সে সে বিষয়ে বোঝবার মত ক্ষমতা আমার নাই. কিন্তু যাদের প্রচেষ্টায়, যাদের কৃপায়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কীর্ত্তন পরিবেশন করে যেটুকু সুখ্যাতি বা ভালবাসা পাচ্ছি তাদের কাছে আমিচিরকৃতজ্ঞ থাকবো—।

স্বাঃ

ঠাকুর দাস আচার্য্য গ্রাম — কৃষ্ণপুর ডাকঘর—চূড়র

জেলা—বীরভূম পিন—৭৩১১৩৩।

—৹—

কীর্ত্তনীয়া শ্রীসত্য সাধন দাস বৈরাগ্য (কীর্ত্তন রাজ)

জন্ম ১৩৫১ সাল ২১শে আষাঢ় ১০ বৎসর বয়স হইতে রাধারমন কর্ম্মকার মহাশয়ের শিষ দোহার কানাই দাস অন্ধ ও দোহার শরৎ চন্দ্র কয়াল মহাশয়ের কাছ হইতে প্রথম কীর্ত্তন অধ্যায়ন করি এবং কিছুদিন কীর্ত্তনীয়া রাধারমন কর্ম্মকার মহাশয়ের সঙ্গে দোহারী করি। এবং কিছু কিছু বড় তালের গান অধ্যয়ন করি। পরে কীর্ত্তন সম্রাট হরিদাস কর মহাশয়ের কাছে কিছুদিন

কীর্ত্তন শিক্ষা লাভ করি। এবং হরিদাস কর মহাশয়ের কৃপায় শ্রীখণ্ডবাসী গৌরগুনানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গ লাভ করি এবং কীর্ত্তন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি।

১৩৭০ সালে নন্দকিশোর দাস মহাশয়ের কীর্ত্তন স্কুলে অধ্যায়ন করি সেই সময় স্কুলের অধ্যাপক ছিলেন বেলডাঙ্গা নিবাসী কীর্ত্তনীয়া রাধাশ্যাম দাস মহাশয়। ১৯৭৫ সালে রাধাশ্যাম দাসের কনিষ্ঠা কন্যা ললিতা দাসীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে জড়িত হয়ে রাধাশ্যাম দাসের নিকট হইতেই কীর্ত্তন সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে শিক্ষা লাভ করি, ১৩৬৫ সাল হইতে কীর্ত্তন সম্প্রদায় নিজে গঠিত করে লীলা কীর্ত্তন করতে আরম্ভ করি। মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর নিবাসী পঞ্চানন দাস মহাশয়ের কাছ হইতে কিছু শিক্ষা লাভ করি ১৩৯০ সালে দঃ ২৪ পরগণার সোনারপুর নিবাসী কীর্ত্তনীয়া রাধানাথ অধিকারী মহাশয়ের কাছ হইতে বহুপদ এবং কীর্ত্তন পর্ব সংগ্রহ করি। এখন লীলা কীর্ত্তন করছি মৃদঙ্গ বাদক আছে মুর্শিদাবাদ জেলার আমলা নিবাসী জগন্নাথ দে মহাশয়ের কৃপা ধন্য ছাত্র শ্রীনৃসিংহ মুরারী দাস বৈরাগ্য।

ঠিকানা—

শ্রীসত্য সাধন দাস বৈরাগ্য পোঃ—পলাশী পাড়া জেলা—নদীয়া

পিন—৭৪১১৫৫।

—•—

শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ অধিকারী

আত্মজীবনী :— গুরু গৌরি বৈষ্ণব পদে লইয়ে শরণ।
জীবন বারতা মোর করি নিবেদন॥

বাংলা সন ১৩৩৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অন্তর্গত মোহার গ্রামে আমার জন্ম। মায়ের মুখে শুনেছি আমার পিতা ঠাকুর শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল লীলা কীর্ত্তন গানে অন্যত্র অবস্থানকালে আমার জন্ম সংবাদ পেয়ে নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণদাস।

পিতা নীলকণ্ঠ মাতা মাতঙ্গীনি।
কনিষ্ঠ নারায়ণ জ্যেষ্ঠ গৌর নামী॥

৮ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হলে মাতা দারিদ্রের কারণে সবং থানার (জেলা—মেদিনীপুর) বাগুল্যা গ্রামে স্বীয় পিত্রালয়ে ভ্রাতৃদ্বয়ের অধীনে রেখে আসেন। সেখানেই বাল্য, শৈশব ও অধ্যয়ন জীবন অতিবাহিত হয়। সন ১৩৫১ সালে বালক সংগীত নামক "শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ লীলা গান" যাত্রা দলে পরে নাট্যাভিনয় ইত্যাদিতে যুক্ত হই। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মানসিক পরিতৃপ্তির আশায় সন ১৩৫৫ সালে নাম কীর্ত্তন শিক্ষার জন্য পিতার অবর্ত্তমানে তারই প্রিয় লব্ধ প্রতিষ্ঠ শিষ্যদের সংগে মিলিত হই। কিন্তু তাঁদের অমানুষিক আচরনে ব্যথিত হয়ে শীঘ্র তাঁদের সঙ্গ পরিত্যাগ করি এবং মনের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণের তীব্র অকুলতায় অস্থির চিত্ত হই। অভিমানে স্বর্গগত পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে বলি "বাবা তোমার শিক্ষায় যারা আজ প্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তণীয়া তারাই আজ তোমার ছেলেকে উপহাস করে শিক্ষা দানে বঞ্চনা করে।" ঠিক এই সময় আমার চিদাকাশে অহোরাত্র কীর্ত্তনগানে সিদ্ধ হস্ত স্বর্গগত পিতৃদেবের অশরিরী স্পর্শ অনুভব করলাম। আমার নিয়ত মনে হলো আমি যেন নিশীথ স্বপ্নে তার কাছে তাল, লয়, তান সিদ্ধান্ত যা কিছু সবই পাচ্ছি তিনিও অকৃপন হস্তে আমায় সব দান করছেন, বাস্তবেও তাই ঘটল অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর করুণার প্রকাশ ঘটতে লাগল। সেই সৌভাগ্যে সুধীজনের কৃপা ও শাস্ত্র পাঠের সুযোগ সবই পেলাম। আর কিছুতেই অভাব বোধ হলো না।

পরম দয়াল পতিত পাবনাবতার শ্রীগৌরহরির কৃপায় ও স্বপ্নাদিষ্ট পিতৃশক্তির প্রভাবে এ পর্যন্ত শ্রীগৌরগোবিন্দ লীলা বিষয়ক নানা কীর্ত্তন পরম পরিতৃপ্তিতে স্থান হতে স্থানান্তরে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে জেলা হতে জেলায় জেলায় মেলা হতে সাগর সঙ্গম অবধি পরিবেশন করেছি। এমন কি প্রান গৌরসুন্দরের আবির্ভাব ভূমি শ্রীবাস অঙ্গনেও এ দীনদাসকে কীর্ত্তনের জন্য কৃপা করেছেন। বলতে বাধা নেই পালা কীর্ত্তন গান চলাকালীন অনেক অলৌকিক দৃশ্য দর্শনধন্য এই গৌরগোবিন্দ বৈষ্ণব কৃপা কণা দানে এ দীন কৃষ্ণদাস আজও জন সমাদৃত। অধীন শয়নে স্বপনে জাগরণে জানে এ সবই তাঁরই লীলা অন্তপী পরম দয়াল এ দীনকে গৃহাশ্রমে বন্দী না করে গৌর-গোবিন্দ লীলা কীর্ত্তনে নিয়োজিত রেখেছেন।

উল্লেখ্য বৈষ্ণব দাসানুদাসের বাংলা সন ১৪০১ সালের রথযাত্রায় "রামীচণ্ডীদাস ও শঙ্করদেবের শিষ্যলাভ" পালা কীর্তন নামক পুস্তক প্রকাশ এবং পরবর্তী কালে "অভিরাম গোস্বামীর কৃষ্ণনগরকে খানকুল কৃষ্ণনগর নামে অভিহিত" শীর্ষক গীতমঞ্জরী পুস্তক প্রকাশ প্রয়াশ তাঁরই ইচ্ছাধীন।

—০—

শ্রীমৎ রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুপাদ

বাংলা ১৩৬৫ সালে পূণ্য রথযাত্রা দিনে তিনি ধরাধামে জন্ম গ্রহন করেন। তারপিতৃদেব স্বনামধন্য বৈষ্ণব আচার্য্য বিষ্ণুপদ শ্রীশ্রীধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রভু মাতার নাম হল শ্রীমতী বেলা দেবী। পূণ্য নিত্যানন্দ প্রভুর বংশে জন্মহল ত্রয়োদশ পুরুষ রূপে, নামরাখাহল "রঘুনাথ" এই বালক রঘুনাথ পড়াশোনার মধ্যে উপনয়ন, দীক্ষা, ও সাধন ভজন, বৈষ্ণবীয় তীর্থপর্যটন, কীর্ত্তন গান করতে আরম্ভ করলেন। গায়ক শ্রীসনৎ সিংহ বেতার শিল্পী রথীন ঘোষ, কানাই বন্দ্যোপাধায় অমিয় গোপাল দাস, গীতরত্ন, শশধর অধিকারী, নন্দকিশোর দাস, গোপাল দাস বাবাজী, রামকৃষ্ণ দাস, কাটোয়া নিবাসী ও ভারত বর্ষের যত যত কীর্ত্তনীয়াগন রঘুনাথ প্রভুকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দুই ভাবেই তাদের কীর্ত্তন ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছিলেন। স্বনাম ধন্য সঙ্গীত শিল্পী শ্রীরাম কুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রয়াত বাগ্মী শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র তাকে খুব ভালবাসতেন। গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা সম্যক আস্বাদন হয় রঘুনাথ গোস্বামীর কীর্ত্তনে প্রতি বছর বৃন্দাবনে, পুরীধামে, রথের সামনে, নবদ্বীপে, তার কীর্ত্তন শুনবার জন্য সকল ভক্ত বৈষ্ণব বৃন্দ আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করেন। ভারতবর্ষের সাধকগন শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীসীতারাম, শ্রীমদ্ দূর্গাপ্রসন্ন, শ্রীমদ্ বালক ব্রহ্মচারীজী, শ্রীমদ্ অনুকূলচন্দ্র, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা, এছাড়া পুরী, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, বর্ষানা, নন্দগ্রাম এসব স্থানের ভজন শীল বৈষ্ণব বৃন্দ ও বরহানগর পাঠবাড়ী আশ্রমের মোহন্ত শ্রীমধুসূদন দাসজী সাধু সমাজের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমদ্ দেবানন্দ সরস্বতী মহারাজ, শ্রীমদ্ দ্বিজেশানন্দজী মহারাজ, ডঃ বাসন্তী চৌধুরী, ডঃ রমা চৌধরী, অধ্যাপিকা

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, হওড়া পণ্ডিত সমাজের সভাপতি শ্রমদ্ মুরারী মোহন শাস্ত্রীজীর নাম উল্লেখ যোগ্য। মাননীয় বিচারপতি গন শ্রীভগবতী প্রসাদ বন্দ্যোপাধায় শ্রীমুরারী মোহন দত্ত, শ্রীমুকুল গোপাল মুখোপাধ্যায় শ্রীঅজিত কুমার নায়ক তার কীর্ত্তনগান শ্রবনে উচ্ছ্বষিত ভাবে প্রশংশা করেছেন, সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রীমন্ মহানাম ব্রতজী ও রঘুনাথের প্রতি বিশেষ ভাবে কৃপাদৃষ্টি দেন।

শ্রীনবদ্বীপ ধামেশ্বর মন্দিরের সভাপতি শ্রীশান্তিময় গোস্বামী কালনার শ্যামসুন্দর মন্দিরের সেবাইত শ্রীবিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী (শিক্ষক) পলতা নিতাই গৌরাঙ্গ ভক্ত সেবাশ্রমের শ্রীমৎ সনাতন দাসজী শ্রীমদ্ বৈষ্ণব চরনদাসজী শ্রীমদ্ কৃষ্ণানন্দ দাসজী এরাও রঘুনাথ প্রভুর কীর্ত্তন গান শ্রবন করেছেন। আজও তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, এবং ভারতবর্ষের প্রায়ক্ষেত্রে তিনি নিতাই গৌরাঙ্গ লীলা, কৃষ্ণ লীলা, ও অধিবাস কীর্ত্তন পরিবেশন করে চলেছেন।

—•—

শ্রীশচীন্দ্র নাথ মণ্ডল

আমি শ্রীশচীন্দ্র নাথ মণ্ডল, পিতা মৃত রামেশ্বর মণ্ডল সাং কৃষ্ণপুর কানাই টোলা পোঃ—কৃষ্ণপুর থানা—বৈষ্ণব নগর জেলা—মালদহ।

আজ থেকে প্রায় ১৬ বৎসর পূর্বে কীর্ত্তম জগতে প্রবেশ করি। আমার বর্ত্তমান বয়স ৪৯ উনপঞ্চাশ বৎসর প্রথমে আমার বাড়ি ছিল অত্র জেলার সবদলপুর গ্রামে। সবদলপুর গ্রামের প্রাক্তন প্রধান শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সাহা মহাশয়ের নেতৃত্বে ও শচীন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের পরিচালনায় প্রায় ৩৫ বৎসর আগে "নিমাই সন্ন্যাস" বই মঞ্চস্থ হয়। সেই নিমাই সন্ন্যাস নাটক আমি নিমাই এর অভিনয় এবং গুদড় মণ্ডলের প্রথম পুত্র নগেন মণ্ডল বিষ্ণুপ্রিয়ার অভিনয় করি। সেই সময় ভক্তি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না অবশ্য এখনও ভক্তি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই। বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিদ্রিত অবস্থায় ত্যাগ করে যাওয়ার সময় কাঁদতে হবে জীবের উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহন করবেন, আপনি কাঁদবেন অপরকে কৃষ্ণবলে কাঁদাবেন ইত্যাদি এই সব গুলো

পাট করার সময় আমার কান্না আসত না, তখন ধীরেন্দ্র নাথ সংকার মহাশয় আমাদেরকে অর্থাৎ নিমাইরূপী আমাকে ও বিষ্ণুপ্রিয়ারূপী নগেনকে সাজঘর থেকে আচমকা দুই ছড়ি করে মেরে স্টেজে পাঠিয়ে দিতেন, তখন আমি কাঁদতে কাঁদতে গান ধরতাম ছেড়ে "যাই গো প্রানাধিকে" আমার মেসো-মশাই সুরেন্দ্র নাথ সংকার মহাশয় মৃদঙ্গ সঙ্গত করতেন। গান নাহলে তিনিও আমাদের মারতেন আসল কথা আমাদের মেরে কাঁদিয়ে দেওয়া হ'ত। তদ্রুপ নগেন বিষ্ণুপ্রিয়া স্টেজে গিয়ে নপূর মালা বক্ষে জড়িয়ে ধরে গান ধরত। সত্যি কথা বলতে কি তখন শ্রোতা ধৈর্য ধরে থাকতে পারতেন না। তারপর আমাদের এই যাত্রা পাটিটা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল, প্রায় ৫/৬ বৎসর আমরা এই ভাবে নিমাই সন্ন্যাস বই মালদহ জেলার মধ্যে অনেক জায়গায় মঞ্চস্থ করেছি।

আমার কীর্ত্তন জগতে প্রবেশের আগ্রহ, গৌর হরি কে? গৌর হরিকে জানতে হবে। নিমাই সন্ন্যাস বই করার সময় কীর্ত্তন সুরে যে কতগুলি গান করতে হ'ত সেই গান গুলিই বা কি? তখন এতদ্ অঞ্চলের একজন গায়ক ধনেশ্বর মণ্ডল মহাশয়ের স্মরনাপন্ন হলাম তিনি, আমাকে পথ দেখিয়ে দিলেন। কীর্ত্তন জানতে হলে দক্ষিন অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ নদীয়া গিয়ে ওস্তাদ গণের চরনাশ্রিত হ'তে হবে। তাঁর কথামত মুর্শিদাবাদ গেলাম। এখন যেখানে আনন্দধাম সেই আনন্দ ধামের পার্শ্বেই শ্যামাপদ দাস ও রামকুমার দাস প্রভুপাদগণের আশ্রম। শুনলাম এঁরা দুই ভাই কীর্ত্তন গান সম্বন্ধে ও বাদ্য সম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞ। যখন আমার কীর্ত্তন গান শেখার খুব আগ্রহ এসেছে তখন আমার চাকুরি হয়ে গিয়েছে। কেমন পোষাক পরিধান করে শ্যামাপদ দাস প্রভুপাদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম নিচে ১২ ইঞ্চ ফোল্ডের লঙ প্যান্ট হিল উঁচু সু। টাইট ফিট জামা, কাঁধ পর্যন্ত কেশ এবং নাসিকার নিচেই একগুচ্ছ গোঁফ। আগেই বলেছি ভক্তি সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নাই। শ্যামাপদ প্রভুপাদের কাছে দাঁড়িয়েই বলাম আমাকে গান শিখিয়ে দেবেন? এই কথা শুনেই তিনি আমার স্বাভাব পোষাক ইত্যাদি নিরিক্ষন করতে লাগলেন এবং প্রায় ২।৩ মিনিট কোন কথা বললেন না। আমার এখন মনে হচ্ছে হে প্রভু তোমার দ্বারা প্রেরীত এইসব মহতের আগমনে

জগতের পরম কল্যান এ পতিত উদ্ধার হইয়া থাকে। তিনি হয়ত মনে করছিলেন এই ভক্তিহীন অসুর বেশধারী ছেলেটিকে কেমন করে ভক্তি-মার্গের গান শেখান যায়। তিনি প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন বাড়ি কোথায়, কি নাম ইত্যাদি। তার পর জিজ্ঞাসা করলেন গুরুদীক্ষা কাকে বলে আমি জানতাম না। তখন হতেই আমার শিক্ষা আরম্ভ হ'ল। কিছুক্ষন পরেই দেখছি এক ন্যাড়ামাথা টিকিছাড়া দ্বাদশ অঙ্গে তিলক সাদা পোষাক বাবাজি বেশধারী ঐ অভিনয় প্রবেশ করেই বদনে গৌর হরি গৌর হরি কীর্ত্তন করতে করতে শ্যামাপদ দাস বাবার চরনে ভূলুন্ঠিত ভাবে প্রনাম করলেন এবং শ্যামাপদ দাস বাবাও তাঁকে প্রনাম করলেন। তাঁদের প্রনাম দেখে আমি প্রনাম করতে শিখলাম। সাধু গুরু, বৈষ্ণব কে প্রনাম করতে হ'লে ভূলুন্ঠিত হ'য়ে প্রনাম করতে হয়। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় গুরুদিক্ষা নেব বাবা, তখন তিনি ইঙ্গিত করে বললেন ইনি একজন পরম বৈষ্ণব ইনার কাছে যদি আপনি দীক্ষা নেন তাহ'লে আপনার ভাগ্যে সদ্গুরু প্রাপ্তি ঘটবে। শ্যামাপদ দাস বাবার কথায় আমি সেই বৈষ্ণবকে গুরুরূপে বরণ করলাম। তিনিও আমাকে কৃপা করে তাঁর চরনে রেখেছেন। আমার পরম সৌভাগ্য সেই বৈষ্ণবকে আমি গুরুরূপে পেয়েছি ইনিই হ'লেন মুর্শিদাবাদের আনন্দ ধামের অধ্যক্ষ প্রভুপাদ "স্বরূপ দামোদর' তাঁর চরনে গললগ্নী কৃতবাসে আমার শত কোটি দণ্ডবত।

তারপর আমার জীবনে গৌরচন্দ্রিকা সমন্বিত পদাবলী কীর্ত্তন শিক্ষার পালা। কীর্ত্তন শিক্ষা গুরুদেব শ্যামাপদ দাস কঠোর পরিশ্রম করে কীর্ত্তন শেখাতে আরম্ভ করলেন। সোমতাল থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন তাল মাত্রা সমন্বিত গান তাঁর কৃপায় শিক্ষার সুযোগ পেয়েছি আমি একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়েছিলাম রামবাবার কৃপায় বলতে পারেন। কেননা শ্যামবাবা আমাকে একটা তাল শিখিয়ে দিলেন, পরক্ষণেই রামবাবা তাঁর শ্রীখোল এর সঙ্গে সঙ্গত করার জন্য বলতেন। যেখানে আমার ভুল হত রামবাবা সংশোধন করে দিতেন। পাঁচ বৎসর আমার গুরুদেবের সম্প্রদায়ে দোহারকি করেছি। দুঃখের বিষয় আমার কীর্ত্তন শিক্ষা গুরুদেব শ্যামাপদ দাস বাবা এ জগতে আর নেই। তিনি দেহ রাখার পর আমার মন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে

পড়েছিল। কিন্তু গৌরহরির কৃপায় পলাশপাড়ার শরৎ ওস্তাদ ও শক্তিপুরের পঞ্চানন দাস। গীত সুধা বেতার ও দুরদর্শন শিল্পী সরস্বতী দাস ইনাদের কৃপায় আমি কীর্ত্তন শেখার সুযোগ পেয়েছি। নীলরতন গান শেখার জন্য আমি সরস্বতী দি'দির স্মরণাপন্ন হয়েছি। শ্রীশ্রীবাস অঙ্গনে "অন্নভিক্ষা" গান পরিবেশনায় "কীর্ত্তন সুধাকর" উপাধি প্রাপ্ত।

মালদহ জেলার অন্তর্গত শুকদেবপুর ২৪ প্রহর যজ্ঞানুষ্ঠানে "রূপানুরাগ" কীর্ত্তন পরিবেশন ভাগবতাচর্য প্রভুপাদ জাহ্নবী কুমার গোস্বামী কর্ত্তৃক "কীর্ত্তন রঞ্জক" উপাধি প্রাপ্ত। প্রথম গুরুদেব শ্রীশ্যামাপদ দাস, দ্বিতীয় গুরুদেব শরৎ ওস্তাদ তৃতীয় গুরুদেব পঞ্চানন দাস, চতুর্থ গুরুদেব সরস্বতী দাস। ইহা ছাড়া যাঁর কণ্ঠে লীলাকীর্ত্তন শ্রবন করি তিনিই আমার গুরুদেব। জগৎময় গুরুদেব দর্শন করি। সংক্ষেপে আমি আমার পরিচিতি দিলাম দিলাম। অজ্ঞানতা নিবন্ধন ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য একান্ত ক্ষমাপ্রার্থী।

জয় গৌরহরি ঃ

১৪।১।৯৮ বৈষ্ণব পদরজ প্রার্থী শ্রীশচীন্দ্র নাথ মণ্ডল

—

শ্রীনন্দন কুমার দাস

বিগত ৪০বৎসরের জীবন কাহিনী পৃথিবীর ক্ষুদ্র এক কোণে

অবস্থিত ছায়াঘন পল্লীর প্রান্তে বোম্বে রোডের ধারে কংসাবতীর স্রোতসিনীর পাশে পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত পশ্চিম নেকড়া গ্রামে শুভ ১৩৬০ সালের শারদীয়া মহাবিজয়া দশমীর দিবাভাগে ১৫ই আশ্বিনীর সকালে ৮ ঘটিকায় এ ভব সাগরে পিতা শম্ভুনাথ মান্না ও মাতা আশালতা মান্না মহারানীর ঘরে পদার্পণ করিলাম। পিতা মাতার অপার স্নেহ ধারায় লালিত পালিত হয়ে যখন জ্ঞান চক্ষু

মেলিলাম। তখন দেখিলাম আমি এক অতি তুচ্ছ পরিবারে এক নগন্য সদস্য। অন্য অর্থাভাবে ক্লিষ্ট দেহ মন নিয়ে কোন রকমে H.S পরীক্ষায় উর্ত্তীণ করে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে-পড়লাম অজানা ঠিকানায়। বেশ কিছু দিন এলোমেলো জীবন যন্ত্রনার মাঝে ভাসতে ভাসতে পরম করুণাময়ী গুরু-মায়ের পদতলে আশ্রয় লাভিলাম, তার অপার করুণায় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ধর্ম্মপুর গানের গুরু এবং শিক্ষা গুরু গোষ্ঠ বিহারী দাস মহাশয়ের চরণ সান্নিধ্যে, কিছু-দিন অতি বাহিত করার পর করুণাময় শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামে দয়াল বাবাজী মহারাজের আশ্রমে ঠাই পেলাম। কয়েক বৎসর পরে সবং থানার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীশ্রীশচীনন্দন অধিকারী গুরু মহারাজের অসীম করুণায় আজ হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণায়, বৎসরে ৭০ থেকে ৯০ নাইট গান মহাপ্রভু করাইয়া থাকেন। কেবল ভক্ত চরিত্র সম্বন্ধীয় পালাগান কিছু মহাপ্রভুর লীলা কথা করাইয়া থাকেন। কৃষ্ণলীলা কথা বলার যোগ্যতা অর্জন এখন করতে পারি নাই। নিজ কুটিরে রাধারানীর মন্দির করিয়া সেইখানে তার চরণ তলে পড়িয়া আছি। যদি কেউ দয়া করে ডাকেন তবে যাই। গুরু বৈষ্ণবের পদতলে কত অপরাধী যে কোন রকমে ভগবান ও ভক্ত সেবা করিয়া দিন চলিয়া যাইতেছে। দ্বার গ্রহন না করিয়া জীবনে শেষ প্রান্তে এ মন্দিরের সেবাকে চলার এই চিন্তায় মৃত্যুর দিকে পাড়ি গুনছি।

শ্রীনন্দন কুমার দাস

কেঃ-নারায়ণ চন্দ্র মান্না, গ্রাম-পশ্চিম নেচড়া

পোঃ-পাঁশকুড়া, জেলা-মেদিনীপুর।

—০—

শ্রীসুবল দাস কীর্ত্তণীয়া

নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগর নিকট মুড়াগাছা ষ্টেশন থেকে ৩ মাইল দূরে রুকুনপুর গ্রাম। রুকুনপুরের আর এক নাম রামতীর্থ (গর্গ সংহিতায় প্রমান) পিতার নাম ৺তারক দাস. ঠাকুরদার নাম ছিলো ৺রোহিনী কুমার দাস। তিনি প্রাচীন পঞ্চানন দাসের দোহার ছিলেন- কখনো দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন করতেন। পুত্র তারক দাসের কণ্ঠে সুর ছিল না বলে রোহিনীকুমার শ্বশুরবাড়ি কালনাতে, শ্যালক পুত্রদের কীর্ত্তন শিক্ষা দিলেন পুত্র তারক দাস শৈশবে মানুষ মামার বাড়ি, রোহিনী কুমার পরলোকে গমন করলেন। মামাতো ভাই কীর্ত্তণীয়া নাম (শিবনারায়ণ অধিকারী) তারক দাসের বড় দুঃখ কণ্ঠে সুর নেই বলে মামাতো ভাইদের শিক্ষা দিলো বাবা, কিন্তু আমার বাবা বেঁচে নেই। অনাদর হতে লাগল নিজের গুণ না থাকলে কেউ ভালোবাসবে না, কিন্তু আমি অসহায়. এই ভেবে কালনায় এক দোকানে বিড়ি বাঁধা শিখতে লাগলো। শিখে মামার বাড়ী ঘরে বসে ঈশ্বরের প্রতি কাঁদতে কাঁদতে নিবেদন জানালেন দেশে যাবো বিড়ির ব্যবসা করব. উন্নতি করব. বিবাহ করব।

পুত্রদের পিতা হবো-একজনকে কীর্ত্তন একজনকে খোল এইভাবে ঘরেই সম্প্রদায় করব-ঠাকুর তুমি যেন বাসনা পূর্ন কর। তাই সেই কথা যেন ঠাকুর স্বকানে শুনেছেন। ঘরে এসে বিড়ির ব্যবসা উন্নতি হল. বিবাহ হল পর পর তারক দাস যখন তিনপুত্রের পিতা হল সুবল দাস, যাদব দাস ও মানিক দাস। সুবল দাসের পাঠ্য জীবন মাত্র সপ্তম শ্রেনী। বাবার রাখা নাম (সুফল) ভক্তদের রাখা নাম (সুবল) হঠাৎ ভাগ্য বিপর্যায় ব্যবসা নষ্ট হল। বহুকষ্টে হারমোনিয়াম কেনা হল – পটল ও স্তাদ (রজক) তার কাছে ক্ল্যাসিক শিক্ষা হল – সূর্যকান্ত প্রামানিকের নিকট কীর্ত্তনের প্রথম হাতেখড়ি প্রথম সুবল মিলন – শিক্ষা করেন। রুকুনগ্রামে মাননীয় সুবোধ মল্লিকের মাতার বিয়োগ হলে শ্রাদ্ধ আসরে পিতা তারকদাস কীর্ত্তনের জন্য যোগাযোগ করে, প্রথম আসরে নামলেন সুবলদাস – বয়স মাত্র ১৩ বছর ভাই যাদব দাস মৃদঙ্গ শিক্ষার জন্য – করুণা সর্দ্দারের নিকট প্রথম হাতে খড়ি পরে জগবন্ধু ওস্তাদ (নবদ্বীপের) সেখানে শিক্ষা করে তারপরে বীরভূমের পূর্নচন্দ্র পাল তার কাছে কিছু শিক্ষা করে, সবশেষে হরিদাস করের সঙ্গলাভ করে খোলের

হাত এমন নয় কর মহাশয় স্বীকার করে গ্যাছেন আমি বহু বাজিয়ে দেখেছি তৈরীও করেছি যাদবের হাত সবচেয়ে উন্নত। যাদব দাসের হাতের সমকক্ষ নেই —দুঃখের বিষয় যাদব দাস এখন উপস্থিত, পাগল মানসিক রোগে আক্রান্ত।

ভালো থাকতে ব্রজেন পাঠক সরস্বতী দাস রাধারানী গোস্বামী সবার সাথে ডাইনে খোল বাজিয়েছেন। এদিকে তারক দাসের ও পুত্রদের নিয়ে ভিক্ষা হল সম্বল এরপর মান, মাথুর—নৌকাবিলাস ঐ সূর্য কান্তের নিকট শিক্ষার পরে গান গাইতে গাইতে—গলার স্বর পরিবর্ত্তন হল, পিতা তারক দাসের মনভেঙ্গে গেলে পুত্রকে বললেন গান ভালোমত শিক্ষাকর পরে ছাত্র তৈরী করবি, তোর কীর্ত্তন হবেনা, দ্বিতীয় ওস্তাদ অনিল বিশ্বাস তারকাছে কিছু বড়তাল শিখলেন তারপর যোগাযোগ হল যদুনন্দন দাসের সাথে, সেখানে প্রথম শিক্ষা করলেন। অষ্টতালি বদনী—তারপর বহু বহু বড় তাল এবং পালা পর্য্যাশিক্ষা করলেন প্রায় তিন বছর যদুনন্দন দাসের বাড়ীতে চাকরের মত দাসত্ব করে—স্নানের আগে তৈল মার্দ্দন ঘুমাবার সময় চরণ সেবা, ঘুমনা পড়িয়ে চরণ সেবা শেষ করেননি, এছাড়া ৯৬ বছরের বৃদ্ধ হাঁড়িতে প্রশ্রাব করতেন রাত্রে সুবল দাস ভক্তি করে প্রাতে প্রশ্রাব ফেলে হাঁড়িধুয়ে রাখতেন—গাড়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন—যদুনন্দন শৌচে গ্যাছেন বলে সার ফেলা—কচুপোত্তা, ধানপোত্তা, বিড়িবাঁধা, এই কষ্ঠ পরপর ৩ বছর, বাড়ীহতে দূরত্ব হচ্ছে বলে রাধারমন কর্ম্মকারের আশ্রয় হলেন এখানেও ৩ বছর কেটে গেল এখানে প্রথম শিক্ষা (নীলরতন গান) তারপর প্রচুরবড় তাল শিক্ষা করে সুরেন্দ্র আচার্যের পুত্র নারায়ন আচার্য্যের ঠিকানা—নিলেন—এর আগে কিছুদিন ব্রজেন্দ্রনাথ পাঠকের সাথে দোহাড়ী করতে গিয়েছিলেন অভাবে তাড়নায় পিতা বলেছেন কীর্ত্তন তোর হবেনা মনের দুঃখে বলেছেন একথা সুবল দাস ৫ জনের কীর্ত্তন শুনে সাহস করলেন গান করবই। ধর্মদা চাঁদনীতে পূর্ববার প্রতি রবিবরে পরীক্ষা করতে গানে নামলেন—শ্রোতাগন মুগ্ধ চতুর্দিকে সুনাম ছড়ালো, কিছুদিন পড়েই নারায়ন আচার্য্যের কাছে গেলেন শেখানেও কিছু বড় তাল শিখলেন।

আজ থেকে ৩৫ বছর আগে নন্দ কিশোর মহাশয়ের এক দোহর সুবল দাসকে ডেকে বললেন — আপনার একটি ছবি ও কিছু ঘটনা দিবেন একটা গ্রন্থ রচনা হবে 'বাংলার কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনীয়া' সুবল দাস বললেন কত কীর্ত্তনীয়া থাকতে আমার বয়স মাত্র ২২।২৪ আমাকে ব্যঙ্গ করছেন নাকি? তিনি বলছেন যত আধুনিক কীর্ত্তনীয়া আছেন তাদের নাম এখন দেওয়া হবেনা এ গ্রন্থে প্রাচীন কীর্ত্তনীয়ারা থাকবেন — তার মধ্যে একমাত্র যতুনন্দনের ছাত্র বলে আপনার স্থান হবে। আধুনিক কীর্ত্তনীয়াদের উপরে, অন্যস্র আধুনিক কীর্ত্তনীয়ারা যতুনন্দনের সঙ্গ পাইনি তারা এই দাসত্ব করে শিক্ষা লাভ করেনি অতএব আপনার স্থান প্রাচীন কীর্ত্তনীয়াদের পরেই, আধুনিক কীর্ত্তনীয়াদের ঊর্দ্ধে — একথা শুনেও সুবল দাস গুরুত্ব দেননি এতদিন পরে সুবল দাস গ্রন্থে প্রকাশ করাহল। সুবল দাস কীর্ত্তন করে বহু স্থানে পত্র উপাধি — স্বর্ণাঙ্গুরী অন্তত ২৫ টা এবং স্বর্ণপদক প্রাপ্তি হন। সোনার হার, চুরী, বোতাম, গান শুনতে বসে কেহ স্বর্ণাঙ্গুরী খসিয়ে দিয়েছেন সুবল দাসের প্রতি আথর কাব্য, এবং পদ রচনাও করেন। সুবল দাসকে প্রলোভন দেখিয়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র সুবল দাসের রচিত কিছু পদ নিয়ে চলে গ্যাছে। শিক্ষার শেষ নেই, সুবল দাস সময় পেলে এখনো শক্তিপুরে পঞ্চানন দাসের কাছে শিখতে যান। যিনি কীর্ত্তন করতে করতে কখনো কখনো কাঁদতে কাঁদতে অচৈতন্য হয়ে যান দোহার বাজিয়ে যদি কীর্ত্তনীয়াকে না ধরেন, হাত-পা মাথা ভেঙ্গে যাবে, তারনাম তবে, আসর বিশেষ বা পরিবেশে হয়। যার গান শুনে শ্রোতাগন বলতেন যাদুজানেন, এখন সুবল দাস ধর্মদা গ্রামে বাস করেন।

— • —

শ্রীস্বরূপ দামোদর দাস বাবাজীর জীবনী

জন্মস্থান বাংলাদেশের অন্তর্গত রাজশাহী জেলার অধীনে নওগা সাব ডিবিশনের মানদা থানার প্রসাদপুর গ্রামে ১৩৫২ সালের ২৮ শে অগ্রহায়ন বুধবার। শৈশবে শিক্ষা বাংলাদেশে। পরবর্তীকালে বর্ত্তমানের দক্ষিন-

দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের নীলডাঙ্গা গ্রাম। বালুর ঘাট কলেজ হইতে স্নাতক ডিগ্রি করেন। কলেজ জীবন অন্তে পরিব্রাজক হিসাবে বিভিন্ন তীর্থ স্থান পর্যটন অন্তে কীর্তনে অনুপ্রবেশ। মৃদঙ্গ বিশারদ ৺রমনীমোহন সাহার নিকট প্রাথমিক কীর্ত্তন শিক্ষা। পরবর্ত্তীকালে মুর্শিদাবাদ জেলার ৺শ্যামাপদ দাস ও শ্রীরামকৃষ্ণ দাসের নিকট শিক্ষা। তারপর নদীয়া জেলার পলাশী পাড়ার নিবাসী প্রবীন কীর্ত্তন শিক্ষক শ্রীমৎ শরৎ দাসের নিকট শিক্ষা। তারপর কীর্ত্তন সম্রাট নন্দকিশোর দাসের ও বর্ত্তমানে শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন দে মহাশয়ের নিকট। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রাথমিক শিক্ষা সঙ্গীতাচার্য শ্রীমৎ রাজেন হাজারী ও বর্ত্তমানে শ্রীমৎ ভোলাশঙ্কর মহারাজের নিকট। দীক্ষাগুরু প্রভুপদ শ্রীমৎ হরিনন্দন অধিকারী, ব্যকরণ তীর্থ ও শ্রীখণ্ড নিবাসী গৌরপার্ষদ ঠাকুর নরহরির পরিবারভুক্ত। বেশের গুরুদেব রাধাকুণ্ডবাসী ১০৮ গৌর গোপাল দাস বাবাজী মহারাজ। মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতায় আনন্দধামের অধ্যক্ষ। রাধাকুণ্ড তীরস্থ শ্রীশ্রীনিতাই গৌর গিরিধারী মন্দিরের-ভারপ্রাপ্ত সেবক। প্রতি বৎসর বাংলার কীর্ত্তন পরিশেষে রাধাকুণ্ডে অবস্থান। ভজনানন্দী, ত্যাগী, লীলাতত্ত্ব বিশারদ কীর্ত্তন পরিবেশক।

—০—

শ্রীকীর্ত্তনীয়া আশালতা দাস

শ্রীমতি আশালতা দাস, স্বামী শ্রীনরহরি দাস, গ্রাম পরমানন্দপুর থানা পাঁশকুঁড়া, পোষ্ট শীতলা পরমানন্দপুর, জেলা মেদিনীপুর, পঃ বঃ বর্ত্তমান বয়স ৫৫ বৎসর। পিতার নাম নগেন্দ্র নাথ সাহু গ্রাম কোদানিয়া। আমার বয়স যখন ৭ বৎসর তখন হতেই শিবশক্তির উপর মানসিক আকর্ষক। ছিল। শিবের সেবা করতে করতে কৃষ্ণ সেবার প্রতি আসক্তি জন্মে। বিবাহের পর গীতা পাঠের আশক্তি জন্মে ও নিয়মিত গীতা পাঠ করতাম। বাড়ীতে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান থাকায় তাঁদের সেবা পূজা করতে করতে কীর্ত্তন করার ইচ্ছা জাগে এবং শ্রীশ্রীরাধা মাধবের প্রকট প্রার্থনা জানাই। অল্পদিনের মধ্যে শ্রীআশুতোষ মণ্ডল নামে একজন কীর্ত্তনীয়া

বাড়ীতে আসেন। এবং তিনিই কৃপা করে কীর্ত্তন শিক্ষা দান করেন। তাঁরই আনুগত্যে প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ কীর্ত্তনের দল গঠন করে ১০ বৎসর যাবৎ বাইরে লীলা ও বিভিন্ন ভক্ত জীবনী কীর্ত্তন করিতেছি। দেশের বহু জায়গায় ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীধাম নবদ্বীপে কীর্ত্তন করার সৌভাগ্য হয়। কীর্ত্তনের গুরুদেবের নাম শ্রীআশুতোষ মণ্ডল গ্রাম পরমানন্দপুর, পোঃ—শীতলা পরমানন্দপুর থানা—পাঁশকুঁড়া জেলা- মেদিনীপুর।

—০—

কীর্ত্তনীয়া শ্রীমতি বৃন্দা রানী দাসী

পিতা—অনন্ত কুমার ঘোড়ই, মাতা—শ্রীমতি দাসী, অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম। বাবা বহুকষ্টে মানুষ করেন। ১২।১৩ বৎসর বয়সে গোপালপুকু আশ্রমের শ্রীমৎ ভাগবৎ চরণ দাস গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহন করি এবং তাঁরই কৃপা ও স্নেহে ঐ আশ্রমেই স্থায়ী ভাবে থাকি। পরে শ্রীগুরুদেব কৃপাকরে আশ্রমের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করে যায়। দীক্ষা গ্রহনের পরে হতে শ্রীদামোদর দাসের নিকট হতে লীলা কীর্ত্তন শিক্ষাকরি। এবং তাঁরই আনুগত্যে বেশ কিছু আসরে লীলা কীর্ত্তন পরিবেশন করি। কয়েক বৎসর পরে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীরাধারানীর নিকট কিছুদিন থেকে কীর্ত্তন গান শিক্ষা করি। পরে বহরমপুরে শ্রীমৎ গোপাল দাস বাবাজীর নিকট কিছুদিন থাকি। তিনি এই দীনা-হীনার প্রতি অশেষ করুনা করে কীর্ত্তন শিক্ষাদেন। বর্ত্তমানে শ্রীগুরু আশ্রমে গোপাল কুঞ্জ থেকেই শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের কৃপায় নিজের কীর্ত্তন সম্প্রদায় গঠন করে বংলা, বিহার, উড়িষ্যার বহু স্থানে এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনে কীর্ত্তন গান পরিবেশন করেছি ও করিতেছি।

আমার জীবনে উল্লেখ যোগ্য ঘটনা যে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের মহান্ত প্রভুর ও অশেষ করুণা লাভ করেছি। আমার বর্ত্তমান বয়স ত্রিশ বৎসর।

—০—

কীর্ত্তনীয়া শ্রীদামোদর দাস

বাংলা ১৩৩৫ সালে বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম। পিতার নাম হরিপদ দাস, পিতামহ অরুন চন্দ্র দাস, অতি অল্প বয়সে পিতৃহীন হ'ন। মাতা বসন বালা দাসী বহু কষ্টে দারিদ্রতার মধ্যে মানুষ করেন। ১০।১১ বৎসর হতে কাঙ্গাল কালনার নিকট শ্রীখোল শিক্ষা করেন। ৩০ বৎসর বয়সে গ্রাম+পোঃ—পাটনা সুবল দাসের নিকট কীর্ত্তন গান শিক্ষা করেন। প্রায় ৩৫ বৎসর লীলা কীর্ত্তন গান করেন।
বেশ কয়েকজন ছেলেকে বাড়ীতে রেখে শ্রীখোল ও কীর্ত্তন শিক্ষাদেন বর্ত্তমান শারিরীক অসুস্থতায় জন্য আসরে কীর্ত্তন না করলেও শিখার আসর চালিয়ে যাচ্ছেন।

গ্রাম—গোসানীপুর পোঃ -আলোক কেন্দ্র জেলা—মেদিনীপুর।

—০—

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রানার পরিচিতি

চতুর্দিকে বাঁশের বন ছাড়া দর্শনীয় কিছু নাই বলিলেই চলে। অদূরে কেবল ঠকঠকানি শব্দ কামার শালের। এমন কঠিন কঠোর পরিবেশের মধ্যে ফুটে আছে শত ধারে শত পাপড়ি বিস্তারিত একটি সুকোমল স্থলপদ্ম সদৃশ ব্যক্তিত্ব—নাম শ্রীনরেন্দ্র নাথ রানা। গ্রামের নাম ঘোষপুর, থানা কেশপুর, জেলা মেদিনীপুর। নরেন বাবু আমার সঙ্গীত গুরু পদ বাচ্য। তবে আমি প্রথম থেকেই 'কাকু' সম্বোধন করে আসছি। শ্রীকাকু হলেন বহু প্রতিভার জীবন্ত প্রতীক। আশৈশব থেকেই বৈষ্ণবীয় আচার আচরণ এবং সেই সাথে সঙ্গীত সাধনা করে আসছেন। একক বাদক হিসাবে শ্রীখোল তবলা, পাখোয়াজ প্রভৃতি যন্ত্রে যেমনই বিশেষ দক্ষ তেমনি অপরদিকে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ইংরা, টপ্পা, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, অতুল প্রসাদের গান, রজনী কান্তের গান, দ্বীজেন্দ্র গীতি, কীর্ত্তন, লোকগীতি এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশনে বিশেষ পারদর্শী।

নরেন্দ্র নাথ হলেন পরম বৈষ্ণব ৺শ্রীপতিচরণ রানা মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। শ্রীপতিবাবুর মনের আশা আকাঙ্খা পূরণের জন্যই বুঝি পরম করুণাময় এই কঠিন পরিবেশে নরেন বাবুকে পাঠিয়েছেন। বাংলা ১৩৩২ সালের ৩১ শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবস মাতা রোহিনী দেবীর কোল আলো করে আবির্ভূত হন সুদর্শন শিশু হয়ে। লেখাপড়া খুব সামান্যই শিখেছিলেন। তৎকালীন ঐ এলাকায় কোন বিদ্যালয় ছিল না। যেটুকু লেখাপড়া তা ঐ পাঠশালার পড়া পর্য্যন্ত। সঙ্গীত পিপাসু পিতা শ্রীপতিচরণ ছেলেকে বাইরে পাঠিয়ে পড়াশুনা করানোর চেষ্টা না করে মাত্র আট বৎসর বয়সে গ্রামের এক কৃষ্ণ-যাত্রার দলে ভর্ত্তি করে দেন। তখনকার দিনে আমাদের দেশে প্রচুর কৃষ্ণ যাত্রার দল থাকত। বর্তমানে যদি ঐ যাত্রা দলকে গীতি নাট্য আখ্যা দিই তাহলে বুঝি অত্যুক্তি হবে না। কারণ, যাত্রা দলের বেশীর ভাগ অংশই নির্ভর করত গীতের উপর। যাই হোক, এই যাত্রা দলে নরেন বাবু বালক বিভাগে গান করার সুযোগ পান। মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত বাড়দেবকুল গ্রামের শ্রীযুক্ত শশীভুষন মণ্ডল মহাশয় যাত্রার টপ্পা ও কীর্ত্তন গান শেখাতেন। শশীভুষণ ছিলেন তখনকার দিনের একজন নামকরা টপ্পা ও কীর্ত্তন বিশারদ। এবং অন্যদিকে তিনি কীর্ত্তনাঙ্গের বড় বড় তাল নিয়ে শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে আলোচনা এমন কি প্রয়োজনে তালিমও নিতেন। ফলে নরেন বাবু শশীভূষণের অতি প্রিয় হয়ে দাঁড়ায় এবং যাত্রার গান বাদেও অন্যান্য অনেক টপ্পা ও কীর্ত্তন গান যথেচ্ছো ভাবে শিক্ষা করেন। শশীভুষণ ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তিনি মৃত্যুকালে কৃষ্ণ নাম করতে করতে স্বর্গধাম প্রাপ্ত হন।

যখন নরেন বাবুর বয়স এগারো বৎসর তখন তিনি শ্রীখোল বাদ্য শিখতে আরম্ভ করেন পিতা শ্রীপতিচরণ মহাশয়ের কাছে। শ্রীখোল বাদ্য এই রানা পরিবারে কয়েক পুরুষ ধরেই চলে আসছে। শ্রীপতি বাবুর পিতা ৺গোরাচাঁদ রানা মহাশয় ছিলেন একজন প্রখ্যাত শ্রীখোল বাদক। শ্রীপতি বাবু বংশ পরম্পরায় প্রথম জীবনে পিতার কাছে শ্রীখোল বাদ্য তালিম নেন। পরবর্ত্তীকালে মেদিনীপুরের শ্রীখোল বাদক একাদশী দাস বাঁকুড়া জেলার শ্রীবৈষ্ণব দাস বাবাজী মহারাজ, কেশব দাস প্রমুখ ওস্তাদের কাছে শ্রীখোল বাদ্য শিক্ষা করে থাকেন। বহু শ্রীখোল প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহন করে বহু

উপহার তিনি পেয়েছিলেন। উল্লেখ যোগ্য একটি প্রতিযোগিতা হয়েছিল মেদিনীপুর শহরের পাটনা বাজারে ভগবান সিংহ নামক একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির নাম যজ্ঞ উপলক্ষে। সেই প্রতি যোগীতায় অংশ গ্রহন করেছিলেন বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ এবং মেদিনীপুর জেলার বিখ্যাত ৮২ জন শ্রীখোল বাদক। তার মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন শ্রীপতিচরণ রানা মহাশয়।

প্রতিভা নিয়ে যিনি জন্ম গ্রহন করেছেন তার কাছে যে কোন বিদ্যা করায় ও করা তেমন কঠিন কাজ নয়। সেই রকম ব্যাপারটাই ঘটল নরেন বাবুর জীবনে। মাত্র কিছুদিন শ্রীখোল বাদ্য রেওয়াজ করার পরেই তিনি শ্রীখোলে য়েলা বাদ্য অনায়াসেই রপ্ত করে ফেলেন। ঐ সময় এক মজার ঘটনা ঘটল—ঘোষপুর গ্রামের কৃষ্ণ যাত্রাদলের যিনি বাজিয়া অর্থাৎ যিনি ঢোল এবং তবলা বাজাতেন তিনি যে কোন কারনেই হোক একটি যাত্রাদলের ম্যানেজার নরেনবাবুকে অনুরোধ করেন ঐ আসরে ঢোল, তবলা বাজানোর জন্য। নরেন বাবু রাজি হয়ে যান। শুরু হয় মিউজিক, নরেন বাবুর ঢোল বাদ্য শুনে সবাই মুগ্ধ। ঐ আসরে উপস্থিত স্বয়ং শ্রীপতি চরন বাবু এবং আরও বহু গুনি জন ছিলেন তাঁরাও শুনে অবাক হয়ে গেলেন। সবাই বলাবলি করছে—১২। ১৩ বছরের ছেলের পক্ষে এই রকম সঙ্গীত কী করে সম্ভব! শেষে সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, প্রতিভার বিকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। আরো কিছু দিন পরের কথা। একদিন বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা পিতা শ্রীপতিচরণ কীর্ত্তন গাইতে আরম্ভ করেন "মরি হায় হায়, পুলকে পুরল তনু" পদখানি পূর্ব্ব রাগের গৌরচন্দ্রিকা রূপে ব্যবহৃত, বড় রূপক তালে নিবদ্ধ। পুত্রকে শ্রীখোল বাদ্য সঙ্গত করতে বলেন পদ খানি গাইছেন, শ্রীখোল বাজাচ্ছেন পুত্র নরেন। মজার ব্যাপার হল ঐ বড় রূপক তালটির ঠেকাঠি মাত্র তিনি শিখেছেন। কিন্তু যখন কীর্ত্তনের সঙ্গে বাজালেন তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করে ঠেকা থেকে আরম্ভ করে মাতান, রেলা, পরজ, তেহাই ও মূর্ছনা কিছুই বাদ দিলেন না। এই দৃশ্য দেখে পিতা শ্রীপতি চরন ছেলেকে কোলে নিয়ে চিৎকার করে ক্রন্দন করতে লাগলেন। মাতা রোহিনী দেবী রান্না ঘর থেকে ছুটে আসেন চিৎকার শুনে এবং তিনি অবাক হয়ে স্তম্ভিত হয়ে যান পিতা পুত্রের ঐ দৃশ্য দেখে। শান্তি হলে পর

শ্রীপতি চরন বাবু মোহিনী দেবীকে বলেন "আমি ঠাকুরের কাছে যাহা প্রার্থনা করেছিলাম ঠাকুর আমাকে তাহাই উপহার দিয়েছেন। তুমি আমার নরেন কে আশীর্ব্বাদ কর। ও বিশ্ব বিখ্যাত হবে। এই ভাবে ক্রমশঃ শ্রীখোল বাদ্যে আবিষ্কার শক্তি বাড়াতে থাকে। শ্রীপতি বাবু স্ত্রী পুত্র নিয়ে বেশ আনন্দেই দিন কাটাতে লাগলেন। পুত্র নরেন এখন আঠারো বৎসর বয়সের যুবক। আনন্দের দিন কাটতে কাটতে হঠাৎ নরেন বাবুর জীবন কুঞ্জে নেমে এল কাল বৈশেখী ঝড়। ১৩৪৯ সালের ২৫ শে মাঘ বুধবার দিবস সরস্বতী পূজার প্রাক্কালে লিভার ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে পিতা শ্রীপতি চরণ মহাশয় ইহলোকের মায়া কাটিয়ে ব্রজধাম প্রাপ্ত হন। অন্তিম লগ্নে শ্রীপতি বাবু পুত্রের মস্তকে হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করে যান।" এই জগতে তোর জন্য একটা বিশেষ স্থান থাকবে।

পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন হল। সংসারে বর্তমানে দুটি প্রাণী। মাতা মোহিনী দেবী এবং পুত্র নরেন্দ্র নাথ। সংসার কী ভাবে চলবে সে বিষয়ে একেবারেই অনভিজ্ঞ দুজনেই। পুত্র সব সময় গান বাজনা নিয়ে ব্যস্ত। যদি বা কিছু জমি জায়গা আছে কিন্তু তা চাষ করবেই বা কে? অত্যন্ত দারিদ্রতার মধ্যে দিন কাটাতে লাগল। কিছু পরিচিত মানুষের অনুরোধে কিছুটা অর্থ-নৈতিক সংকট কাটিয়ে তোলার জন্য শ্রীখোল বাদ্য শিক্ষা দেওয়ার কাজ আরম্ভ করেন। অন্যদিকে বহু হরিমন্দিরের নাম যজ্ঞে, বহু ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানে শ্রীখোল বাদ্য পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রিত হতে থাকেন এবং তার বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিক পেতে থাকেন। ২৩ বৎসর বয়সে নরেন বাবু মহিষদা গ্রামের শ্রীচরন রানা মহাশয়ের কন্যা রাধারানী দেবী কে পত্নীরূপে গ্রহন করেন। প্রথম থেকেই রাধারানী দেবী স্বামীর দরিদ্রতাকে বরণ করে নেন সখা রূপে এবং স্বামীর কৃষ্ণ ভজন ও সঙ্গীত সাধনার সহায়কারিনী হয়ে অদ্যাবধি সংসারের শ্রীরক্ষা করে চলেছেন।

বাংলা ১৩৬১ সালে বোম্বে থেকে তবলা সম্রাট পণ্ডিত সুদর্শন অধিকারী এবং তাঁর স্ত্রী এলেন মেদিনীপুর শহরে একজন শ্রীখোল বাদকের সন্ধানে। ভি, শান্তারাম পরিচালিত "ঝনক ঝনক পায়েল বাজে"

ছবিতে গোপী কৃষ্ণের তাণ্ডব নৃত্যে শ্রীখোল বাদ্য পরিবেশন করতে হবে। এই জন্য তিনি মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ, কলিকাতা, বীরভূম, হয়ে মেদিনীপুর, আসেন। কিন্তু মনের মত একজন শ্রীখোল বাদক পেলেন না। শ্রীখোল বাদ্যে খ্যাতি লাভ করেছেন শুনে তিনি নরেন বাবুকে মেদিনীপুরে ডেকে পাঠালেন এবং পরীক্ষা স্বরূপ একটি ভাঙ্গা শ্রীখোল দিয়ে বললেন আমি তবলা বাজাচ্ছি এখনও পর্য্যন্ত কোন শ্রীখোল বাদক আমার হাতের সঙ্গে হাত মেলাতে পরেননি তুমি পার কিনা চেষ্টা করে দেখ। যদিওশ্রী খোল যন্ত্রটি ছিল বাজানোর অনুপোযোগী, তথাপি সেই যন্ত্র দিয়েই শুরু করলেন সুদর্শন বাবুর তবলার জবাব দিতে। বাজনা শুনে সুদর্শন বাবু আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্ত্রীকে বলেন এতদিনে আমার উপযুক্ত ভাই পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভি, শান্তারামকে টেলিগ্রাম করে জানালো যে, আমি একজন উপযুক্ত শ্রীখোল বাদক পেয়েছি। নরেন বাবু সুদর্শন অধীকারী সঙ্গে বোম্বে অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে ভি, শান্তারামর ছবিতে শ্রীখোল বাদ্য পরিবেশন করে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। এরপর ঐ বোম্বাতেই দয়ারাম দামোদর মিঠাইওয়ালার 'রাম লক্ষন' ছবিতে অভিনয় ও বাদ্য রেকর্ডিং করেন। এই ছবিতে নরেন বাবু এবং সুদর্শন অধীকারী মহাশয়কে দেখতে পাওয়া যায়। বিমল রায় পরিচালিত এবং সলিল চৌধুরী সুরারোপিত 'পরখ' ছবিতে ও উনি অভিনয় ও বাদ্য পরিবেশন করেন। এরপর বোম্বে আরও বহু ছবিতে শ্রীখোল বাদ্য পরিবেশন করেন এবং বহু প্রশংসা পান। এছাড়াও বোম্বের বড় বড় বাঈজীদের নৃত্যে বাদ্য পরিবেশন করেন। ঐ সময় নরেন বাবু পণ্ডিত জীর কাছে রীতিমত ভাবে তবলায় তালিম নেন ১৩৬৪ সালে বোম্বে থেকে ফিরে এসে কলিকাতার কীর্ত্তন সম্রাট রথীন ঘোষের অনুরোধে "নিত্যানন্দ' ছবিতে শ্রীখোল বাদ্য পরিবেশন করেন। বাড়ীতে অছেন নরেন বাবু ১৩৭২ সাল। বোম্বে থেকে টেলিগ্রাম এলো বিভিন্ন ছবিতে অংশ গ্রহণ করার জন্য। দিন স্থির হল বোম্বে যাবার জন্য। ঠিক যেদিন থাকেন তার একদিন আগে নরেন বাবুর বড় ছেলে জলে ডুবে মারা যায়। উনি মনের দুঃখে বোম্বে যাওয়া বাতিল করে দেন। আর কোনদিন বোম্বে গেলন না।

মনের দুঃখ ভুলবার জন্য নরেনবাবু নবদ্বীপ বেড়াতে যান ১৩৭৩ সালে দোল পূর্ণিমার সময়। সেখানে বহু অনুষ্ঠানে শ্রীখোল লহরা পরিবেশন করেন। একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতবর্ষের বেশ কয়েকজন নাম করা মন্ত্রী এবং আরও বিশিষ্ট বহু গুণী ব্যাক্তি। সেই অনুষ্ঠানে শ্রীখোল লহরা শুনে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্র শ্রীঅশোক কুমার সেন একটি স্বর্ণ পদক উপহার দিয়েছিলেন। এছাড়া বহু উচ্চমানের শিল্পীদের সঙ্গে বড় বড় আসরে অংশ গ্রহন করে প্রশংসা লাভ করেন।

মেদিনীপুরের অরবিন্দ ষ্টেডিয়ামে এক জায়গায় তদানিন্তন জেলা শাসক দীপক কুমার ঘোষকে সহৃদয়তায় নরেন বাবু শ্রীখোল লহরা বাজিয়ে শোনান। সেই জলসায় উপস্থিত ছিলেন মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সবিতা চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীগণ। অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স, সদারং সঙ্গীত সম্মেলনে অংশ গ্রহন করে শ্রীখোলের লহরা বাজান। ১৯৮১ সালে ৪ঠা এপ্রিল কলকাতার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রথীন্দ্র মঞ্চে নিখিল বঙ্গ কীর্ত্তন সম্মেলনে মেদিনীপুর জেলা কীর্ত্তন সংসদের প্রতিনিধিত্ব করেন। ওই সম্মেলনেও তিনি শ্রীখোল লহরা বাদ্য শুনিয়ে গুনীজনদের চমৎকৃত করেন। শুধু শ্রীখোল বা তবলা লহরা বাজিয়েই নরেনবাবু ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত সেতারী কালিদাস গোস্বামীর কাছে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। কীর্ত্তন গানে তালিম নেন চণ্ডীদাসের কাছে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে নানা বিষয়ে তালিম নিয়েছেন।

বোম্বাইয়ে থাকাকালীন ওখানকার ওস্তাদদের মুখে শুনে ছিলাম তবলা বা পাখোয়াজ যেমন সঙ্গীতের একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে তেমনি শ্রীখোল বাদ্যের মাধ্যমেও অনেক কিছু করা যায়। তাই নরেনবাবু ১৯৮৮ সালে সর্ব্ব প্রথম শ্রীখোল বাদ্যের সিলেবাস রচনা করেন। ঐ সিলেবাস বহু সঙ্গীত পরিষদ মনোনীত করে প্রকাশ করেছেন। ইণ্ডিয়ান মিউজিক বোর্ড, চণ্ডীগড় কলাকেন্দ্র গ্রহন করেছেন। বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের অধ্যক্ষ সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় এই সিলেবাস তাঁর প্রতিষ্ঠানে কার্যকরী করেছেন। 'শ্রীখোল

বাদ্য তরঙ্গ শিক্ষা' নামক একখানি পুস্তক রচনা করেছেন এবং তাহা রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভারসিটি সহ আরো কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমোদিত। পুস্তকখানি কেবলমাত্র এখনও প্রকাশ করা হয় নাই।

১৯৯০ এবং ১৯৯১ সালে কলিকাতার টেলিভিশন কেন্দ্রে রং বেরং আসরে একাধিকবার শ্রীখোল বাদ্য পরিবেশন করেন। কলিকাতার আকাশ-বাণী ভবন কেন্দ্রে শ্রীখোলে ক্লাসিক লহরার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এখনও নরেন বাবুর শ্রীখোল লহরার পোগ্রাম কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের অধিকর্তা মহাশয় দেন নাই। ঐ পোগ্রাম হলে আমরা স্থানীয় মানুষ থেকে আরম্ভ করে গোটা ভারতবর্ষের জনসাধারণ শ্রীখোল লহরা কি ? বা কেমন জিনিস প্রথম শুনতে পাব।

যাহাতে প্রাচীন কীর্ত্তনাঙ্গ তালগুলি কালের স্রোতে হারিয়ে না যায় তার জন্য তিনি বহু তালের গতি, প্রকৃতি, মাত্রা, ছন্দ, তালি, খালি, কাল বিভাগ করে তাললিপি করেছেন। যেমনঃ দামিনী, একেদশ কোশী, বড় দশ কোশী (তিন প্রকারের) যতি, এককলা সোমতাল, দুইকলা সোমতাল, বিষম দশ কোশী, বররামা মধ্যগতি, ইন্দ্রভাষ, মধ্যম দশ কোশী, টানা দশ কোশী, মকরধ্বজ, ধরা তাল, বড় রূপক, ছোট রূপক, বড় আড় তাল, ছোট আড় তাল, বড় বীর বিক্রম, ছোট বীর বিক্রম, বড় বিষম পঞ্চম, ছোট বিষম পঞ্চম, ভ্রমর ষট পদী, দোজ, গঞ্জন, পাঁচতাল বিরাম, ত্রিতাল বিরাম, চারিতাল বিরাম, একাদশ তাল বিরাম, আড়তাল বিরাম, সন্নিকাটা, পঞ্চম সারি, বড় শশী শেখর, ছোট শশী শেখর, অষ্ট তাল বদসি, বিকচ সপ্তপদী, বীর পঞ্চম, কানাই মান, বসু মান ইত্যাদি।

বর্তমানে উনি মেদিনীপুর গীতম সঙ্গীত বিদ্যালয়ের শ্রীখোল এবং কীর্ত্তনের শিক্ষিকা মাদপুর সঙ্গীত বিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেন। নিজে সুরশ্রী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছেন. ১৯৮৮ সাল থেকে চলে আসছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

সঙ্গীত জগতের কথা বাদ দিয়ে নরেন বাবুকে নিয়ে আমি সংসার ধর্ম্মের দিকে। জীবন যাত্রা অতি সহজ সরল। সদা হাস্য বদনে সব সময় তিনি ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকেন। আমি যখনই উনার কাছে যাই তখনই তাঁর

শ্রীসুভাষ চন্দ্র দাসের জীবনী

আমি শ্রীসুভাষ চন্দ্র দাস, পিতা দেবেন্দ্রনাথ দাস, সাং-দেওনাপুর, পোষ্ট অফিস—সবদলপুর, থানা—বৈষ্ণবনগর, জেলা—মালদহের একজন ক্ষুদ্র কীর্ত্তণীয়া। ছেলেবেলায় আমি যখন গ্রামের হরিবাসরে কীর্ত্তন শুনিতে যাইতাম তখন আমার অন্তর উল্লাসিত হইয়া উঠিত। তখন আমি মনে মনে চিন্তা করিতাম, আমি কি মৃদঙ্গ বাদক হইতে পারিব? সর্ব প্রথমে মৃদঙ্গই আমার মন প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছিল। তারপর আমি হরিবাসরের সন্ধ্যা আরতির কীর্ত্তন গুলী অন্য মৃদঙ্গ বাদকের সঙ্গে কোন রকমে বাজাইতে শিখিলাম। তখন প্রায়ই আমি সন্ধ্যাকালীন কীর্ত্তন বাজাইয়া তারপর লেখা পড়ায় বসিতাম। এইভাবে বেশ কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। তারপর আমি ইং ১৯৮৪ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করিয়া ও আর্থিক অসুবিধার জন্য ছাত্র জীবন হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। তখন মনে মনে ভাবিলাম মৃদঙ্গ বাদ্য রেওয়াজ করলেই বুঝি ভাল হয়। তারপর একখানি মৃদঙ্গ কিনিয়া পার্শ্ববর্ত্তী মৃদঙ্গ বাদকদের নিকট হইতে বাদ্য সংগ্রহ করিয়া মৃদঙ্গ রেওয়াজ আরম্ভ করিলাম, তাদের কাছে লীলা কীর্ত্তনের কিছু বাদ্যও শিখিলাম। তার কিছুদিন পর শ্রীসুবল চন্দ্র সরকার নামে এক কীর্ত্তণীয়া আমার উৎসাহ দর্শন করিয়া, আমাকে মৃদঙ্গ বাদক হিসাবে তাঁহার সম্প্রদায়ে লইলেন। প্রথম যজ্ঞে গয়েই আমার সাক্ষাৎ হইল একজন মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ বাদক কার্ত্তিক চন্দ্র দাসের সঙ্গে। তাঁহার বাদ্যগুলি আমাকে খুব ভাল লাগিল। তখন থেকে তাঁহার কাছে মৃদঙ্গ বাদ্যগুলি শিখিতে লাগিলাম। আমি ক্রমে ক্রমে হস্তসাধন হইতে আরম্ভ হাতটি, সোমতাল, জামালী, আর, দোঠুকি, জেওট, মধ্যম, ধরা শশিশেখর কাটাধরা, বিষমপঞ্চম, থামসা দশকুশি প্রভৃতি সুরের বাদ্যগুলি শিখিলাম। এইভাবে প্রায় চার বৎসর অতিবাহিত হইল। তারপর স্পৃহা জাগল এই রস কীর্ত্তনের উপর। তাল মাত্রা সমন্বয়ে বড় বড় সুর, এই গুলি শিক্ষা লাভ করিব কাহার কাছে। খুজিয়াও পাইলাম, মালদহ জেলার একজন প্রসিদ্ধ কীর্ত্তণীয়া শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়কে। তিনিই হইলেন আমার কীর্ত্তন শিক্ষার প্রথম গুরু। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমাকে অঙ্কের মাধ্যমে সুর শিখাইতে লাগিলেন। তাঁর নিকট

ক্রমে ক্রমে আমি সোমতাল ইহতে আরম্ভ করিয়া,একতালি, দোঠুকি, দশকুশি জামালী, মধ্যম, ধরা, তেওট, কাটাধয়া, বিষমপঞ্চম, খামসা, কাককলা, যুগল তাল, বিষম সমুদ্র, ঝাঁপতাল, তেওড়া, লোফা, দাশ পাহিড়া, চঞ্চুপুট এই ধরনের সুর গুলি শিখিলাম। তারপর লীলা কীর্ত্তন যজ্ঞানুষ্ঠানে কীর্ত্তন পরিবেশনের সুযোগ পাইলাম। বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানে নবদ্বীপ ও মুর্শিদাবাদ তাহাছাড়া বীরভূম, বর্ধমানের কীর্ত্তনীয়াদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয় এবং আমার অজানা বস্তু গুলি আমি উদ্ধার করি। এই ভাবে সাক্ষাৎ হইল মুর্শিদাবাদের এক মৃদঙ্গ বাদক ও কীর্ত্তনীয়া লক্ষ্মন চন্দ্র পালের সঙ্গে। তিনি আমাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গৌর ও রাধা গোবিন্দ লীলা পর্যায়ানুক্রমে সাজাইয়া দিলেন। ইহাতে আমার লীলা কীর্ত্তন পরিবেশনের সুবিধা হইল। তারপর সাক্ষাৎ হইল দক্ষিন দিনাজপুরের এক রসজ্ঞ কীর্ত্তনীয়া তারাপদ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে। তিনি আমাকে "নিমাই সন্ন্যাস" পালা খানি সাজাইয়া দিলেন। তাহাছাড়া রাধা গোবিন্দ লীলার বহু তত্ত্ব কথা আমাকে অবগত করাইলেন আমার মৃদঙ্গ বাদ্য ছাড়া, আমি লীলা কীর্ত্তন জগতে, কীর্ত্তনীয়া হিসাবে প্রায় ১০ বৎসর হইতে জড়িত।

আমার প্রথম গুরুদেব বাদ্যকর শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাস (মুর্শিদাবাদ) দ্বিতীয় গুরুদেব—রসকীর্ত্তন পরিবেশক, শ্রীশচীন্দ্র নাথ মণ্ডল (মালদহ) তৃতীয় গুরুদেব —শ্রীলক্ষ্মন চন্দ্র পাল (মুর্শিদাবাদ) চতুর্থ গুরুদেব— শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী (দক্ষিন দিনাজপুর) ইহাছাড়া যাহার বদনে লীলা কীর্ত্তন শ্রবন করি তিনিই আমার গুরুদেব। এই লীলার মাধ্যমে আমি জগৎময় গুরুদেব কে দর্শন করি।

বৈষ্ণবপদ রজ প্রার্থী
শ্রীসুভাষ চন্দ্র দাস।

ঠিকানা—
সাং দেওনাপুর। পোষ্ট—পারদেওনাপুর।
ভায়া—ধুলিয়ান। জেলা—মুর্শিদাবাদ। (পঃ বঃ)।

—•—

মুখে কৃষ্ণ কথা শুনে নিজেকে ধন্য করি। জীবনে উনি বহু সাধকের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। বাড়ীতে প্রায় অধিকাংশ সময়ই দেখেছি মাত্র একখানি গামছা পরে আছেন কিন্তু হাতের কাছে কোন না কোন গ্রন্থ আছেই সে গীতা হোক নয় গীতগোবিন্দম হোক, চৈতন্য চরিতামৃত কিংবা ভাগবত হোক। আমি কখনও তাঁর মুখ থেকে দারিদ্রতার কষ্টের ভাষা শুনতে পাই নাই। বর্তমানে প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে বার্দ্ধক্যের দিকে পা বাড়ালে ও তিনি দেহ-মনের বয়স বাড়তে দিতে মোটেও রাজী নন। মনে অদম্য সাহস, দেহে রাধা ভাবের স্পন্দন এবং অন্তরে প্রেম নিয়ে এগিয়ে চলেছেন রাধা-কৃষ্ণ যুগল মুর্ত্তির পদ প্রান্তের দিকে।

শ্রীঅনিল কুমার ঘোড়ই।

ইং ৬। ১২। ৮০ সালে কাব্যগীতি বিঃ মিউজ বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদে পাশ করেছেন ডিষ্টিংশন ও ফার্স্ট ডিভিশন। শ্রীখোলের লহরা রেডিওতে সর্ব্ব প্রথম বিঃ হাইগ্রেড প্রাপ্তহন এবং এ গ্রেড প্রাপ্তির পথে।

—০—

শ্রীঅদ্বৈত দাস বাবাজীর জীবনী

শ্রীঅদ্বৈত দাস বাবাজীর পূর্ব্ব নাম শ্রীঅর্জ্জুন চন্দ্র দাস অধিকারী। জন্মস্থান— সাং – ডিহি পুরুলিয়া পোঃ — মাজনা বেড়্যা, ভায়া নরঘাট, থানা— চণ্ডিপুর, জেলা – মেদিনীপুর।

আমার পিতা স্বর্গীয় শ্রী৺কার্ত্তিকচন্দ্র দাস অধিকারী। মাতা স্বর্গীয় শ্রীমতি ৺শুকদাবালা দাস অধিকারী। আমি শ্রীঅর্জুন চন্দ্র দাস অধিকারী। উনাদের কনিষ্ঠ পুত্র। জন্ম তাং বাংলা ১৩৫১ সাল ১৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার। বাংলা সন ১৩৬৬ সালে এক সপ্তাহের মধ্যে মাতা পিতা দুজনেই পরলোক গমন করেন। তারপর পিতা মাতার সংকার সমাপ্তে ভগবানপুর থানার অন্তর্গত নোনা নস্করপুর গ্রামের গাঁয়ক শ্রীযুক্ত বলরাম গোস্বামী মহাশয়ের দলে উনার চরণসেবার নিমিত্ত থাকি, প্রায় তিন বৎসর থাকার পর উনি

আমায় নানান শিক্ষা সাধন দেন। এবং ঐ চরণ সেবাতে সন্তুষ্ট হয়ে আমায় উনার যে, ৩২ খানি লীলা কীর্ত্তন ও ভক্ত চরিত্র পালাকীর্ত্তন সম্পুর্ন রূপে প্রদান করেন। এরপর শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে বাংলা সন ১৩৬৯ সাল হইতে কীর্ত্তন গান করিতেছি। এখন বয়স ৫৪ বৎসর। আমার জ্যৈষ্ঠ পুত্র, শ্রীমান গৌতম কুমার দাসঅধিকারী আমার নিকটেই শিক্ষা সাধন করে প্রায় তিন বৎসর, অর্থাৎ ১৪০১ সাল হইতে গায়ক জীবন শুরু, বা গান করিতেছে। লীলাকীর্ত্তন ও ভক্ত চরিত্র নিয়ে প্রায়, ১২খানা পালা সম্পূর্ণ করিয়াছে, এবং রামায়ণ গান ও ৯-১০টি পালা সম্পূর্ণ করিয়া গুরুগৌরের আশীর্ব্বাদে করিতেছে। বয়স, জন্ম বাংলা সন ১৩৭৮ সাল, এখন বয়স ২৭ বৎসর, ২৪ শা পৌষ, বাংলা সন ১৪০৪ সাল।

—০—

শ্রীকার্ত্তিক রায়ের জীবনী

প্রায় সত্তর বছর আগে এক চৈত্রের সকালে মাতা হেমন্তবালার কোলে এক শিশু এল। নবজাত শিশুকে নিয়ে হেমন্তবালা আছেন সূতিকা গৃহে। ষষ্ঠদিনে কুলগুরু এসে বললেন, ঐ শিশুকে তিনি দীক্ষিত করবেন। প্রথানুসারে তখনও অশৌচ চলছে; কিন্তু কুলগুরুর মতামতকে শ্রদ্ধা জানিয়ে পিতামহ তাঁতীরাম রায় পিতা প্রানকৃষ্ণ রায় ও খুল্লতাত গোপীকৃষ্ণ রায় সূতিকা গৃহেই নবজাত শিশুকেই দীক্ষিত করবার জন্য মতামতও দিলেন। নবজাত ছয় দিনের শিশু দীক্ষিত হল সূতিকা গৃহেই। ঐ দিনই শিশুর নামকরণ করা হৈল "কার্ত্তিক"।

দিনে দিনে শিশুর বয়স বাড়তে লাগল, বৈষ্ণব পরিবারের শিশু কার্ত্তিক যখন বালকত্বে পৌছল তখন বিশেষ করে মাতা হেমন্তবালার আধ্যাত্মিকতার আলো বালক কার্ত্তিকের মনে রেখাপাত করে। মাতা হেমন্তবালা ছিলেন শিবের পূজারিনী। পুত্রের সমস্ত ক্রিয়াকর্মের মধ্যেই শিব মহিমা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন তিনি। এমনি করে হেমন্তবালার ঐ পুত্র যখন যৌবনে পা দিল, তখন মাতা হেমন্তবালার সাধনার একটি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল। মৃত্যু পথযাত্রী ঐ পুত্রকে মাতা হেমন্তবালা শিবের প্রসাদে তার জীবন ফিরিয়ে আনলেন এবং শিবের সাধনায় যে এ জগতের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সেই দৃষ্টান্তই মা দেখিয়ে দিলেন তার পুত্রকে। বৈষ্ণব বংশের পুত্র শিবের কৃপায় হয়ে উঠল কীর্ত্তন পিপাসু। বিশ্ব বিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রি পাওয়ার পরও পূর্বের আকাঙ্খা আরও প্রবল হল এবং বৈষ্ণব পদ কর্তাদের জীবনী ও সাধনা জানবার ইচ্ছা প্রবল হতে প্রবলতর হল কার্ত্তিক রায়ের মধ্যে।

কৈশোর থেকেই মাতা হেমন্তবালার ঐ পুত্র দেশের বিভিন্ন স্থানে সমবয়সী সঙ্গীদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় হরিনাম গেয়ে বেড়াতেন এবং পরবর্ত্তীকালে উত্তর ২৪ পরগনার গরিফা নিবাসী প্রয়াত প্রখ্যাত কীর্তনীয়া শরৎ চন্দ্র দাসের সান্নিধ্যে এসে কীর্ত্তনের কিছু উচ্চাঙ্গ তাল মানের শিক্ষা নেন এবং বহু মনিষীর সান্নিধ্যে এসে বৈষ্ণব শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। প্রয়াত গৌর দাস বাবাজী শ্রী রায়কে এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে অনুপ্রানিত করেন এবং বিভিন্ন স্থানে কীর্ত্তন শিক্ষক শরৎ চন্দ্র দাস ও গৌর দাস বাবাজী আসরে উপস্থিত থেকে শ্রী রায়কে কীর্তন পরিবেশনে উৎসাহিত করতেন।

শ্রীরায় একজন অবৈতনিক কীর্ত্তনীয়া; শ্রীরায় ও তার অপর ভ্রাতা শ্রীরাধেশ্যাম রায় কোন দিনই কীর্তন পরিবেশনে পারিশ্রমিক গ্রহন করেন না।

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় শ্রীরায় কীর্ত্তন পরিবেশন করেছেন এবং এখনও করছেন। বহু মানিষী শ্রীরায়কে কীর্ত্তন সম্পর্কে বহু প্রকারের উপাধিতে ভূষিত করেছেন এবং বাংলার একাধিক প্রসিদ্ধ স্থানে গুণী ব্যক্তিরা শ্রীরায় কে সংবর্ধনাও দিয়েছেন।

শ্রীরায় তার পিতা মাতার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তার গাওয়া কীর্ত্তন শ্রবন করে যদি একজন ব্যক্তিও ভগবত উন্মুখী হয় তবে তার এ জন্ম ধন্য বলে তিনি মনে করেন এবং সেই রকমের আদেশও তিনি পিতা মাতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

শ্রীরায় পেশাগত ভাবে একজন প্রখ্যাত আইন ব্যবসায়ী। অনেকের মনে প্রশ্ন ওঠে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে আইন ব্যবসায়ের কোন বিরোধ ঘটে কিনা; শ্রী রায় উত্তরে বলেন যে, আধ্যাত্মিকতা ছাড়া শুধু আইন ব্যবসা কেন অন্য যে কোন ব্যবসায়েই পরিপক্কতা বা পরিপূর্ণতা আসে না। শ্রীরায় আরও বলেন এক অদৃশ্য জগত এই দৃশ্যমান জগতকে নিয়ন্ত্রিত করে।

শ্রীসুব্রত রায়
হুগলী বালি কালিতলা জেলা-হুগলী
১লা মাঘ ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থবলীঃ

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য (পাঁচ টাকা)। ২। জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত (সাত টাকা)। ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয় (দশ টাকা)। ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন (কুড়ি টাকা)। ৫। গৌর ভক্তামৃত লহরী (১, ২, ৩ খণ্ড) ষাট টাকা, (৪, ৫, ৬, ৭ খণ্ড) ষাট টাকা, (৮, ৯, খণ্ড) চল্লিশ টাকা, ১০ খণ্ড (যন্ত্রস্থ) ৬। রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী—১ম খণ্ড (পনের টাকা)। ২য় খণ্ড (পাঁচ টাকা) ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম (পাঁচ টাকা)। ৮। নিত্যানন্দ চরিতামৃত (দশ টাকা)। ৯। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার (বার টাকা)। ১০। সীতাদ্বৈততত্ত্ব নিরূপণ (চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা)। ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয় (ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা)। ১২। অভিরাম লীলামৃত (ত্রিশ টাকা) ১৩। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলাস্মরণ (চার টাকা)। ১৪। সাধক স্মরণ (পাঁচ টাকা)। ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয় (দশ টাকা)। ১৬। নিত্য ভজন পদ্ধতি (১, ২ খণ্ড) ত্রিশ টাকা। ১৭। অভিরাম লীলা রহস্য (সাত টাকা)। ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি (দুই টাকা পঞ্চাশ টাকা)। ১৯। পঞ্চশত বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (পাঁচ টাকা)। ২০। অষ্টকালীন লীলা স্মরণ (ছয় টাকা)। ২১। শুভাগমণী স্মরণিকা (এক টাকা)। ২২। অনুরাগবল্লী (সাত টাকা)। ২৩। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যামচন্দ্রোদয় (পাঁচ টাকা)। ২৪। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য (ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা)। ২৫। শ্যামানন্দ প্রকাশ (দশ টাকা) ২৬। সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলারহস্য (আশী টাকা)। ২৭। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (পাঁচ টাকা)। ২৮। শ্রীশ্রীনিতাই অদ্বৈত পদ মাধুরী (বারো টাকা)। ২৯। অভিরাম বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় (সাত টাকা)। ৩০। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ—১ম (নরহরি সরকারের পদাবলী)—(কুড়ি টাকা)। ২য় খণ্ড (গৌরলীলা, নরহরি চক্রবর্ত্তী পদাবলী) ষাট টাকা। ৩য় খণ্ড (চল্লিশ টাকা) ৪ খণ্ড (যন্ত্রস্থ) ৩১। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা (কুড়ি টাকা) ((প্রাচীন গ্রন্থ)

সমন্বয়ে)। ৩২। চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ (পাঁচ টাকা)। ৩৩। জগদীশ চরিত্র বিজয় (পঁচিশ টাকা)। ৩৪। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব— পাঁচ টাকা। ৩৫। মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবা (ইংরাজী)—সাত টাকা। ৩৬। গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী—কুড়ি টাকা। ৩৭। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া—১ খণ্ড (চল্লিশ টাকা) ২য় খণ্ড ত্রিশ টাকা। ৩য় খণ্ড (যন্ত্রস্থ) ৩৮। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ — ত্রিশ টাকা। ৩৯। মনঃশিক্ষা দশ টাকা। ৪০। রসিক মঙ্গল—(প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ প্রভুর লীলা কাহিনী)—প্রথম খণ্ড (পঁচিশ টাকা) দ্বিতীয় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

অপ্রকাশিত দুঃষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব শাস্ত্র
প্রচার মূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

॥ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ॥

ইহাতে প্রচীন বৈষ্ণব শাস্ত্র তথা শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার পার্যদবর্গের মহিমামূলক অপ্রকাশিত ও দুঃষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি পুঁথি হইতে পাঠোদ্ধার করে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। তৎ সঙ্গে লুপ্ত বৈষ্ণব তীর্থের মহিমা, প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ আদির বিবরণ ও বৈষ্ণব সাহিত্যের গবেষণামূলক প্রভৃত অপ্রকাশিত তথ্য ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার বার্ষিক চাঁদা ষোল টাকা ও আজীবন সদস্য চাঁদা দুইশত টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে— (বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ (কাম)

প্রাচীন ও আধুনিক পদাবলী সংকলন গ্রন্থাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দুই শতাধিক পদকর্ত্তার জীবনীসহ তাহাদের সমগ্র পদাবলী (গৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা পৃথক ভাবে) খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক চাঁদা (সডাক) কুড়ি টাকা পাঠিয়ে সত্বর গ্রাহক তালিকাভুক্ত হউন।

বিঃ দ্রঃ—গ্রন্থাবলী ডাকযোগে পাঠান হইয়া থাকে। ধর্ম্মগ্রন্থ বিক্রেতাগণকে কমিশনে গ্রন্থ দেওয়া হয়।

প্রচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

॥ যোগাযোগ ॥

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা ◦ পোঃ-হালিসহর ◦ উত্তর ২৪ পরগণা ◦ পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট দর্শনে আসুন
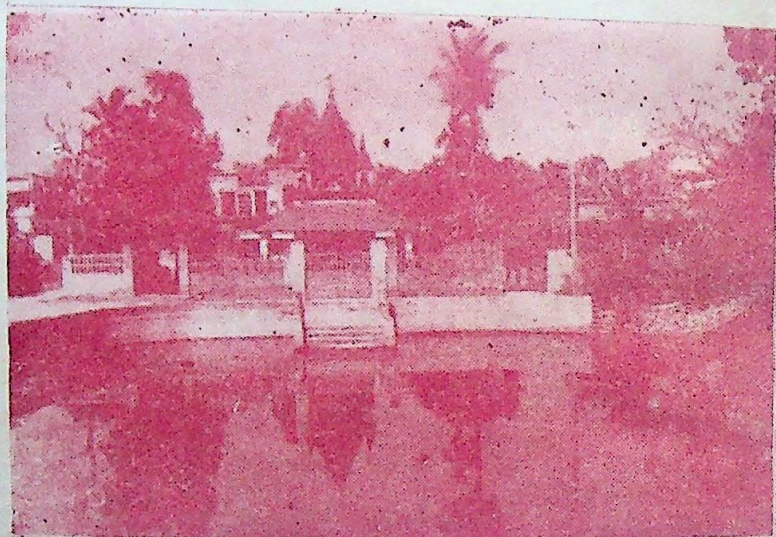
মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন।

প্রভু বলেন, ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।

এমৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ॥

পথনির্দ্দেশ—শিয়ালদা-রানাঘাট রেলপথে নৈহাটি কিংবা কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনে নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিসহর শ্রীচৈতন্যডোবা বাস ষ্টপেজে নামিবেন। বাসে শিয়ালদা শ্যামবাজার-বারাকপুর হইতে ৮৫নং বাসরুটে এখানে আসা যায়।